বাজীরাও

ঐতিহাসিক পঞ্চাঙ্ক নাটক

গ্রেট ন্যাশন্যাল ও ষ্টার থিয়েটারে অভিনীত।
প্রথম অভিনয় রজনী শনিবার, ১৩ই শ্রাবণ, ১৩১৮ সাল

শ্রীমণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

[ষষ্ঠ সংস্করণ]

প্রকাশক—শ্রীহরিদাস চট্টোপাধ্যায়
গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স্
২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা

প্রিণ্টার—শ্রীনরেন্দ্রনাথ কোঙার
ভারতবর্ষ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্,
২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট্, কলিকাতা

এক টাকা

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ

পুরুষগণ

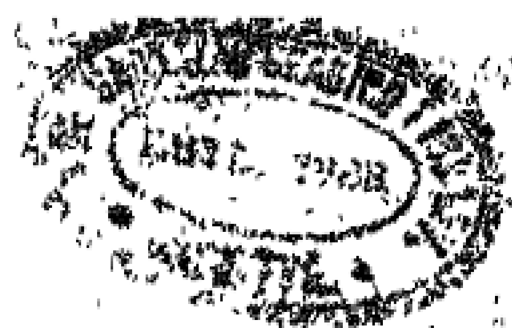
সাহু	...	মহারাষ্ট্র প্রদেশাধিপতি।
বাজীরাও	...	ঐ পেশোয়া।
[illegible]	..	ঐ প্রধান সেনাপতি (পরে মালব-সেনাপতি)।
ত্র্যম্বকরাও পিলাজী	..	ঐ সেনাপতিদ্বয়।
শ্রীপতি	...	ঐ প্রতিনিধি।
বালাজী	...	বাজীরাওয়ের পুত্র।
চিমন	..	ঐ ভ্রাতা।
সদাশিব	...	ঐ সভাসদ্।
ব্রহ্মেন্দ্র স্বামী	...	ঐ গুরু।
মাধব	...	ঐ শিষ্য।
গিরিধর	...	মালবেশ্বর।
রূপজী	...	ঐ সেনাপতি (পরে বাজীরাওয়ের সেনাপতি)।
বাজদেবরাও	...	ঐ পদস্থ কর্ম্মচারী (বাজ-বয়স্ত)।
মলহররাও	...	হোলপুরের জমিদার (পরে বাজীরাওয়ের সেনাপতি)।
শঙ্কররাও	...	মলহরের শিষ্য (পরে বাজীরাওয়ের ভগিনীপতি)।
তোরাব খাঁ	.	হিন্দুধর্ম্মানুরাগী মুসলমান (মস্তানীর প্রতিপালক)।
নিজাম	...	(চিন্ কিলিচ খাঁ আসফ সা) হায়দ্রাবাদের অধীশ্বর।
শম্ভুজী		কোল্হাপুরের সামন্ত রাজা (সাহুর জ্ঞাতিভ্রাতা)।

রাজগণ, নাগরিকদ্বয়, পারিষদ্গণ, ঘাতক, সেনানীদ্বয়, প্রহরীগণ, সৈন্যগণ, মুসলমান সৈন্যগণ, ব্রহ্মেন্দ্র স্বামীর অনুচরগণ, দূত, সামন্তগণ ইত্যাদি।

স্ত্রীগণ

গৌতমা	..	মলহররাওয়ের স্ত্রী।
মস্তানী	...	তোরাবের প্রতিপালিতা (ব্রাহ্মণ-রাজকন্যা)।
লক্ষ্মী	...	বাজীরাওয়ের ভগ্নী (শঙ্করের স্ত্রী)।
রুক্মিণী	...	ব্রহ্মেন্দ্র স্বামীর শিষ্যা (মাধবের পত্নী)।

পরিচারিকা, নর্ত্তকীগণ, বাইজীগণ, রঙ্গিণীগণ, পুরনারীগণ ইত্যাদি।



বাজীরাও

প্রথম অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

হোলপুর—রাজপথ

তোরাব খাঁ ও মস্তানী

মস্তানী। আর যে চ'লতে পারছি না কাকা,—সর্ব্বশরীর অবশ হ'য়ে প'ড়ছে!

তোরাব। আমিও চ'লতে পারছি না মা!—গ্রামের পর গ্রাম, নগরের পর নগর, মুলুকের পর মুলুক ঘুরে ঘুরে—ছুটে ছুটে পা এবার অবশ হ'য়ে প'ড়েছে। বুঝি এবার এই খানেই বিশ্রাম নিতে হয়!

মস্তানী। সেই ভাল কাকা; এস—এই খানেই আশ্রয় নিই, যা হবার হয়ে যাক্। আর ব্যাধ-তাড়িত হরিণের মত পালিয়ে বেড়িয়ে কাজ নেই কাকা,—এস, এই খানেই আশ্রয় নিই।

তোরাব। আশ্রয় নেবো! কার কাছে আশ্রয় নেবো? কে আমাদের আশ্রয় দেবে মা? দেখছো না—গ্রামের সকলে আমাদের দিকে সন্দিগ্ধ-ভাবে তাকাচ্ছে,—দেখছো না—আমাদের দিকে চেয়ে চেয়ে

চুপি চুপি সকলে কি বলা-কওয়া ক'রছে ! হয় তো এখানেও আমাদের কপাল ভেঙেছে—নিজামের হুকুম হয় তো এ মুলুকেও এসে পৌঁছেছে !

মস্তানী। যদি তাই হয় কাকা, যদি নিজামের হুকুম এ মুলুকেও এসে পৌঁছে থাকে, তাহ'লে এখানকার লোকেও কি নিজামের সেই অন্যায় হুকুম মাথা পেতে নেবে ? আমাদের এ অবস্থা দেখে কি কারুর প্রাণে দয়া হবে না ? আমাদের দুঃখের কাহিনী শুনে কারুর প্রাণে কি একটুও আঁচড় লাগবে না ? কেউ কি আমাদের আশ্রয় দেবে না ?

জোরাব। এ কথা আর জিজ্ঞাসা ক'রছ কেন মা ? মুলুকে মুলুকে—মানুষের দোরে-দোরে ঘুরে এর তো হদিস্ পেয়েছ মা ! আশ্রয় কে দেবে। কার ঘাড়ে দশটা মাথা যে, নিজামের হুকুম ঠেলে আমাদের আশ্রয় দেবে ?

মস্তানী। কিন্তু, এ তো শত্রুর রাজ্য নয় কাকা—এখানেও কি আশ্রয় পাবো না ?

জোরাব। এখানকার দোরে দোরে ঘুরতেও তো কসুর করিনি মা ! আগে ভেবেছিলুম—এ রাজ্যে এলে আশ্রয় পাবো—নিরাপদ হবো ; কিন্তু এখন বুঝতে পারছি—আমি ভুল ভেবেছি, এখানে আরও বেশী ভয়, বিপদ আরও সঙ্গীন ! এই এত বড় মালব রাজ্যের রাজা—এ'ও নিজামের ধামাধরা, তার হুকুম মাথা পেতে নিয়েছে ! দেখ্‌লিনি, ঐ সব গ্রামের লোকেরা কেউ আমাদের আশ্রয় দিলে না, রাজার নিষেধ জানিয়ে তাড়িয়ে দিলে।

মস্তানী। কাকা ! তবে আর কোথাও গিয়ে কাজ নেই, নসীবের ওপর নির্ভর ক'রে এস এইখানে ব'সে থাকি ; এ রকম বিড়ম্বনাময় জীবনভার বহার চেয়ে মরা ভাল।

তোরাব। ঠিক ব'লেছিস্ মা, এর চেয়ে মর্‌বা ভাল। তুই যদি আমার মেয়ে হ'তিস মস্তানী, তা'হলে আমি তোর ধুক্কিই নিতুম; এর আগে খোদার দোহাই দিয়ে, যমের মুখ চেয়ে ব'সে থাকতুম না, এই ছোরা আগে তোর বুকে বসিয়ে দিতুম—তার পর নিজে বুক পেতে নিতুম। কিন্তু—কিন্তু তুই যে আমার মনিবের মেয়ে, আমার প্রাণের চেয়েও যে তুই অনেক বড়! মরবার সময় তোর বাপ তোকে আমার হাতে সঁপে দিয়ে যায়, তুই তখন পাঁচ বছরের মেয়ে। তোকে এক দিন বলিনি মা—তোর বাপের দেওয়া একখানা পদক আমার কাছে আছে। তোর বাপ আমাকে মাথার দিব্যি দিয়ে ব'লে যায়—তোর বয়স বিশ বছর না হ'লে, আমি যেন সে পদক না খুলি—কারুর সঙ্গে তোর সাদী না দিই। সে বিশ বছর পূর্ণ হ'তে এখনো যে সম্বৎসর বাকি! এখন যমের মুখে তোকে কেমন ক'রে তুলে দোব মা। তা'হলে যে আমার নেমকহারামী করা হবে! আমার মনিবের অন্তিমকালের কথাটা যে রক্ষা করা হবে না!

মস্তানী। বাবার ওপর যখন তোমার এতদূর ভক্তি, কাকা, তখন আমি আর ম'রব না, মরবার জন্ত বুক বেঁধেছিলুম, এখন সে সঙ্কল্প ত্যাগ করলুম। এবার আমি একবার শেষ চেষ্টা ক'রব কাকা! তুমি এতদিন লোকের কাছে আশ্রয় চেয়েছ, কৃপাকণা ভিক্ষা ক'রে এসেছ, আমি কেবল দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পোড়া-চোখে তা দেখেছি—কাণে শুনেছি; এবার আমি একবার আশ্রয় চাইব—সবার কাছে দয়া-ভিক্ষা ক'রব, দেখবো, এবার আমার প্রার্থনায় মানুষের পাষাণ-প্রাণ গলে কি না!

(দুইজন নাগরিকের প্রবেশ)

১ম নাগ। তোমরা কে গা?

২য় নাগ। তোমরা কোথা থেকে আসছ গা?

১ম নাগ। তোমরা কি বিদেশী?

তোরাব। হাঁ, একরকম বিদেশী বই কি; আমরা মালববাসী নই—তবে আমরা ভারতবাসী।

২য় নাগ। এ রাজ্যে কি মনে ক'রে আসা হয়েছে? আর দুজনে পথের উপর দাঁড়িয়ে অমন ক'রে কান্না-কাটিই বা করা হচ্ছে কেন?

মস্তানী। কান্না কাটি ক'রছি কেন?—শুনবে কি? শুনলে কি তোমাদের মনে দয়া হবে? আমাদের দুঃখের কোন প্রতিকার করবে কি?

২য় নাগ। কথাটাই কি আগে বল না শুনি, তার পর না হয় বোঝাপড়া হবে।

মস্তানী। ওগো আমরা বড় অনাথা, আমাদের বড়ই দুরদৃষ্ট, আমরা নিরাশ্রয়; আশ্রয় পাবো ব'লে অনেক দূর থেকে এ রাজ্যে এসেছি তোমরা কি আমাদের আশ্রয় দেবে?

১ম নাগ। (স্বগতঃ) হুঁ, বুঝতে পেরেছি। [প্রকাশ্যে] হাঁ গা বাছা, তোমার নাম কি?

মস্তানী। আমার নাম মস্তানী।

১ম নাগ। আর তোমার নাম বোধ হয় তোরাব খাঁ?

তোরাব। তুমি আমার নাম কি ক'রে জানলে?

১ম নাগ। রাজা-বাহাদুরের ঢেঁড়ার জোরে জেনেছি—আর জানবো কি ক'রে? তোমরা এ অঞ্চলে আসবার আগেই তোমাদের দুজনের নাম মুলুকময় জাহীর হ'য়ে পড়েছে, এখন যদি ভাল চাও শীগগির স'রে পড়ো, নইলে এখনি ধরা পড়বে।

মস্তানী। কি অপরাধে আমরা ধরা প'ড়বো? কোন্ দোষে দোষী আমরা?

১ম নাগ। তা জানি না; তবে রাজার হুকুম—তোমাদের দুজনকে

ধ'রে তাঁর কাছে নিয়ে যাওয়া ; তার পর তোমাদের কোথা থেকে রপ্তানী করা হবে।

সন্তানী। আর আমরা যে দেশ-দেশান্তর থেকে এ রাজ্যে এসে তোমাদের দ্বারস্থ হ'য়েছি—তোমাদের কাছে আশ্রয়ভিক্ষা ক'রছি, তার কি কোন ফল ফ'লবে না? তোমরা কি আমাদের আশ্রয় দেবে না?

২য় নাগ। আমরা তোমাদের আশ্রয় দেবো! তোমাদের সৌভাগ্য যে তোমরা প্রথমে আমাদের চোখে প'ড়েছ, অপর কেউ হ'লে এতক্ষণে তোমাদের ধরিয়ে দিয়ে রাজার কাছে বখ্‌সিস্ নিত!

সন্তানী। তোমরা হিন্দু,—বিপন্ন শরণাগতকে আশ্রয়-প্রদান—হিন্দুর প্রধান ধর্ম্ম,—তোমরা কি সেই সারধর্ম্ম পালন ক'রবে না? অনাথ অসহায় শরণার্থীকে আশ্রয় দেবে না?

নাগ-গণ। অসম্ভব!

সন্তানী। অসম্ভব? আশ্রয়প্রার্থী আতুরকে আশ্রয় দেওয়া তোমাদের পক্ষে অসম্ভব? দীর্ঘকায় সবল কর্ম্মঠ পুরুষ তোমরা, হৃদয়ে তোমাদের অনন্ত উৎসাহ, মুখে অমন প্রতিভার তপ্ত আভা ফুটে বেরুচ্ছে, চোখ দিয়ে আগুন ছুটছে—তোমরা কি না শরণাগতকে আশ্রয় দিতে অক্ষম। আমাদের আশ্রয় দেয়—এমন সাহসী তোমাদের ভেতর কি কেউ নেই?

নাগ-গণ। কেউ নেই।

সন্তানী। কেউ নেই! এই অনাথা অসহায়া অত্যাচারপীড়িতা বিপন্না নারীকে আশ্রয় দিতে পারে—এমন শক্তিমান্ সাহসী পুরুষ কি এত বড় রাজ্যের ভেতর কেউ নেই?

(গৌতমার প্রবেশ)

গৌতমা। অবশ্য আছে; শক্তিমান্ সাহসী পুরুষ না থাকতে পারে—

রী আছে, নারীই নারীর মর্য্যাদা রক্ষা ক'রবে।—আমি তোমাকে আশ্রয় দেবো।

তোরাব। তুমি আশ্রয় দেবে? কে মা করুণাময়ী তুমি? কি ব'লছ মা তুমি? শত শত শক্তিমান্ রাজা—জমীদার—জায়গীরদার—আমীর ওমরাহ যাকে আশ্রয় দিতে সাহস পায় নি—রমণী হ'য়ে তুমি তাকে আশ্রয় দেবে?

গৌতমা। হাঁ—আমিই আশ্রয় দেবো, আশ্রিত-পালন হিন্দুর সারধর্ম্ম, হতভাগ্য দেশের লোক সে ধর্ম্ম ভুলে গেলেও নারী হ'য়ে আমি তা ভুলতে পারি নি—তাই আমি উন্মাদিনীর মতন এখানে ছুটে এসেছি। এস ভগিনী, আমি তোমাকে আশ্রয় দেবো।

তোরাব। দাঁড়াও মা, শোন,—জান কি, আমরা কে? জান কি মা, আমাদের আশ্রয় দিলে তোমার সর্ব্বনাশের সম্ভাবনা আছে?

গৌতমা। পরিণাম ভেবে আমি তোমাদের আশ্রয় দিই নি বৃদ্ধ! ধর্ম্ম ভেবে—কর্ত্তব্যবোধে আমি তোমাদের আশ্রয় দিয়েছি। যদি এর জন্য আমাকে সর্ব্বস্বান্ত হ'তে হয়—দুনিয়ার লোক আমার বিপক্ষে এসে দাঁড়ায়—স্বামীর প্রাণ, পুত্রের প্রাণ বলি দিতে হয়,—তাতেও আমি শঙ্কিত নই! প্রাণ দিয়ে তোমাদের রক্ষা ক'রব।

তোরাব। দাঁড়াও মা—আরো শোন; জান কি মা, আমি মুসলমান?

গৌতমা। মুসলমান হও, চণ্ডাল হও, শত্রু হও, মিত্র হও, তা কিছু জানতে চাই না; জানি, শুধু তোমরা শরণাগত—আমার আশ্রিত, তুমি আমার পিতা, তুমি আমার ভগিনী। স্বচ্ছন্দে আমার আলয়ে এসো। [উভয়কে লইয়া প্রস্থান।

[নাগরিকদ্বয়ের ইঙ্গিত-অভিনয়,—সবিস্ময়ে প্রস্থান।

(বলদেবের প্রবেশ)

বলদেব। বটে সুন্দরী! এতো বিক্রম তোমার? ইন্দ্র চন্দ্র বায়ু বরুণ

বাকে আশ্রয় দিতে রাজী হ'য়ো না, তুমি কি না কোথা থেকে আচমকা বেরিয়ে এসে খপ, ক'রে একেবারে তাকে পদাশ্রয় দিয়ে ফেললে! হুঁ বাবা! ধর্ম্মের কল বাতাসে নড়ে ওঠে। তুমি সুন্দরী—লক্ষ্মী পায়রার মত মাঝে মাঝে আমার চোখের সামনে পড়ো—দেখে প্রাণ বেচারা আপশোসে উথলে উঠে; অনেক চেষ্টা যত্ন ক'রেও তোমাকে হাত ক'রতে পারি নি! কিন্তু আজ যে খেলা খেলে গেলে চাঁদ—তাতে আমার ফাঁদে তোমাকে প'ড়তেই হবে। এই ব্যাপারটা বেশ ক'রে বাড়িয়ে জুড়িয়ে রাজার কাণে তুলতে হবে, তার ফলে আমার চিরশত্রু 'মল্লা' বেটা কাটকে গিয়ে আটক হবে—আর তুমি সুন্দরী, এই শর্ম্মার কৌশলে, আমার হৃদয় রাজ্য আলো ক'রে ব'সবে। দেখা যাক—এখন কোথাকার জল কোথায় গিয়ে দাঁড়ায়। [প্রস্থান।



দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

মলহররাওয়ের বাটী

মলহররাও

মলহর। কি ভীষণ জুলুম! এমন তো আর কোথাও দেখি নি। মোগল-কাজির রাজ্যেও বোধ হয় তত জুলুম নেই—যত এই অত্যাচারী হিন্দুরাজা শিবিশ্বরের রাজ্যে! প্রজার প্রাণে সোয়াস্তি নেই, ঘরে শান্তি নেই, কর দিয়েও তাদের নিষ্কৃতি নেই; নিত্য নূতন নূতন জুলুম! মাথার ওপর তাদের খাঁড়া টাঙানো রয়েছে; কার মাথায় কখন যে পড়ে, তার কোন স্থিরতা নেই। যথাশক্তি তাদের রক্ষা

ক'রে এসেছি ; আশ্রিত বিপন্ন প্রজার রক্ষার্থে, রাজার সন্তুষ্টির জন্য যথাসর্বস্ব উৎসর্গ ক'রেছি ; সহস্রবার রাজার অন্যায় আঘাত রক্ষা ক'রেছি ; কিন্তু আর আমার সহ্য করবার শক্তি নেই, এবার আমি সর্বস্বান্ত—একেবারে নিঃসম্বল, ঘরে এক কপর্দকেরও সংস্থান নেই ! এবার অত্যাচার-স্রোত প্রজার পর্ণকুটীর ভাসিয়ে দিয়ে আমার অট্টালিকায় এসে আঘাত ক'রবে ! এইবার আমার কঠোর পরীক্ষা—জীবন মরণ-সমস্যা !

(শঙ্কররাওয়ের প্রবেশ)

শঙ্কর,—কতদূর কি ক'রে উঠলে ?

শঙ্কর। টাকা দিয়ে বন্দী প্রজাদের খালাস ক'রে এনেছি।

মলহর। খালাস ক'রে এনেছ ? এ কি সম্ভব ? টাকা কোথায় পেলে ?

শঙ্কর। দেবী দিয়েছেন।

মলহর। গৌতু দিয়েছে ? সে কোথায় টাকা পেলে ? তার কাছে তো এক কপর্দকও ছিল না।

শঙ্কর। তিনি গলার হার খুলে দিয়েছেন।

মলহর। বুঝতে পেরেছি, তার শেষ সম্বল হার-ছড়াটির বিনিময়ে গৌতু আমার বিপন্ন বন্দী প্রজাদের উদ্ধার ক'রেছে। সংসারের খবর কিছু জান কি শঙ্কর ? ঘরে আর কিছু নেই—কাল কি খাব, তারও সংস্থান নেই ! কাল হয় তো তোমার আর গৌতুর হাত ধ'রে রাস্তায় গিয়ে দাঁড়াতে হবে—দোরে দোরে ভিক্ষা ক'রতে হবে।

শঙ্কর। যদি তাই হয়, আমি সে ভার নেবো ; ভিক্ষার ঝুলি কাঁধে ক'রে লোকের দোরে দোরে ঘুরে বেড়াব।

মলহর। বুঝতে পারছ না শঙ্কর, নিজেদের উদর পূরণের জন্য ভাবছি না, ভাবনা কেবল ঐ দুর্বল দুঃস্থ অনাথ প্রতিবেশীদের জন্য। তারা

যে আমাকেই তাদের সংসারের অবলম্বন হ'লে মনে করে—আমার মুখ চেয়েই যে তারা এত দিন এত অত্যাচার সহ্য ক'রে আসছে। কিন্তু কাল যখন তারা আমার পতনের কথা জানতে পারবে—যখন তারা বুঝবে, আমিও তাদের মতন নিঃসম্বল—অক্ষম,—তখন যে হতাশার তাড়নায় তাদের বুক ফেটে যাবে! আমি তাদের কি ক'রে রক্ষা ক'রব? যদি এখন আবার কেউ বিপন্ন হ'য়ে আমার কাছে ছুটে আসে—তা হ'লে আমি কেমন ক'রে তাকে রক্ষা ক'রব? কি ব'লে বিদায় দোবো শঙ্কর! তার চেয়ে দেউড়ী বন্ধ ক'রে দাও, কারুর কথা আর কাণে নোবো না।

(গৌতমার প্রবেশ)

গৌতমা। কিন্তু আমার কথা তো ঠেলতে পারবে না নাথ, আমি যে দেউড়ীর ভেতরেই রয়েছি।

মলহর। যখন আমার সুদিন ছিল, তখন তুমি আমাকে কোনও কথা বল নি, কিন্তু আজ এ দুর্দ্দিনে তুমি আবার কি কথা ব'লবে গৌতু—কি প্রার্থনা ক'রবে তুমি?

গৌতমা। তুমি স্বামী, আমি স্ত্রী, তোমার জীবন-সঙ্গিনী আমি; আমি যে চিরদিনই তোমার সুদিন দেখে আসছি প্রভু,—দুর্দ্দিনের অন্ধকার কখন তো আমার চোখে এসে লাগে নি। আজ সত্যই আমার একটা প্রার্থনা আছে; আমার সে প্রার্থনা রাখতে হবে।

মলহর। কি বল, শুনি।

গৌতমা। আমি দুজন নিরাশ্রয়কে আশ্রয় দিয়েছি; তারা বড় বিপন্ন—বড় অসহায়; আশ্রয় পাবার আশায় তারা অনেক দূর থেকে এ রাজ্যে এসেছে; কিন্তু কেউ তাদের আশ্রয় দিতে সাহস পায় নি; মনের দুঃখে তারা কেঁদে ফিরে যাচ্ছিল,—আমি তা সহ্য ক'রতে না পেরে তাদের আশ্রয় দিয়েছি।

মলহর। তুমি তাদের আশ্রয় দিয়েছ ? কিন্তু তারা কে—কোথা থেকে আসছে, তার কোনও পরিচয় পেয়েছ কি ?

গৌতমা। তারা নিরাশ্রয়, শরণার্থী—এই তাদের পরিচয় ; আর কোনও পরিচয় পাই নি—জিজ্ঞাসাও করি নি ; তবে কথায় কথায় শুনেছি, তারা নিজামের রাজ্য থেকে পালিয়ে আসছে।

মলহর। তুমি ক'রেছ কি গৌতু ! কাকে আশ্রয় দিয়েছ ? ক্রূর কালসর্পের কবল থেকে রক্ষা পাবার জন্য যে ভয়ার্ত্ত মণ্ডূক চতুর্দ্দিকে পালিয়ে বেড়াচ্ছে—তাকে তুমি আশ্রয় দিয়েছ ?

গৌতমা। কি তুমি ব'লছ প্রভু, কিছু তো বুঝতে পারছি না।

মলহর। বুঝতে পারবে না, তুমি জান না—কাকে তুমি আশ্রয় দিয়েছ ! তুমি জান না—যে রমণী আজ তোমার কাছে আশ্রয় পেয়েছে, তার নাম—মস্তানী, সে ভারত-বিদিতা সুন্দরী ; তাকে হস্তগত করবার জন্য হায়দ্রাবাদের নিজাম উন্মত্ত হ'য়ে ওঠে ; সেই আশঙ্কায় ধর্ম্মরক্ষার্থ মস্তানী এক বৃদ্ধ অভিভাবকের সঙ্গে নিজামের রাজ্য থেকে পালিয়ে এসেছে ; কিন্তু ইতিমধ্যেই এ কথা ভারতময় রাষ্ট্র হ'য়ে পড়েছে, মস্তানীকে বন্দী ক'রে হায়দ্রাবাদে পাঠিয়ে দেবার জন্য নিজাম রাজ্যে রাজ্যে পরোয়ানা পাঠিয়েছে—সকল রাজ্যেই ধর ধর রব পড়ে গেছে !

গৌতমা। সকল রাজাই কি লম্পট নিজামের এই অন্যায় আদেশ ঘাড় পেতে নিয়েছে ?

মলহর। নিয়েছে ; মস্তানীকে ধরবার জন্য তারা আহার নিদ্রা ত্যাগ ক'রেছে—সকল রাজা চারিদিকে চর পাঠিয়েছে ! তাদের দৃষ্টি অতিক্রম ক'রে মস্তানী যে কেমন ক'রে এত দূর আসতে পেরেছে—আমি তা বুঝতে পারছি না।

গৌতমা। বড় অদ্ভুত কথা শুনলুম ! এক অবলা বালিকা, কামোন্মত্ত

পিশাচের হাত থেকে মর্য্যাদা রক্ষার জন্য পাগলিনীর মতন চারিদিকে পালিয়ে বেড়াচ্ছে—আর—দেশের শক্তিমান্ ব্যক্তিরা—তাকে আশ্রয় দেওয়া দূরে থাক, তার আক্রমণকারী সেই লম্পটের অত্যাচারের পোষকতা ক'রছে!

মলহর। হিন্দুস্থানে এখন নিজামের অদ্ভুত আধিপত্য, নিজামের নামে সব রাজাই তটস্থ,—দিল্লীর বাদশাহ পর্য্যন্ত কম্পমান্! নিজামের মনস্তুষ্টির জন্য তাঁরা অসাধ্য সাধনেও প্রস্তুত। নিজামের বিরুদ্ধাচারী হ'য়ে মস্তানীকে আশ্রয় দিতে কেউ রাজী নন্।

গৌতমা। তাঁরা রাজী না হোন, আমি রাজী, আমি মস্তানীকে আশ্রয় দিয়েছি—আমি তাকে রক্ষা ক'রব। স্বামি! ভুলে যাচ্ছো কি, আমরা কি মহৎ কর্ত্তব্য নিয়ে কর্মক্ষেত্রে নেমেছি? যে আশ্রিত-রক্ষণকে আমরা আমাদের জীবনের সার ধর্ম্ম বলে গর্ব্ব করি, আজ নিজামের রক্তচক্ষু দেখে সে ধর্ম্মে জলাঞ্জলি দেবো। বড় মুখ ক'রে আদর করে যাকে আশ্রয় দিয়েছি, তাকে এখন তাড়িয়ে দেবো! না—তা হবে না প্রভু, মস্তানীকে রাখতেই হবে। মনে রেখো নাথ, এ জীবন-পণ-সমস্যা—ভীষণ পরীক্ষা।

মলহর। তুমি বড় সত্য কথা ব'লেছ গৌতু! এ আমাদের জীবন-পণ-সমস্যা—ভীষণ পরীক্ষা! কিন্তু এ পরীক্ষায় যে আমরা জয়যুক্ত হ'তে পারব, তার কোন সম্ভাবনা নেই। না থাকুক—আমি তোমার যুক্তিই গ্রহণ করলেম গৌতু; তুমি আমাকে আজ মহান্ কর্ত্তব্যের পথ দেখিয়ে দিলে। আমি জানতেম গৌতু, তোমার হৃদয় খুব উচ্চ, কিন্তু যে এত দূর উচ্চ, তা আগে জানতেম না। গৌতু, আমি মস্তানীকে আশ্রয় দিলেম—তার রক্ষার ভার নিলেম।

গৌতমা। এতক্ষণে নিশ্চিন্ত হ'লুম। প্রভু, আশ্রিত-রক্ষার জন্য একে একে সর্ব্বস্ব উৎসর্গ ক'রেছি—এখন বাকি আছে, শুধু এই দেহ,

আর রমণীর সৌন্দর্যের আধার এই কেশরাজি! মস্তানীকে রক্ষা করবার জন্ত এই চুল এক এক গাছি ক'রে কেটে দেবো—হৃদ্‌পিণ্ড ছিঁড়ে ফেলে আহুতি দোবো—তবু তাকে ছাড়ব না।

মলহর। শঙ্কর! প্রস্তুত হও, মস্তানীকে রক্ষা ক'রতে হবে, ছলে বলে কৌশলে যেমন ক'রে হোক আশ্রিত-রক্ষা ক'রতেই হবে।

নেপথ্যে।—রাওজী, বাড়ী আছো?—রাওজী, বাড়ী আছো?

মলহর।—কে ডাকে?

(পরিচারিকার প্রবেশ।)

পরি। রাজার কর্ম্মচারীরা এসে আপনাকে ডাকছে; ব'লছে, কি জরুরী কাজ আছে, এখনি রাজার কাছে যেতে হবে।

মলহর। তুমি গিয়ে বলো আমি যাচ্ছি। [পরিচারিকার প্রস্থান। বুঝতে পারছ গৌতু, বুঝতে পারছ শঙ্কর, রাজার কর্ম্মচারীরা কেন আমাকে ডাকতে এসেছে। বুঝতে পারছ, এখনি বুভুক্ষু অনল লেলিহান রসনা বিস্তার ক'রে এখানে ছুটে আসবে। শঙ্কর—শঙ্কর, পুত্রাধিক প্রিয় তুমি আমার, আজ আমি তোমার ওপর গৌতুর রক্ষাভার দিয়ে গেলেম, বিজ্ঞ বুদ্ধিমান তুমি; আমার এই পবিত্র বংশের মর্য্যাদা রক্ষার জন্ত যা করা কর্ত্তব্য,—তাই তুমি ক'রো। গৌতু! চললেম,—হয় তো এ জীবনে আর এ জগতে সাক্ষাৎ হবে না! মনে রেখো, প্রিয়তমে, এ জীবন-পণ-সমস্তা!—ভীষণ পরীক্ষা!

[প্রস্থান।

গৌতমা। শঙ্কর, বাপ আমার! তোমাকে আমার রক্ষার ভার নিতে হবে না, তুমি ওঁর সঙ্গে যাও, উনি একা যাচ্ছেন।

শঙ্কর। ক্ষমা করো মা, আমি গুরুর আদেশ ঠেলতে পারবো না। আমার গুরুর চেয়ে তাঁর বংশের মর্য্যাদা,—তোমার মর্য্যাদার মূল্য অনেক বেশী; বাড়ী ছেড়ে আমি কোথাও যাব না।

গৌতমা। তবে গিয়ে দেউড়ীতে দাঁড়াও, কেউ যেন বাড়ীর ভেতর ঢুকতে না পারে।

শঙ্কর। মায়ের আদেশ শিরোধার্য্য! চ'ললেম মা, দেউড়ী রক্ষা ক'রতে। যতক্ষণ এ দেহে এক বিন্দু রক্ত থাকবে—এই সবল হস্তে অস্ত্রধারণের কণামাত্র শক্তি থাকবে, ততক্ষণ শত্রুসৈন্য সহস্র চেষ্টা ক'রেও দেউড়ীর ত্রিসীমায় ঘেঁস্‌তে পারবে না। তুমি সাবধানে থেকো মা।

[প্রস্থান।

গৌতমা। কি ক'রলুম—কি করলুম! মহাসাগরের যে উত্তাল-তরঙ্গ মদোন্মত্ত রাক্ষসের মতন ছুটে আসবে—তার মুখে আমার আরাধ্য দেবতা, আমার সংসারের স্বর্গ, আমার জীবন সর্ব্বস্বকে ভাসিয়ে দিলুম। একবারও ভাবলুম না—ভেবে দেখবার একটু সময়ও নিলুম না! আর কি ফেরবার সময় আছে? না, না,—ফেরা হবে না, যে পথে এগিয়েছি, সেখান থেকে পেছুতে পারবো না, পেছুলে চ'লবে না। এ জীবন-পণ-সমস্যা—ভীষণ পরীক্ষা। [প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

মন্ত্রকক্ষ

গিরিধর, রণজী ও বলদেব।

গিরি। রণজী! মলহরবাওকে তলব করা হয়েছে তো?

রণজী। হাঁ মহারাজ! তাঁকে ডেকে আনবার জন্ত লোক পাঠিয়েছি।

বলদেব। পিছমোড়া কোরে বেঁধে আন্‌তে হুকুম হয় নি বোধ হয়?

রণজী। আজ্ঞে না! হুজুরের এ হুকুমটা তখন পাওয়া যায় নি কি না,

তাই তাঁকে যেন না ক'রে নিমন্ত্রণ ক'রেই আনা হচ্ছে! মলহরবাওয়ের ওপর মহাশয়ের আক্রোশটা যেন বেজায় বেশী ব'লে মনে হ'চ্ছে!

বলদেব। আপনার কেবল ঐ কথা। কথায় কথায় আপনি আমাকে অপমান ক'রে বসেন, কি আমার বেজায় আক্রোশ দেখলেন?

বণজী। কি বিপদ! রাগেন কেন? আমার অনুমান কি আপনি মিথ্যা ব'লে উড়িয়ে দিতে চান? মলহররাও আজ আমাদের আদেশ অমান্য ক'রে মস্তানীকে আশ্রয় দিয়েছে—এতে আমরা দুঃখিত, কেন না, বেচারা অনর্থক নিগৃহীত হবে। কিন্তু মহাশয়কে এ ব্যাপারে বড়ই তুষ্ট ব'লে বোধ হ'চ্ছে, মলহররাও এই অপরাধে রাজদণ্ডে দণ্ডিত হবে ব'লেই মহাশয়ের এ-আমোদ।

বলদেব। আচ্ছা তাই, আমার আমোদই হয়েছে; পাপীর শাস্তি হবে ব'লে আমি আমোদে আটখানা হয়ে প'ড়েছি—এতে আর কথা কি?

বণজী। কথা একটু আছে বৈ-কি: এ রকম পৈশাচিক আমোদ নরকের পিশাচের অন্তরে জ'ন্মে থাকে, শান্তিকামী সাধু যাঁরা—এমন অঘটনে তাঁরা মনে কষ্ট পান, দুঃখে, সমবেদনায় তাঁদের হৃদয় উদ্বেলিত হয়—প্রাণ কেঁদে ওঠে।

বলদেব। মলহররাওয়ের মতন নরকের পিশাচ শাস্তি পেলে কারুর প্রাণ কেঁদে উঠবে না—আমার মতন সকলে আমোদে আটখানা হ'য়ে প'ড়বে।

রণজী। আশ্রিত-বৎসল, করুণার সাগর মলহররাও হোলকার নরকের পিশাচ! আর তুমি হ'চ্ছ স্বর্গের পুণ্যবান্ দেবতা! এমন কথা মুখে আনতে লজ্জা করে না কাপুরুষ?

পিথি। আ-হা-হা! কি তোমরা ছেলেমানুষী ক'রছ!

বলদেব। বজ্জাত বেইমান মলহররাওয়ের নিন্দা ক'রেছি—এই আমার অপরাধ!

গিরি। তুমি কিছুমাত্র অন্যায় করনি—তুমি উচিত কথাই ব'লেছ বলদেব! তুমি জান না রণজী, এই মলহররাওয়ের স্পর্দ্ধা আজকাল অত্যন্ত বৃদ্ধি পেয়েছে।

রণজী। মহারাজ! তা বোলে তার অসাক্ষাতে অপরাধীকে তার কুৎসা করা শিষ্টাচারসঙ্গত নয়।

(প্রহরীর প্রবেশ।)

প্রহরী। মহারাজ! মলহররাও হাজীর হয়েছেন।

গিরি। তাকে এইখানে নিয়ে এসো। (প্রহরীর প্রস্থান।) স্পর্দ্ধিত কুক্কুরকে প্রশ্রয় দেওয়া কোন মতে কর্ত্তব্য নয়। মলহররাও! তোমার অহঙ্কার আকাশ স্পর্শ করেছে, এতদিন তা চূর্ণ করবার কোনও সুযোগ পাই নি, আজ সুন্দর অবসর উপস্থিত। স্বেচ্ছায় আজ তুমি জালবদ্ধ হ'য়ে এখানে এসেছো; এবার তোমার কঠোর পরীক্ষা!

(মলহররাওয়ের প্রবেশ।)

মলহর। মহারাজের জয় হোক।

গিরি। মলহররাও হোলকার! আমি তোমাকে আজ কি জন্য আহ্বান ক'রেছি, বোধ হয় তা অবগত আছ?

মলহর। মহারাজের আদেশ পেয়েই এখানে এসেছি, আহ্বানের কারণ মহারাজের কাছ থেকে শুনতে ইচ্ছা করি।

গিরি। তুমি মস্তানীর নাম শুনেছ?

মলহর। শুনেছি।

গিরি। সেই সুন্দরী হায়দ্রাবাদের যোদ্ধপ্রতাপ নিজাম বাহাদুরের অধিকার থেকে পালিয়ে এসেছে—সে সংবাদও বোধ-হয় জান?

মলহর। জানি।

গিরি। আমি এ রাজ্যে ঘোষণা করেছিলেম যে, পলায়িতা মস্তানীকে

কেউ যেন আশ্রয় না দেয়, বরং তার সন্ধান পেলে তাকে বন্দিনী ক'রে রাজদরবারে নিয়ে আসে; আর যদি কেউ আমার আদেশ অমান্য ক'রে তাকে আশ্রয়-দান করে, তাহ'লে সে ব্যক্তিও মস্তানীর সম-অবস্থাপন্ন হবে,—এ ঘোষণা-বাণীও বোধ হয় তুমি শুনেছ ?

মলহর। শুনেছি মহারাজ।

গিরি। তথাচ সেই মস্তানী আজ আমার রাজ্যে, আমারই কোন অসমসাহসী প্রজার গৃহে, সসম্মানে আশ্রয়লাভ করেছে। মলহররাও হোলকার। আমি সংবাদ পেয়েছি, মস্তানী এ রাজ্যে এসে প্রজা-সাধারণের কাছে আশ্রয়-প্রার্থিনী হ'লে, কেউ তাকে আশ্রয় দিতে সাহসী হয় নি; কিন্তু তোমার গর্ব্বিতা স্ত্রী সকলের চক্ষের ওপর সগর্ব্বে তাকে আশ্রয় দিয়েছে!—কথাটা কি সত্য ?

মলহর। হাঁ মহারাজ, সত্য। সেই অনাথা অসহায়া অনশনক্লিষ্টা অভাগিনী নারী যখন অবিবেকী মূঢ় কামুকের পাপস্পর্শ হ'তে আত্মরক্ষার জন্য এ রাজ্যে এসে আশ্রয়-প্রার্থিনী হয়—লোকের দ্বারে দ্বারে সকাতরে আশ্রয়ভিক্ষা ক'রে প্রত্যাখ্যাতা হয়, তখন আমার পত্নী তার দুর্দ্দশা দেখে মর্ম্মাহত হ'য়ে তাকে বাড়ীতে নিয়ে আসে। অভাগিনীর অবস্থা দেখে, তার দুঃখময় কাহিনী শুনে অনিচ্ছাসত্ত্বেও আমি তাকে আশ্রয় দিতে বাধ্য হয়েছি।

গিরি। উত্তম করেছ! খুব সাহসী কর্ত্তব্যনিষ্ঠ বীরপুরুষ তুমি দেখছি!—তোমার সাহসের সীমা আসমান ছাড়িয়ে গেছে!

মলহর। এ জন্য আমি মহারাজের কাছে অপরাধী, কিন্তু আমি মহারাজের অনুগত ভক্ত প্রজা, আমার ধৃষ্টতা মার্জ্জনা করুন্।

গিরি। আরও বল,—আরও বল,—মহারাজ! আমার এই সাহসের জন্য আপনার সিংহাসনের আধখানা ছেড়ে দিন,—আমি সেখানে ব'সে একটু আরাম্ নেবো!—বল, বল, থাম্‌লে কেন ?—বলো!

মলহর। মহারাজ! আমার ধৃষ্টতা মার্জনা ক'রে অপরাধের দণ্ড দিন এই আমার প্রার্থনা। দীন প্রজা আমি, দীন প্রার্থনা আমার।

গিরি। হাঁ হাঁ,—তাই অমন ক্ষীণ কাজটুকু একনিশ্বাসে চটপট ক'রে হাসিল ক'রে ফেল্লে,—বড় বড় রাজা-রাজড়া, আমীর-ওমরাহ যা ক'রতে সাহস পায়নি!

মলহর। মহারাজ! মুক্তকণ্ঠে স্বীকার কর্‌ছি—আমি অপরাধী; কিন্তু আমি আপনার আশ্রিত অনুরক্ত প্রজা। মহারাজ আমার পিতৃতুল্য পূজ্য; পুত্রসম প্রজার রাজসমক্ষে এক ক্ষুদ্র প্রার্থনা আছে, সাহস পেলে নিবেদন করি।

গিরি। বল্‌তে পার—বল্‌তে পার, আচ্ছা ব'লে যাও, তোমার প্রার্থনাটাই আগে শুনে নিই।

মলহর। মহারাজ! আমি আজ উভয়সঙ্কটে পড়েছি। একদিকে আশ্রিত-পালন, অন্যদিকে রাজ-আদেশ লঙ্ঘন, দু'দিক থেকে দু'টো প্রবল স্রোত ছুটে আস্‌ছে, এ বিপদ থেকে আমায় রক্ষা করুন মহারাজ! মস্তানীর বিনিময়ে আমি আজ স্বেচ্ছায় ধরা দিতে এসেছি, আজ থেকে আমার সারাজীবন আপনার দাসত্ব কর্‌বো,—আজ থেকে স্বাধীনচেতা মলহর রাও হোল্‌কার আপনার দাসানুদাস, আমার বিনিময়ে মস্তানীকে ত্যাগ করুন মহারাজ,—এই আমার প্রার্থনা।

গিরি। চমৎকার প্রার্থনা! আমি আপ্যায়িত হ'য়ে গেলেম। ধনীর সমস্ত সম্পত্তি আত্মসাৎ ক'রে তার বিনিময়ে চতুর চোর দাসত্ব কর্‌তে চায়! সুন্দর মীমাংসা! যুক্তিটার তারিফ কর্‌তে হয় বটে।

মলহর। পরিহাস কর্‌বেন না মহারাজ! প্রজার উক্তি রাজার কাছে উপহাসের জিনিস হ'লেও, প্রজার তা' প্রাণের কথা। দোহাই মহারাজ! আমার এ প্রার্থনা রক্ষা করুন।

সিরি। তুমি তা হ'লে মস্তানীকে পরিত্যাগ করতে সম্মত নও ?

মলহর। ক্ষমা করুন মহারাজ!

সিরি। ভণ্ড প্রবঞ্চক! স্বার্থান্ধ বেইমান! আমি তোমাকে কেন আহ্বান করেছি তা জেনেও তুমি মস্তানীকে সঙ্গে ক'রে না এনে, আমার সঙ্গে ভণ্ডামী করতে এসেছ! মনে করেছ, আমাকে ছুটো মুখের কথায় ভুলিয়ে নিজের কার্য্যোদ্ধার করবে ? এত স্পর্দ্ধা তোমার! আমি জানতে চাই—তুমি এখনি মস্তানীকে এখানে এনে হাজীর করতে রাজী আছ কি না ?

মলহর। ক্ষমা করুন মহারাজ! আগেই তো ব'লেছি, আমি আজ উভয় সঙ্কটে পতিত, একদিকে ধর্ম্ম, অন্যদিকে আপনি। মহারাজ! আমি আপনাকে পিতৃতুল্য মান্য করি, মুক্তকণ্ঠে আপনার প্রাধান্য—আপনার আধিপত্য স্বীকার করি; কিন্তু মহারাজ, আপনার চেয়ে আমার ধর্ম্ম বড়; আপনার মনস্তুষ্টির জন্য আমি ধর্ম্মের অমর্য্যাদা করতে পারব না,—যাকে আশ্রয় দিয়েছি, কোনমতে তাকে ত্যাগ করতে পারব না।

সিরি। তবে দেখি—তোমার ধর্ম্ম কেমন ক'রে তোমাকে, তোমার পরিজনকে, তোমার আশ্রিতাকে রক্ষা করে। শোন মলহররাও হোলকার! তোমার স্ত্রী আমার আদেশ অমান্য ক'রে মস্তানীকে আশ্রয় দিয়েছে, সুতরাং মস্তানীর সঙ্গে আমি তোমার সেই গর্ব্বিতা পত্নীকে চাই, এই রাত্রে এই কক্ষে আমি তাদের দুজনকে চাই; আমার ইচ্ছা, তুমিই তাদের এখানে এনে হাজির কর। এ আদেশ পালন করতে তুমি সম্মত আছ ?

রণজী। মহারাজ! আপনি এ কি আদেশ করলেন! এক সম্ভ্রান্ত বংশের কুলবধূকে আপনি বিচারকক্ষে হাজির করতে চান্ ? এ কি অন্যায় আদেশ মহারাজ ?

গিরি। তুমি চুপ কর রণজী—আমার কথার ওপর কথা কয়ো না।

মলহররাও! চুপ ক'রে রইলে যে! আমার কথার উত্তর দাও।

মলহর। মহারাজ! আপনি ভূস্বামী—রাজা,—তার ওপর বর্ণগুরু ব্রাহ্মণ, সর্ব্বান্তঃকরণে আমি আপনাকে শ্রদ্ধা করি। কিন্তু এখন যদি আপনার কথার উত্তরে কথার মতন কথা কই, তা হ'লে কোন অপরাধ নেবেন না তো? শুনুন তবে আমার উত্তর,—মস্তানী আমার স্ত্রীর আশ্রিতা, আর আমার সেই স্ত্রীর আশ্রয়দাতা আমি! আশ্রিতরক্ষা আমার প্রাণের ধর্ম্ম; আমার এই দুই সবল বাহু অটুট থাকতে কোনমতে আমি আশ্রিতাকে ত্যাগ করতে পারব না।

গিরি। বটে! কে আছ ওখানে?

(দুইজন প্রহরীর প্রবেশ।)

বন্দী কর। (মলহররাওকে বন্ধন।*)

মলহররাও হোলকার! যে বাহুর গর্ব্ব করছিলে—তা এখন নিঃস্পন্দ; এবার কে তোমার আশ্রিতাকে রক্ষা করবে?

মলহর। যাঁর ইচ্ছায় আমার হৃদয়ে আশ্রিত-রক্ষা-প্রবৃত্তির উদয় হয়েছে—সেই ইচ্ছাময় ভগবানই সেই দুই দুঃখিনী অনাথিনী রমণীকে রক্ষা করবেন।

গিরি। উত্তম।—একে কারাগারে নিয়ে যাও।

[মলহরকে লইয়া প্রহরীর প্রস্থান।

রণজী, এখনি পাঁচ হাজার সৈন্য নিয়ে মলহররাও হোলকারের বাড়ী আটক কর, তার স্ত্রী আর মস্তানীকে বন্দিনী ক'রে আমার সম্মুখে এনে হাজির কর!

রণজী। ক্ষমা করুন মহারাজ। এ অন্যায় আদেশ পালন করতে আমি সম্পূর্ণ অক্ষম। এ আদেশ প্রত্যাহার ক'রে মস্তানীর বদলে এই সাহসী বীরকে দাসত্বে নিয়োগ করুন। আজ যদি রণজী সিন্ধিয়া

আর মলহররাও হোলকারের হস্ত আপনার রক্ষার্থে উদ্যত হয়, তা হ'লে এই মালবরাজ্য ভারতবর্ষে সুপ্রতিষ্ঠিত হবে; আপনার শক্তি অক্ষয়—অজেয় হবে! রাজনীতি-ক্ষেত্রে এ লাভ বড় সামান্য নয় মহারাজ!

গিরি। চুপ কর কাপুরুষ। আমি তোমার উপদেশ শুনতে চাই না; আমার আদেশ পালন কর্‌বে কি না শুনতে চাই।

রণজী। তবে শুনুন—এ আদেশ আমি পালন ক'র্‌ব না—আর এ অন্যায় আদেশ কাউকে পালন কর্‌তেও দেব না।

গিরি। বুঝতে পেরেছি বিশ্বাসঘাতক! তোমারও কাল পূর্ণ হয়েছে। বলদেব!—এখনই এই বজ্জাত বেইমানকে বন্দী কর—বন্দী কর—বন্দী কর—

(বলদেবের অগ্র-গমন ও রণজীর অসি-নিষ্কাশন।
সভয়ে বলদেবের পশ্চাদ্‌পদ হওন।)

রণজী। কার সাধ্য আমায় বন্দী করে।—ভয় নেই কাপুরুষ! তোর মত গন্ধমূষিককে বধ ক'রে আমি হস্ত কলঙ্কিত ক'র্‌ব না।

গিরি। কে আছ,—বন্দী কর।

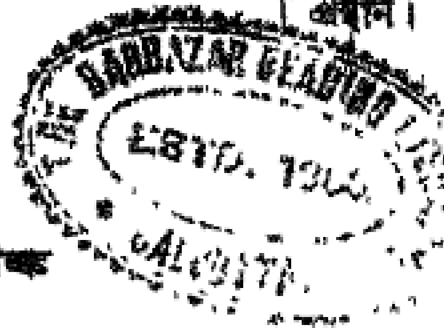
রণজী। শুনুন মহারাজ!—এই নিষ্কাশিত তরবারি হস্তে রণজী সিন্ধিয়া যদি আপনার দুর্গদ্বারে দণ্ডায়মান হয়—তা হ'লে আপনার লক্ষ সৈন্যের হস্তস্থিত তরবারি যুগপৎ স্থির হ'য়ে থাকবে,—কেউ তাকে আঘাত করতে সাহস পাবে না! এই রণজী সিন্ধিয়ার বাহুবলে নিয়ন্ত্রিত আপনার লক্ষ সৈন্য এত কাল আপনার সাম্রাজ্যের স্তম্ভস্বরূপ ছিল, এবার সেই স্তম্ভভিত্তি কেঁপে উঠবে, স্থির জানবেন মহারাজ। এই মস্তানীকে নিয়েই আপনার সর্ব্বনাশ হবে। [বেগে প্রস্থান।

বলদেব। তাই তো মহারাজ। কি স্পর্দ্ধা—কি সাহস! আপনার সামনে ডঙ্কা মেরে চ'লে গেল!

গিরি। বলদেব! এই নাও আমার পাঞ্জা; দুর্গ থেকে দশ হাজার সৈন্য নিয়ে এখনি মলহররাওয়ের বাড়ী আক্রমণ কর। তার স্ত্রী আর মস্তানীকে আজই বন্দী করা চাই।

বলদেব। যে আজ্ঞে, বন্দী করা চাই—আজই বন্দী করা চাই! (স্বগতঃ) গৌতমা—প্রাণ-প্রেয়সী আমার! এতক্ষণে জানলুম এবার তুমি আমার! [প্রস্থান।

গিরি। দুধ-কলা দিয়ে যে কালসাপকে আদর ক'রে পুষেছিলেম, আজ সেই সাপ আমার মাথার ওপর ফণা তুলে দাঁড়িয়েছে। অঙ্কুরেই এই বিপ্লবের মূলোচ্ছেদ ক'রতে হবে। [প্রস্থান।



চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

দরদালান,—মস্তানী ও তোরাব

তোরাব। মস্তানী, কি করলুম মা! জোয়ারের প্রবল টানে দু'জনে ভেসে যাচ্ছিলুম, তার পর প্রাণের দায়ে, আশ্রয় পাবার আশায়, যাদের হাত ধ'রে কিনারায় উঠলুম—এখন যে তারা-শুদ্ধ ডোবে যায়! দুজনে ডুবছিলুম, এবার যে সবাইকে ডুবতে হবে মস্তানী। হায় হায়! আমাদের আশ্রয় দিয়ে এ বেচারীরাও সর্ব্বস্বান্ত হ'ল!

মস্তানী। এমন যে হবে আমি তখন তা বুঝতে পারিনি; হায়—হায়! কেন আমি তখন পথে দাঁড়িয়ে আশ্রয় চেয়েছিলুম। কাকা।—আর কি ফেরবার কোন উপায় আছে?

তোরাব। কি আর উপায় আছে মা? একমাত্র উপায়, এদের না বোলে ক'য়ে এই রাত্রেই এখান থেকে চলে যাওয়া। কিন্তু তাতেও

বিপদ্; আমরা ত ধরা পড়বই, তা ছাড়া এদের মাথার উপর যে বিপদের মেঘ ঘনিয়ে এসেছে, তা কখনো মিলিয়ে যাবে না,—বাজের মত এদের মাথায় ভেঙে প'ড়বেই।

মস্তানী। তবে কি হবে কাকা? এখন বুঝতে পারছি এখানে আশ্রয় নিয়ে, এদের বিপন্ন ক'রে অন্যায় করেছি!

(গৌতমার প্রবেশ।)

গৌতমা। কিছুমাত্র অন্যায় কর নি বোন! অনাথ অসহায় বিপন্ন যে—পরের কাছে আশ্রয় গ্রহণ তার কর্ত্তব্য কর্ম্ম; স্মরণাতীত কাল থেকে এ নিয়ম জগতে চ'লে আসছে, তুমি এই নিয়মেরই অনুসরণ ক'রেছ, এতে অন্যায় কিছু হয় নি।

মস্তানী। কিন্তু আমাদের আশ্রয় দিয়ে তুমি যে সর্ব্বস্বান্ত হ'তে ব'সেছ বোন!—তোমার সুখের সংসার যে ছারখার হ'য়ে যাবে!

গৌতমা। তাতেই বা ক্ষতি কি বোন। তোমাদের আশ্রয় দিয়ে আমি যদি সর্ব্বস্বান্ত হই—আমার সংসার ছারখার হ'য়ে যায়,—তাতে আমি একটুও চিন্তিত নই। সর্ব্বস্বের বিনিময়ে তোমাদের দুজনকে রক্ষা ক'রতে পারলেই আমি সুখী হব।

(শঙ্করের প্রবেশ।)

শঙ্কর। মা!—

গৌতমা। এমন সময়ে দেউড়ী ছেড়ে এলে কেন শঙ্কর?

শঙ্কর। একটা খবর দিতে এসেছি মা। এইমাত্র শুনলেম, দাদা বন্দী হ'য়েছেন।

গৌতমা। বন্দী হয়েছেন?

শঙ্কর। হাঁ মা,—তিনি রাজ-দরবারে আজীবন দাসত্বের বিনিময়ে এদের মুক্তি-প্রার্থনা ক'রেছিলেন, কিন্তু রাজা তাতে সম্মত হন নি। তিনি এক ভয়ঙ্কর কঠোর আদেশ করেন, সে কথা ব'লতেও বুক ফেটে যায় মা!

গৌতমা। স্বচ্ছন্দে বল বাপ,—আমি এখন পাষাণে বুক বেঁধেছি. কঠোর কথা—সমস্ত বিপদের কথা—সমস্ত বিভীষিকার কথা শোনবার জন্ত আমি প্রস্তুত হ'য়ে আছি!

শঙ্কর। এই বাত্রে আশ্রিতদের সঙ্গে তোমাকে তাঁর দরবারে নিয়ে যাবার জন্ত রাজা তাঁকে আদেশ করেন। তিনি ঘৃণার সহিত সে আদেশ প্রত্যাখ্যান করবার বন্দী হ'য়েছেন। আরও ভয়ঙ্কর খবর মা,—দশ হাজার মালবী ফৌজ রাজার এই আদেশ পালন ক'রতে আসছে।

গৌতমা। শঙ্কর!—বাপ আমার! মৃত্যুর জন্ত প্রস্তুত হও,—যেমন ক'রে হোক্, আশ্রিতদের রক্ষা করা চাই!

তোরাব। গরীবের একটা কথা শোন মা,—কেমন ক'রে আমাদের রক্ষা ক'রবে? দশ হাজার ফৌজ লড়াই দিতে আসছে—তোমরা দুজনে তাদের মুখ থেকে কেমন ক'রে আমাদের রক্ষা ক'রবে?—কি ক'রে নিজের ইজ্জত রাখবে মা?

গৌতমা। তা জানি না; কেমন ক'রে যে আমি তোমাদের রক্ষা ক'রব, নিজের মান বাঁচাব—তা জানি না, কিন্তু মনে আমার আশা হ'চ্ছে—আমি তোমাদের রক্ষা ক'রতে পারবো, আমার সাক্ষাতে কেউ তোমাদের অমর্যাদা ক'রতে পারবে না। যখনই আমি সন্দিগ্ধমনে ওই অনন্ত আকাশের দিকে চেয়ে এই কথা ভাবি,—তখনই মনে আমার উৎসাহ জেগে উঠে—প্রাণ পুলকে পূর্ণ হয়!—যেন ওই আকাশে মেঘের কোলে ব'সে এক দিব্য জ্যোতির্ময়ী রমণী প্রসারিত হস্তে আমায় অভয় দেন!—সেই উৎসাহে আমি বুক বেঁধেছি,—মনে প্রাণে জেনেছি,—মহামায়া শঙ্করী আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ ক'রবেন।

(রণজীব প্রবেশ।)

রণজী। হাঁ মা,—তুমি ঠিক অনুমান ক'রেছ, মহামায়া শঙ্করী সত্যই তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ ক'রবেন।

শঙ্কর। তোমায় চিনতে পেরেছি নরাধম।—এখনি আমি তোমাকে বধ ক'রবো।

রণজী। স্থির হও ভাই, তুমি মনে ক'রেছ—আমি রণজী সিন্ধিয়া—মালবেশ্বরের প্রধান সেনাপতি—শত্রুরূপে তোমাদের অন্তঃপুরে এসেছি!—কিন্তু তা নয় ভাই, সত্যই ব'লছি, আমি তোমাদের সাহায্য ক'রতে এসেছি; আজ থেকে রণজী সিন্ধিয়া তোমাদের সহচর—বিপদের বন্ধু।

শঙ্কর। অসম্ভব! সেনাপতি, রহস্য ক'রবেন না; আপনার মতলব কি, স্পষ্ট ক'রে বলুন।

রণজী। কি মতলব আমার! বালক তুমি—তাই এখনো বুঝ্‌তে পা'রলে না! আজ রাজ-দরবারে নির্ভীক-চেতা মহাপ্রাণ বীর মল্হররাও হোলকারের আত্মত্যাগ দেখে মুগ্ধ হ'য়েছি!—শোন শঙ্কররাও, আমার ওপরই এঁদের বন্দী ক'রে নিয়ে যাবার আদেশ প্রদত্ত হ'য়েছিল, কিন্তু আমি ঘৃণাভরে সে আদেশ প্রত্যাখ্যান ক'রে—কাজে ইস্তফা দিয়ে চলে এসেছি। তোমাদের বন্দী করবার জন্য দশ হাজার ফৌজ নিয়ে বলদেবরাও কুচ ক'রেছে; এখনি তারা এসে প'ড়বে। তাদের আসবার আগে আমি তোমাদের মুক্তির ব্যবস্থা ক'রতে এসেছি। শঙ্কররাও, আমাকে অবিশ্বাস ক'র না। মা,—আমি তোমার সন্তান, সেই ভেবে আমাকে বিশ্বাস কর।

গৌতমা। হাঁ বৎস, আমি সর্ব্বান্তঃকরণে তোমাকে বিশ্বাস ক'রলুম।

রণজী।—মা! তা হ'লে এই রাত্রে—এখনি তোমাদের এ বাড়ী পরিত্যাগ ক'রতে হবে।

গৌতমা।—কোথায় যাব?

রণজী।—যেতে হবে অনেক দূর মা,—সাতারা রাজ্যে। স্বর্গীয় প্রাতঃস্মরণীয় মহারাষ্ট্রপতির পৌত্র মহারাজ সাহু এখন সাতারার অধীশ্বর।

মহারাষ্ট্রগৌরব মহাপ্রাণ বাজীরাও আজ সাতারার পেশোয়া-পদে প্রতিষ্ঠিত হ'য়েছেন। কাল মহারাজ সাহু নূতন পেশোয়াকে নিয়ে প্রথম দরবার ক'রবেন। সেই দরবারে গিয়ে আমাদের আশ্রয় নিতে হবে। তা ভিন্ন আর রক্ষার উপায় নেই। আর ভাববার সময় নেই মা, যখন এঁদের আশ্রয় দিয়েছ, তখন যেমন ক'রে হোক্ রক্ষা ক'রতেই হবে, রক্ষা করবার এখন এই একমাত্র উপায়। এই উপায় স্থির ক'রে অদূরে আমি দ্রুতগামী অশ্ব রেখে এসেছি; আর দেরি নয় মা—এসো।

নেপথ্যে। ধর ধর—ঘিরে ফেল.

শঙ্কর। সর্ব্বনাশ! ফৌজ এসে বাড়ীতে প'ড়েছে—ওই দেউড়ী ভাঙছে! এখনি অন্দরে এসে প'ড়বে! (গমনোদ্যোগ।)

রণজী। (বাধা দিয়া) স্থির হও শঙ্কর, অসংখ্য সৈন্য বাড়ীতে এসে প'ড়েছে, ওদের বাধা দিতে তুমি একলা ছুটে চলেছ! এ উন্মাদ সাহসের পরিণাম কি?

শঙ্কর। তবে কি আমি এখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শত্রুদের স্পর্দ্ধা দেখবো? —তারা সর্ব্বস্ব নিয়ে চ'লে যাবে, আর আমি সেই দিকে তাকিয়ে থাকবো? দাদা আমার হাতে তাঁর সর্ব্বস্ব রক্ষার ভার দিয়ে গেছেন; আমি এখানে চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে থাকতে পারি না।

রণজী। আমার অনুরোধ, একটু ধৈর্য্য ধর, ওদের এখানে আসতে দাও, নিরাপদে বিনা বাধায় ওরা সব একে একে এই দরদালানে এসে সার দিয়ে দাঁড়াক। এই রণজী সিন্ধিয়া আর এক দণ্ড আগে যাদের ওপর কর্তৃত্ব ক'রে এসেছে—তারা বোধ হয় এত শীঘ্র প্রভুত্বের মর্য্যাদা ভুলে গিয়ে তার সামনে আর অস্ত্র ধ'রে দাঁড়াতে সাহস ক'রবে না। দেখবে তখন—দশ হাজার সৈন্যের হস্তের অস্ত্র একসঙ্গে খ'সে প'ড়ে যাবে।

নেপথ্যে। (দরজা ভাঙ্গের শব্দ) এগিয়ে চল—ধর।

(বলদেব ও সৈন্যগণের প্রবেশ।)

বলদেব। ওই—ওই সকলে এক জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে। বাঁধ—বাঁধ—সব কটাকে বেঁধে ফেল—পিছমোড়া ক'রে বাঁধ—কেবল—কেবল ওঁকে (গৌতমাকে দেখাইয়া) বাদ দিয়ো, ওঁর ভার আমার ওপর।

সৈন্যগণ। বাঁধ—বাঁধ—

বলদেব। তলোয়ার খুলে পথ সাফ কর।

সৈন্যগণ। মার ওকে। (অসি নিষ্কাশন।)

রণজী। (অগ্রসর হইয়া) ভাই সব! আমি তোমাদের সেই রণজী সিন্ধিয়া! যার আদেশ একদিন তোমরা অবনতমস্তকে পালন ক'রেছ—যার অঙ্গুলি-সঞ্চালনে তোমাদের শত-সহস্র তরবারি একসঙ্গে সূর্য্য কিরণে প্রতিফলিত হ'য়ে বিদ্যুতের খেলা দেখিয়েছে—অস্ত্রমুখে দীপ্ত অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হয়েছে,—যার মুখের একটিমাত্র কথা শুনে তোমরা সকলে দিগ্বিদিক্ জ্ঞানশূন্য হ'য়ে উন্মাদের মতন যমের মুখে এগিয়ে গিয়েছ—সম্মুখে পর্ব্বতপ্রমাণ অন্তরায় চূর্ণ-বিচূর্ণ ক'রে সঙ্কল্প সিদ্ধ ক'রেছ,—আমি তোমাদের সেই রণজী সিন্ধিয়া! কিন্তু আজ আমি আর তোমাদের প্রভুরূপে, তোমাদের আদেশদাতারূপে তোমাদের সামনে দাঁড়িয়ে নাই; তোমাদের ওই শতসহস্র তরবারি যে ক'জন হতভাগ্য নরনারীর বক্ষঃরক্ত পান করবার জন্য উদ্যত হ'য়ে উঠেছে, তাদের রক্ষা করবার জন্য আমি আজ তোমাদের শত্রুরূপে তোমাদের সামনে এসে দাঁড়িয়েছি। হয় তোমরা আমার আশ্রিত এই ক'জনকে দিয়ে আমাকে নিরাপদে যেতে দাও না হয়, আমাকে হত্যা ক'রে এদের অঙ্গে হস্তক্ষেপ কর! এই নাও আমার তরবারি তোমাদের সামনে ফেলে দিলেম—এই

তোমাদের সামনে বুক পেতে দিয়ে দাঁড়ালেম। তোমাদের যা অভিরুচি হয় কর।

১ম সৈন্য। ভাই সব, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবছিস্ কি? আমাদের দেবতা সেনাপতির কোন্ কথা রাখতে চাস্?

২য় সৈন্য। পাশ দাও—ওঁদের যেতে দাও, দেবতার হুকুম আমরা মাথা পেতে নেব।

১ম সৈন্য। এই নিন্ হুজুর আপনার তলোয়ার,—আমরা পথ দিচ্ছি, আপনি ওঁদের সঙ্গে ক'রে স্বচ্ছন্দে চ'লে যান।

রণজী। তোমরা সাধু,—জয় হোক্ তোমাদের। মনে রেখো ভাই সব—যদি রাজকোপে পতিত হও, সাতারায় গিয়ে আমার সন্ধান ক'রো।

[রণজী, শঙ্কর, গৌতুমা, মস্তানী ও তোবারের প্রস্থান।

বলদেব। অ্যাঁ!—ওরে ও হাঁদার ব্যাটারা—ক'র্‌লি কি?—ক'র্‌লি কি?—সব গুলিয়ে দিলি?

১ম সৈন্য। তাই তো হুজুর, সব গুলিয়ে গেলো!—কি তাজ্জব!

২য় সৈন্য। আচমকা একটা ঝড় উঠে সব তোলপাড় ক'রে দিয়ে গেল হুজুর! এমন তো আর কখনো দেখিনি!

বলদেব। চোরকে পালাবার ফুরসৎ দিয়ে এখন ন্যাকামী করা হ'চ্ছে! শোন্ বেইমানরা—যদি ভাল চাস্, এখনি ছুটে গিয়ে ওদের গ্রেপ্তার ক'রে আন্।

১ম সৈন্য। আজ্ঞে হুজুর, পা'গুলো যে আর এগুতে চায় না,—পরাণ-গুলোও কেমন কেমন ক'র্‌তে লেগেছে।

২য় সৈন্য। ঠিক ব'লেছিস্ ভাই, আর এগিয়ে গিয়েই বা হবে কি? তার চেয়ে কেল্লায় গিয়ে একটু মৌতাত ক'রে নিয়ে পরাণগুলোকে তাজা ক'রে নেওয়া যাক্, তার পর না হয় ওদের তল্লাস করা যাবে।

১ম সৈন্য। হাঁ—হাঁ—এই হ'চ্ছে কথার মত কথা। আর ভাই সব, কেল্লার দিকে কুচ করি।

সকলে।—তাই চ—তাই চ। [সৈন্যদের প্রস্থান।

বলদেব।—নিশ্চয়ই রূপসীর সঙ্গে এদের ষড়যন্ত্র আছে। এখনই এর বিহিত কর্‌তে হবে। কি দুর্ভাগ্য আমার! এত উদ্যোগ,—এত আয়োজন সব পণ্ড হ'য়ে গেল! বড় আশা ক'রে গৌতমাকে ধর্‌তে এসেছিলুম—সব গুলিয়ে গেল। হায় হায়—কি পোড়া বরাত আমার। [প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক

সাতারা—রাজসভা।

সাহু, শ্রীপতি, পিলাজী, ত্র্যম্বকরাও, চন্দ্রসেন ও সদাশিব।

চন্দ্রসেন। মহারাজ' মহারাষ্ট্র রাজ্যের পেশোয়ার পদ ন্যায়তঃ—ধর্ম্মতঃ আমারই প্রাপ্য; কিন্তু আপনি আমার দাবী অগ্রাহ্য ক'রে কোন যুক্তিতে বাজীরাওকে সে পদে অভিষিক্ত ক'রেছেন—আমি তা জানতে ইচ্ছা করি।

সাহু। তুমি বড় অদ্ভুত প্রশ্ন তুলেছ চন্দ্রসেন! স্বর্গীয় পেশোয়া মহাত্মা বিশ্বনাথ আমার সাম্রাজ্যের স্তম্ভস্বরূপ ছিলেন, তাঁরই বুদ্ধিকৌশলে ও অসি-বলে সাতারার রাজবংশ আজ হিন্দুস্থানে সুপ্রতিষ্ঠিত হ'য়েছে। তাঁর অবর্ত্তমানে তাঁর সুযোগ্য পুত্র বাজীরাও যে পেশোয়ার পদে অভিষিক্ত হবেন, তা এ রাজ্যে সর্ব্বজনবিদিত।

চন্দ্রসেন। মহারাজের জানা উচিত, পেশোয়ার পদ কারও পৈতৃক

সম্পত্তি নয়, বংশানুক্রমে কেউ এ পদ দখল ক'রে আসতে পারে না। রাজকর্ম্মচারীদের মধ্যে যে সকলের চেয়ে বহুদর্শী, কার্য্যক্ষম, অভিজ্ঞ—এ পদে অভিষিক্ত হ'তে তার দাবীও সকলের চেয়ে বেশী।

সাহু। হাঁ, আমি তা স্বীকার করি, সেই জন্যই আমি বহুদর্শী কার্য্যক্ষম অভিজ্ঞ কর্ম্মচারী বাজীরাওকেই পেশোয়ার পদে অভিষিক্ত ক'রেছি। আমি জানি, বাজীরাও বয়সে নবীন হ'লেও, তাঁর সুযোগ্য পিতার সাহচর্য্যের ফলে সকল বিষয়েই তিনি সুদক্ষ।

চন্দ্রসেন। আর আমরা এতকাল এ রাজ্যের উন্নতিকল্পে জীবন উৎসর্গ ক'রে কেবল পণ্ডশ্রম ক'রে এসেছি,—এই বোধ হয়, মহারাজের ধারণা।

সাহু। এমন অন্যায় ধারণাকে আমি কখন হৃদয়ে স্থান দিই নি, সেনাপতি। আমি আপনাদের প্রত্যেককেই সাধু, বিশ্বাসী, কর্ত্তব্য-নিষ্ঠ কর্ম্মচারী ব'লে জানি।

চন্দ্রসেন। তাই বুঝি আমাদের দাবীর ওপর পদাঘাত ক'রে, বাজীরাওয়ের সম্মান বাড়িয়ে, আমাদের প্রতি মহারাজের কৃতজ্ঞতার পরিচয় দিলেন!

সাহু। বাজীরাও পেশোয়ার পদে অভিষিক্ত হ'য়েছেন ব'লে আপনার মনে দেখ্‌ছি ভয়ঙ্কর আক্রোশ হ'য়েছে। কিন্তু এখন এজন্য ক্ষোভ করা বৃথা, অন্ততঃ অভিষেকের আগে আপনার এ বিষয়ে প্রতিবাদ করা উচিত ছিল।

চন্দ্রসেন। আমি স্বপ্নেও ভাবি নি যে, মহারাজ কারো মত না নিয়ে এত শীঘ্র তাকে পেশোয়ার পদে অভিষিক্ত ক'রে ব'সবেন! আমি যদি কাল এ রাজ্যে উপস্থিত থাকতেম, তা হ'লে প্রত্যক্ষভাবে এর প্রতিবাদ ক'রতেম—অভিষেকে বাধা দিতেম।

সাহু। সেনাপতি, আপনি ব'লছেন কি ?

সদাশিব। সেনাপতি ম'শায় সেনাপতির মতই কথা ব'লছেন—মহারাজ কি বুঝতে পারছেন না ? উনি তো সরলভাবেই টপ্ ক'রে কথাটা ব'লে ফেললেন—আপনি বুঝলেন না, এই আশ্চর্য্য ! আমাদের সেনাপতি ম'শায় ভারী মন-খোলসা মানুষ কি না, তাই উনি মহারাজের সামনে দাঁড়িয়ে ব'লছেন যে, কাল যদি উনি এ মুলুকে থাকতেন, তা হ'লে অভিষেক-ক্রিয়াটা চুপি চুপি হ'তে দিতেন না—মালসাট মেরে হাতিয়ার নিয়ে গোঁফে চাড়া দিতে দিতে সভায় মাঝে খুড়ি-লাফ খেয়ে প'ড়তেন, আর ঐই পেশোয়ার আসনখানাকে প্রাণাধিকা প্রেয়সী মনে ক'রে একটু টেপাটিপী ক'রতেন !

চন্দ্রসেন। মহারাজ ! আমি অনুরোধ করছি,—আপনি এ পাগলকে সংযত হ'তে বলুন।

সাহু। কে যে পাগল, তা আমি বুঝতে পারছি না, সেনাপতি ; আপনি আমার দরবারে—আমার সামনে দাঁড়িয়ে ব'ললেন—কাল আপনি রাজধানীতে উপস্থিত থাকলে অভিষেকে বাধা দিতেন ; আপনার এই রাজবিদ্রোহদিগ্ধ কথা সদাশিব স্পষ্টভাবে প্রকাশ ক'রেছেন—এই তাঁর অপরাধ !

চন্দ্রসেন। বাজীরাওয়ের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করাতে মহারাজ যদি রাজদ্রোহ ব'লে মনে করেন, তা হ'লে আমি নাচার !

সাহু। বাজীরাও এখন এ রাজ্যের পেশোয়া—তাঁর সম্বন্ধে আপনি কোন অন্যায় কথা না কইলেই আমি সুখী হব। আপনি এখন থামুন, সময়ান্তরে আমি আপনার কথা শুনব। অমাত্যগণ !—এ কি ! আপনাদেরও মুখভঙ্গী এ রকম দেখছি কেন ? বাজীরাও পেশোয়া হ'য়েছেন ব'লে আপনারাও সকলে অসন্তুষ্ট না কি ?

শ্রীপতি। না—না—ঠিক অসন্তুষ্ট নয়—তবে—একটু চিন্তিত বই কি!
বাজীরাও উদ্ধত যুবা—বড় গোঁয়ার—তাইতে ভয় হয়—

ত্র্যম্বক। হাঁ—হাঁ—একে এই দুঃসময়, তার ওপর বাজীরাওয়ের হঠকারিতায় যদি কোন যুদ্ধহাঙ্গামা বেধে যায়—ভারি বিপদ্ হবে।

পিলাজী। এই—এই—হ'চ্ছে খাঁ' কথা; আর কিছু নয়—আর কিছু নয়; রাজ্যের জন্যই যত ভয়—

সাহু। আপনাদের কথা শুনে আমি আশ্চর্য্য হ'লেম। বাজীরাওয়ের ওপর আপনাদের কখন এত অবিশ্বাস, ধারণা এমন সন্দিগ্ধ, তখন অভিষেকের আগে এ সব কথা আমাকে বলা আপনাদের উচিত ছিল। কিন্তু এখন আর উপায় নেই। আমি স্বহস্তে তাঁকে পেশোয়ার পদে অভিষিক্ত ক'রেছি,—আজ এই নূতন দরবারে প্রথম অধিবেশনের দিনে আমি তাঁকে স্বহস্তে পেশোয়ার আসনে বসাব। আমার অনুরোধ, আপনারা এতে আর কোনও আপত্তি না তোলেন। তবে যদি নবীন পেশোয়ারের কার্য্যকলাপে সাতারার রাজনৈতিক আকাশ বিপদের মেঘজালে আচ্ছন্ন হয়, তখন তার অন্য ব্যবস্থা করা যাবে। ওই পেশোয়া আসছেন, আসুন, আমরা সকলে সসম্ভ্রমে ওঁর সম্বর্দ্ধনা করি।

(বাজীরাওয়ের প্রবেশ)

সাহু। আসুন পেশোয়া, আমরা সকলে সাগ্রহে আপনার প্রতীক্ষা ক'রছিলেম। আপনি এই পবিত্র আসন গ্রহণ ক'রে সভার শোভা বৃদ্ধি করুন।

বাজীরাও। ক্ষমা করুন মহারাজ! ওই পবিত্র আসন গ্রহণে আমি এখন অক্ষম। অনুতাপে আমার হৃদয় দগ্ধ হ'চ্ছে। পুত্র সম প্রজার দারুণ দুঃখ দুর্দ্দশা দেখে এ হৃদয়ে ভীষণ দাবানলের সৃষ্টি

হ'য়েছে। এর মীমাংসা না হওয়া পর্য্যন্ত আমি আমার পূজ্যপাদ পিতৃদেব-স্পর্শিত ঐ পবিত্র আসনের ছায়াও স্পর্শ ক'র্‌বে না।

সাহু। মহান্ পেশোয়া, আমি স্বেচ্ছায় সাগ্রহে আপনাকে পেশোয়ার পদে অভিষিক্ত ক'রেছি। আমার রাজ্যে যদি কোনও অন্যায় অবিচার দেখে আপনার মনে অনুতাপ জন্মে থাকে, তা হ'লে আপনি পেশোয়ার দায়িত্ব নিয়ে স্বচ্ছন্দে তার প্রতিকার করুন। সহসা আপনার মনে এ অনুতাপ কেন, তা জান্‌তে পারি কি?

বাজীরাও। মহারাজ! কাল অভিষেকের পর আমি ভ্রমণ ব্যপদেশে সাতারার সীমান্তপ্রদেশ পরিদর্শন করতে গিয়েছিলেম। কিন্তু তার ফলে সে অঞ্চলে যা দেখে এসেছি, তাতে ক্ষোভে দুঃখে আমার হৃদয় বিদীর্ণ হ'চ্ছে। অসংখ্য কৃষক-সঙ্কুলিত সীমান্তপ্রদেশ আজ ভীষণ শ্মশানে পরিণত। নিরীহ প্রকৃতিপুঞ্জ বিতাড়িত, তাদের কুটীরসমূহ বিধ্বস্ত; জনাকীর্ণ নগরী দুর্ভেদ্য অরণ্যানী, হিংস্র শ্বাপদকুলের বাসভূমি! ক্ষেত্র সব শস্যহীন, অন্নক্লিষ্ট দরিদ্র প্রজাগণ ক্ষুধার তাড়নায় উন্মাদের মতন পথে পথে ঘুরে বেড়াচ্ছে! গৃহস্থের গর্ব্বের সামগ্রী—পতিপ্রাণা হিন্দুললনাগণ অত্যাচারী দস্যুদের করতলগত হ'য়ে ভীষণ নির্য্যাতন ভোগ ক'র্‌ছে। রাজধানীর কয়েক ক্রোশ মাত্র দূরে অবস্থিত সীমান্ত অঞ্চলের আজ এই শোচনীয় অবস্থা! এই সুসজ্জিত সুশোভিত রাজসভায় মহারাজের সমক্ষে থেকেও সে সব বীভৎস দৃশ্য যেন আমার চ'খের উপর প্রতিফলিত হ'চ্ছে—সেই সব উৎসাদিত পল্লী হ'তে অনশনক্লিষ্ট দরিদ্র প্রজার জীর্ণাবাস ভেদ ক'রে তাদের মর্ম্মভেদী হাহাকার হাওয়ায় হাওয়ায় ছুটে এসে যেন আমার কর্ণপটহে আঘাত ক'র্‌ছে! এ সমস্ত দেখে শুনে, দেশের এ দুর্দ্দিনে আমি এই বাহ্যাড়ম্বরপূর্ণ রাজসভায় নাম-সর্ব্বস্ব পেশোয়ারূপে অবস্থান ক'র্‌তে অনিচ্ছুক। এ পদের উপর আমার কণামাত্র স্পৃহা নাই;

আমি চাই প্রজার সুখসমৃদ্ধি, আমি চাই ওই উৎসাদিত পল্লী-সমূহের প্রাণ-প্রতিষ্ঠা ! ●

সাহু। আপনার এ অভিপ্রায় অতি সঙ্গত। পেশোয়াপদে অভিষিক্ত হ'য়েই যে নিগৃহীত প্রজার দুঃখে আপনার করুণ হৃদয় বিগলিত হ'য়েছে—তাতে আমি বড় সন্তুষ্ট হ'য়েছি। আমি আপনাকে নাম-সর্ব্বস্ব পেশোয়ার পদে অভিষিক্ত করি নি। পেশোয়ার দায়িত্ব নিয়ে দেশের কল্যাণকল্পে আপনি যে কোন কার্য্যে হস্তক্ষেপ করুন না কেন, আমার তাতে কোনও আপত্তি নাই। আপনি প্রসন্ন মনে আসন গ্রহণ করুন।

বাজীরাও। মহারাজের আদেশ শিরোধার্য্য ক'রে আমি এই পবিত্র আসন গ্রহণ ক'রলেম। সামন্তগণ, আপনারা এ রাজ্যের হিতাকাঙ্ক্ষী, আপনারাই আমার প্রধান অবলম্বন। আপনাদের আশা-ভরসাই আমি অনেক করি। আমার এ সঙ্কল্পে যদি আপনাদের অথবা মহারাজের কোন আপত্তি থাকে, তা হ'লে আমাকে বলুন, এই মুহূর্ত্তে আমি পেশোয়ার দায়িত্ব পরিত্যাগ ক'রে অন্যোপায়ে সঙ্কল্পিত উদ্দেশ্য সাধনে আত্মোৎসর্গ করি।

সাহু। আমি সর্ব্বান্তঃকরণে আপনার এই সাধু প্রস্তাবের সমর্থন করি। মহান্ পেশোয়া ! ন্যায়ের পথে—অত্যাচারীর বিরুদ্ধে—অনাথ, অসহায় বিপন্নের রক্ষার্থে—আপনার সবল হস্ত কার্য্যকারী হোক ;—আমি আপনার সহায়।

(গৌতমা, মস্তানী ও বণজীর প্রবেশ)

গৌতমা। জয় হোক—জয় হোক মহারাজ ! এ আপনারই যোগ্য কথা, —প্রাতঃস্মরণীয় পুণ্যাত্মা মহারাষ্ট্রপতির বংশধরের উপযুক্ত কথা ! এসো মস্তানী—আর আমাদের কিসের ভয় ! নিশ্চয় আমরা এখানে আশ্রয় পাব।

সাহু। কে মা তোমরা—কি চাও?

গৌতমা। বিপন্না অনাথিনী আমরা—আপনার শরণাপন্ন—আশ্রয় চাই মহারাজ!

শ্রীপতি। মহারাজ! স্থির হোন, এই রমণীর মুখে মস্তানীর নাম শোনা গেল। হায়দ্রাবাদের সেই মস্তানী নিশ্চয়ই এদের মধ্যে আছে।

সাহু। ভদ্রে! তোমরা অনাহূতভাবে রাজসভায় এসে বড় অন্যায় ক'রেছ।

গৌতমা। হিন্দুরাজার রাজসভার দ্বার অবারিত—তাই মহারাজের আদেশ না নিয়ে—প্রহরীদের মানা না মেনে—উন্মাদিনীর মত চ'লে এসেছি। আমরা বড় বিপন্ন মহারাজ!

সাহু। আমি তোমাদের পরিচয় জানতে চাই।

গৌতমা। মহারাজ! আমি মালববাসিনী এক রমণী--হিন্দু গৃহস্থের কুলবধূ; এই রমণীর নাম মস্তানী, আমার আশ্রিতা; আমি একে আমার গৃহে আশ্রয় দিয়েছিলেম, তার ফলে স্বামী আমার রাজ-কারাগারে বন্দী। আশ্রিতরক্ষার জন্য আমি ঘর-বাড়ী ছেড়ে একে নিয়ে পালিয়ে এসেছি। আপনার কাছে আশ্রয় পাব ব'লে বড় দুঃখ-ক'রে এসেছি মহারাজ, আমি নিজের জন্য আশ্রয় চাচ্ছি না—আমার এই আশ্রিতা ভগিনীর জন্য আপনার কাছে আশ্রয় ভিক্ষা ক'রেছি।

সাহু। ভদ্রে! তুমি বৃথা আশায় প্রলোভিত হ'য়ে আমার কাছে এসেছ। এই মস্তানীর নাম এ রাজ্যে কারো অবিদিত নয়। মস্তানীকে আশ্রয় দিলে মালবের রাজার সঙ্গে—নিজামের সঙ্গে আমাদের সংঘর্ষ অনিবার্য্য। এ দুর্দ্দিনে এক মুসলমানী বালিকার জন্য আমি এ রাজ্যে বিপদকে ডেকে আনতে পারি না।

গৌতমা। মহারাজ! আমরা বিদ্রোহী নই, অত্যাচারী নই, পীড়নের ভয়ে—অত্যাচারের ভয়ে—একে সঙ্গে নিয়ে আপনার দ্বারস্থ হয়েছি।

মনে রাখবেন মহারাজ, আপনারই দেশের আপনারই মতন এক হিন্দুরাজ—আশ্রিত একটি পাখীর জন্য নিজের অঙ্গের মাংস কেটে দিয়ে তাকে রক্ষা করেছিলেন।

সাহু।—থামো, মা, থামো—সত্যযুগের সে সব কথা এখন আর টেনে আনা বৃথা। মস্তানীকে আশ্রয় দিয়ে আমি নিজে বিপদগ্রস্ত হ'তে পারবো না।

রণজী।—মহারাজ! আমি মালবেশ্বরের প্রধান সেনাপতি। অভাগিনী মস্তানীর অবস্থা দেখে—এই মাতৃস্বরূপিণী দেবীর আশ্রিতবাৎসল্য দেখে—এঁর মহাপ্রাণ স্বামী মলহররাও হোলকারের মহত্ব দেখে—রাজার কার্য্য ত্যাগ ক'রে এঁদের রক্ষার্থ আত্মোৎসর্গ ক'রেছি আমিই এঁদের এ রাজ্যে এনেছি, বড় মুখ ক'রে—বড় আশা ক'রে এনেছি মহারাজ—দোহাই আপনার—এঁদের আশ্রয় দিন।

সাহু।—কি ক'রব সেনানী, আমি নিরুপায়; রাজনীতির সঙ্গে এ ব্যাপারের সংস্রব; আমি এতে হস্তক্ষেপ ক'রতে পারি না।

গৌতমা। বড় আশা ক'রে এ রাজ্যে এসেছিলুম,—রাজসভায় প্রবেশ ক'রে অমন জ্বলন্ত উৎসাহের কথা শুনলুম—আর এখন নিরাশ হ'য়ে আশ্রিতা ভগিনীর হাত ধ'রে ফিরে যেতে হ'ল। চল বোন— ফিরে যাই।

বাজীরাও। দাঁড়াও মা—দাঁড়াও—ফিরে যেও না,—আমি তোমার আশ্রিতাকে আশ্রয় দেব।

গৌতমা। অ্যাঁ—আশ্রয় দেবেন, আপনি আশ্রয় দেবেন, এ কি সত্য?

বাজীরাও। হাঁ মা, সত্য; আমি তোমাদের আশ্রয় দেব—কোন ভয় নেই তোমাদের।

গৌতমা। আপনি তা' হ'লে মানুষ ন'ন—শাপভ্রষ্ট দেবতা আপনি; ভক্তিভরে আমি আপনাকে প্রণাম ক'রছি।

বাজীরাও। মা, আমি তোমার সন্তান—তুমি আমার জননী, মায়ের রক্ষার্থ সন্তানের হস্ত সর্ব্বদাই প্রস্তুত থাকবে মা।

সাহু। আপনি কাকে আশ্রয় দিচ্ছেন, তা বুঝতে পারছেন কি পেশোয়া?

বাজীরাও। হাঁ মহারাজ, বুঝতে পেরেছি। সে দুর্ব্বল বালিকা অত্যাচারের দায়ে—শরশ্র-তাড়িতা হরিণীর মতন আশ্রয় পাবার আশায় হিন্দুস্থানের নানাস্থানে ব্যাকুলভাবে ছুটে বেড়িয়ে, দেশের কোন রাজা—কোন দাতা—কোন মহাত্মার কাছে আশ্রয় পায় নি, শেষে যে মহিমময়ী শক্তিময়ী হিন্দুরমণী অসমসাহসে তাকে আশ্রয় দিয়েছেন,—তাঁরই পদাঙ্ক অনুসরণ ক'রে, তাঁরই মহান্ উদার আদর্শের ছায়া অবলম্বন ক'রে আমি সেই পলায়িতা বিপন্না ভয়ার্ত্তা বালিকাকে আশ্রয়দান ক'রেছি, আপনারই অন্তরবাণী শিরোধার্য্য ক'রে আমি একে আশ্রয় দিয়েছি। এ আশ্রয়দান ন্যায়ের পথে, ধর্ম্মের পথে, পবিত্র—মধুর অবদান। এ আশ্রয়দান মহান্ উদার হিন্দুর হৃদয়ের ধর্ম্ম,—ন্যায়ের পক্ষে—ধর্ম্মের পক্ষে কঠোর কুলিশ দণ্ড ধারণ। এ আশ্রয়দান আমার স্বেচ্ছাকৃত, ব্যক্তিগতভাবে আমি মস্তানীকে আশ্রয় দিলেম। এর জন্য যদি কোন বিপ্লবের সূচনা হয়, আমার সম্মুখে যদি পর্ব্বত প্রমাণ অন্তরায় উপস্থিত হয়, তা' হ'লে সেই পুঞ্জীকৃত অন্তরায়কে বিঘূর্ণিত করবার জন্য স্বর্গের বজ্র, নরকের বহ্নি, পৃথিবীর হলাহল, পিশাচের নৃশংসতা, সর্পের খলতার সাহায্য নিতেও আমি কুণ্ঠিত হব না,—যেমন ক'রে হোক্ শরণাগতকে রক্ষা ক'রবো। ভয় নেই মস্তানী, আজ থেকে তুমি আমার আশ্রিতা—আমি তোমার আশ্রয়দাতা।

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

উদ্যান-বাটিকা

চন্দ্রসেন

চন্দ্রসেন। আশ্চর্য্য সুন্দরী এই মস্তানী। এমন প্রতিভাময়ী সৌন্দর্য্যের প্রতিমা আর কোথাও দেখি নি। রমণীর সৌন্দর্য্য আমাকে কখনো মুগ্ধ ক'রতে পারে নি; কিন্তু আজ মস্তানীর অপ্সরা-রূপ-জ্যোতিঃ আমার চক্ষুকে কলুষিত ক'রেছে—বুকের ভেতর তুফান তুলে আমাকে পাগল ক'রে ফেলেছে। যখন সে সভায় এসে দাঁড়াল, মুখে একটি কথা নেই, চোখে কটাক্ষ নেই, কারোর দিকে দৃষ্টি নেই—তবু তার রূপের প্রভা কত সুন্দরভাবে ফুটে উঠলো!—যেন আকাশের বিদ্যুৎ শান্তশিষ্টা নারীর মূর্ত্তি ধ'রে দরবারে এসে স্থির-ভাবে দাঁড়াল। এমন সুন্দরীর জন্য হিন্দুস্থানে যে ঝড় ব'য়ে যাবে, তাতে আর আশ্চর্য্য কি। এমন পরী-লাঞ্ছিত সুন্দরী, প্রতিভাময়ী বাজীরাওয়ের উপভোগ্য হবে!—জেনে আমি চুপ ক'রে থাকবো?—অসম্ভব। এ সুন্দরীকে আমায় হস্তগত ক'রতেই হবে। বাজী-রাওয়ের প্রাধান্য সহ্য ক'রতে পারব না ব'লে স্বেচ্ছায় রাজকার্য্য পরিত্যাগ ক'রেছি; এ সময় মস্তানী যদি আমার আয়ত্তাধীন থাকে, তা হ'লে শুধু প্রেম-খেলা নয়, রাজনীতি-ক্ষেত্রেও খেলবার একটা খেলনা পাব; তার ফলে ভাগ্যচক্র আবার ফিরলেও ফিরতে পারে।

আজই কঠোর পরীক্ষা,—উত্তম অবসর আজ। বাজীরাও রাজধানীতে নেই; উদ্যানবাটিকায় মস্তানী একা; বন্দীদের আয়ত্ত ক'রেছি, বাধা দেবার কেউ নেই।—ওই না কার পদশব্দ শোনা যাচ্ছে;—নিশ্চয়ই কেউ এদিকে আসছে, এই যে অদূরে রমণীমূর্তি,—চিনতে পেরেছি—ওই—ওই সেই সুন্দরী! এখন একটু অন্তরালে থেকে সুন্দরীর মনের ভাব পরীক্ষা করাই উচিত। [প্রস্থান।

(মস্তানীর প্রবেশ)

মস্তানী। না ভেবে-চিন্তে হঠাৎ একটা কাজ ক'রে ব'সলুম—এখন কিন্তু চারিদিক থেকে সহস্র দুশ্চিন্তা এসে আমাকে ঘিরে ফেলেছে। মহাপ্রাণ উদার পেশোয়া অম্লানবদনে আমাকে আশ্রয় দিলেন, আর আমি অমনি তাঁর কাছে আমার পূর্ব্ব আশ্রয়দাতা মহাত্মা মলহররাও হোলকারের মুক্তি-ভিক্ষা ক'রলুম।—মুক্তকণ্ঠে ব'ললুম,—দয়াময়ী গৌতমাবাঈর স্বামীকে মালবেশ্বরের কারাগার থেকে উদ্ধার ক'রে আনুন—আপনার আশ্রিতার এই আবদারটুকু রক্ষা করুন। আমার এ আবদার তিনি কাণে নিয়েছেন। শুনছি, আজই না কি তিনি মালবরাজ্যে চ'লে গেছেন,—রাওজীকে উদ্ধার ক'রে আনতে গেছেন। তাঁর সঙ্গে আছে শুধু জনকয়মাত্র সহচর। এমন দুঃসাহসিকের কাজ যে তিনি ক'রবেন, তা আমি স্বপ্নেও ভাবিনি। যদি তাঁর কোন বিপদ হয়, যদি মালবরাজ পূর্ব্বাহ্ণে এ কথা জানতে পেরে সজাগ হ'য়ে থাকে—অসংখ্য সৈন্য নিয়ে তাঁকে আক্রমণ করে, তা হ'লে কে তাঁকে রক্ষা ক'রবে? হায় হায়! কেন আমি তাঁর কাছে এত তাড়াতাড়ি এমন অন্যায় আবদার ক'রে ব'সলুম! আমি যে বড় অভাগিনী, আশায় আশায় যেখানে যাই, সেইখানেই আশার আলো নিভে যায়—আমার আশ্রয়দাতার সর্ব্বনাশ হয়!—তাই মনে এত ভয় হ'চ্ছে। কে আমার এ ভয়ভঞ্জন ক'রে দেবে?

ভগবান। তুমি যদি সত্যসত্যই দুনিয়ায় থাকো, তা হ'লে আমার ভয় ভেঙে দাও,—আমার আশ্রয়দাতাকে রক্ষা কর—মানে মানে তাঁকে ফিরিয়ে আন—দোহাই তোমার প্রভু।

(মস্তানীর গীত)

কাতরা কিঙ্করী, শ্রীচরণতরী, দেহ কৃপা করি ওহে দয়াময়!
সঙ্কট-সাগরে, ডাকি বারে বারে, তুমি বিনা কেবা ঘুচাইবে ভয়,
নিরাশ আঁধার চারিধারে হেরি, কি করি—কি করি ভয়ে ভেবে মরি,
কে জানে কি হবে, কি ফল ফলিবে অবলা হৃদয়ে কত জ্বালা সয়।

(চন্দ্রসেনের প্রবেশ)

চন্দ্রসেন। চমৎকার, সুন্দরী, চমৎকার! কি সুন্দর কণ্ঠস্বর তোমার।

মস্তানী। কে আপনি?

চন্দ্র। এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া বড়ই কঠিন। তুমি আমাকে চিনতে পারলে না—এই বড় আশ্চর্য্য সুন্দরি। সে দিন যখন ও অপার্থিব রূপরাশি নিয়ে রাজসভায় গিয়ে দাঁড়িয়েছিলে, তখনই তো আমায় দেখেছ সুন্দরি! আমি চন্দ্রসেন,—এই যে বিরাট বিশাল সাতারা রাজ্য, আমিই এর প্রতিষ্ঠাতা, আমারি বাহুবলে এই সাম্রাজ্য ভারতবর্ষে সুপ্রতিষ্ঠিত হ'য়েছে।

মস্তানী। আপনার বীরত্বের পরিচয় পেয়ে বড় সুখী হ'লুম; কিন্তু এখানে আপনি কি মনে ক'রে এসেছেন?

চন্দ্র। তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ ক'রতে।

মস্তানী। আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে!—জানতে পারি কি, আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করবার আপনার কি প্রয়োজন?

চন্দ্র। কি প্রয়োজন? কেমন ক'রে ব'লব মস্তানী—আমার কি প্রয়োজন! কেমন ক'রে ব'লব সুন্দরি,—কি প্রয়োজন—কিসের প্রলোভনে—কোন্ উদ্দেশ্য সাধনে এই গভীর নিশীথে সুন্দরি অন্তরায়,

অতিক্রম ক'রে, আমার চিরশত্রুর উদ্যান-বাটিকায় তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ ক'রতে এসেছি!

মস্তানী। আপনার এ উন্মাদ-সাহসের জন্য আমি আপনাকে ধন্যবাদ দিচ্ছি! কিন্তু আপনার মনে রাখা উচিত, আমি রমণী—অনাথিনী; একাকিনী এখানে ব'সে এক মনে ভগবানকে ডাকছিলুম; এখানে আপনি এসে বড় অন্যায় ক'রেছেন। আপনি দয়া ক'রে এখনি এখান থেকে চ'লে যান।

চন্দ্র। চ'লে যাব? হায় সুন্দরি! জীবনের ঘূর্ণাবর্ত্তে প'ড়ে দিশেহারা হ'য়ে উন্মাদের মতন তোমার কাছে ছুটে এলুম,—আর তুমি এক নিশ্বাসে ব'লে ফেল্লে—চ'লে যাও।

মস্তানী। আমি অনুরোধ ক'রছি—সকাতরে প্রার্থনা ক'রছি—আপনি এখনি এখান থেকে চ'লে যান।

চন্দ্র। হাঁ সুন্দরি, আমি তোমার অনুরোধ রাখবো; এখনি আমি চ'লে যাব! থাকতে আসি নি এখানে, আমি চ'লে যাব, কিন্তু সুন্দরি, একলা যাব না,—তোমাকেও নিয়ে যাব, তোমাকে আমার সঙ্গে যেতে হবে সুন্দরি, আমি তোমাকে অনন্ত সুখের অধিকারিণী ক'রবো।

মস্তানী। এতক্ষণে বুঝতে পেরেছি—তুমি নররূপী পিশাচ! তোমার মুখ দেখলেও পাপ হয়। আমি তোমাকে ব'লছি—আমি আদেশ ক'রছি—দূর হও তুমি!

চন্দ্র। সুন্দরি, তোমার কথায় চমৎকার সাহস প্রকাশ পাচ্ছে। কিন্তু আপাততঃ আমি তোমাকে ছেড়ে দূর হ'তে পারছি না, তোমাকে সঙ্গে নিয়ে দূর হব সুন্দরি! তুমি আমার হৃদয় অধিকার ক'রেছ,—কেন আর হতাশের ব্যথা দিচ্ছ! আমার কথা রাখ—সঙ্গে এসো—সুখী হও, নইলে আমি তোমাকে—

মস্তানী। বন্দিনী ক'রে নিয়ে যাবে,—এই তোমার মনের কথা! হায়রে-

বাদের প্রবল-প্রতাপ নিজাম—সহস্র শৃঙ্খল, সহস্র কারাগার, সহস্র লোকজন নিয়েও যাঁকে এক লহমার জন্য ধ'রে রাখতে পারে নি, তুমি কোন্ ক্ষুদ্র কীটাণুকীট—চিরদিনের মতন তাকে বন্দিনী ক'রে রাখতে চাও? এমন সাহস—এমন দুরাশা তোমার। কি ব'লব, আমার আশ্রয়দাতা পেশোয়া—প্রতিপালক কাকা এখানে উপস্থিত নেই, তাঁরা এখানে থাকলে, আমি তোমার মুখে এমনি ক'রে লাথি মারতুম্। কাপুরুষ। সাধ্য থাকে আমায় বন্দী ক'রবে—এসো। [বেগে প্রস্থান।

চন্দ্র। এমন উজ্জ্বল রূপ—এমন দর্পিত ভাব—আর বুঝি কোথাও দেখি নি। দৃপ্তা সিংহিনীর মতন সে ভীষণ-মূর্ত্তি কি ভয়াবহ! আমাকে স্তম্ভিত হ'য়ে থাকতে হ'লো। সঙ্কল্প ভুলে গেলেম, হাত উঠ্‌লো না। উপেক্ষার হাসি হেসে—কটাক্ষে অগ্নি-স্ফুলিঙ্গ ছুটিয়ে দিয়ে সে চ'লে গেলো। কিন্তু রমণীর সে দর্প কতক্ষণ? এখনি ওকে আয়ত্ত ক'রব—বশীভূত ক'রব—বন্দিনী ক'রে নিয়ে যাব, অথবা ওই অপার্থিব রূপরাশিকে এইখানেই দগ্ধ ক'রে ফেলবো। [প্রস্থান।

(সদাশিবের প্রবেশ)

সদাশিব। এ ভেড়ের-ভেড়ের দেখছি মত্ত আশা। উনি আমাদের মস্তানীকে প্রেমের শিকলীতে বাঁধতে চান! কর্ত্তা জানেন না যে, এখানে কেঁদো বাঘ দিন রাত সজাগ হ'য়ে প'ড়ে আছে। আসুক ফিরে বাজীরাও, তার পর এর বিহিত ক'রছি। মেয়ে বটে এই মস্তানী। যেমন চেহারা—তেমনি মুখরা; এমন না হ'লে মেয়ে। এ মেয়ে কোন রাজ-রাজড়ার ঘরের ঝিউড়ী না হ'য়ে যাচ্ছে না বাবা—অদৃষ্টের ফেরে এখন পরের গলগ্রহ হ'য়ে পড়েছে! দেখি একবার সেনাপতি বেটার খবরটা নিয়ে। [প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

কক্ষ

পুরুষবেশে গৌতমা,—পশ্চাৎ পশ্চাৎ বলদেব

গৌতমা। হাঁ—কি ব'লছিলেন, এবার বলুন, এ ঘরে আর জনপ্রাণী নেই, একটি কথাও কারো কাণে যাবে না; এবার আপনার বক্তব্যটা ব'লে ফেলুন।

বলদেব। তুমি ভাই—দিব্বি ছোকরাটি, যেমন পাঁচিল টোপকে বাড়ীর ভেতর পড়া, অমনি তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ, এখন তোমার চাঁদপানা মুখের মিষ্টি কথা শুনেই বুঝতে পারছি—আমি তুষ্ট হয়েই ফিরতে পারবো।

গৌতমা। বেশ তো, আপনার কথাটাই আগে ব'লে ফেলুন না মশাই,—কি রকম মানুষ আপনি? দেখছেন না—আমি লুকিয়ে চুরিয়ে আপনাকে এখানে আনলুম, আর আপনি কেবলই—বাজে বকতে আরম্ভ করলেন। দু'পয়সা পাবার প্রত্যাশায় আপনাকে আনা—এখন দেখছি বা ষোল আনাই মাটী হয়।

বলদেব। হাঁ—হাঁ—হাঁ—এই বলছি—এই এবার বলছি; কথাটা কি জান?—আচ্ছা দেখ—এ বাড়ীতে গৌতমা বলে একটা মেয়ে এসে আশ্রয় নিয়েছে না?

গৌতমা। গৌতমা? হাঁ—হাঁ—তাই তো—সে এখানে থাকে তো,—তাতে হয়েছে কি মশাই?

বলদেব। আমি তাকে চাই।

গৌতমা। আপনি তাকে চান? দেখতে চান বোধ হয়? কোন দরকার টরকার আছে নিশ্চয়ই—ডাকব না কি?

বলদেব। কি আপদ! আগে আমার কথাটাই ভাল ক'রে শোন;— আমি তাকে দেখতে চাই না—

গৌতমা। তবে এ চাওয়াচাইর ভেতর একটু বক্ আছে, বলুন।

বলদেব। এই—এই—ঠিক বলেছ তুমি,—এর—ভেতর একটু রকমারী আছে বই কি! কথাটা কি জান,—এই গৌতমা ছুঁড়ীটার সঙ্গে আমার পীরিত আছে—বহুকালের পীরিত।

গৌতমা। বটে, তাই বুঝি সেই পুরোনো প্রেম ঝালাবার জন্য মহাশয়ের এখানে আগমন?

বলদেব। এই—এই, আমার মুখের কথাটাই—তুমি টেনে এনে ব'লে ফেলেছ! হাঁ—এখন কথা এই—ঐ গৌতমা ছুঁড়ীটাকে কোন রকমে আমার হাতে এনে দিতে হ'চ্ছে! তোমাকেই ছোকরা, এ কাজটার ভার নিতে হবে; অবশ্য এতে তোমারও কিছু প্রাপ্য হবে।

গৌতমা। তা তো বটেই—তা তো বটেই!—কাজটাও বড় ছোট-খাটো নয়,—পটি সটি দিয়ে একটা মেয়েকে পেশোয়াবের এই প্রকাণ্ড পুরীর ভেতর থেকে বার ক'রে আনতে হবে! প্রাণ হাতে ক'রে এ কাজে হাত দিতে হবে! অবশ্য কিছু পাওনার আশা না থাকলেই বা এমন কাজে হাত দেবো কেন? জানেন তো মশাই—পেটে খেলেই পিটে সয়।

বলদেব। তা—তা—সে কথা হাজার বার, তুমি যদি ছোকরা এ কাজটা হাসিল করতে পার—ছুঁড়ীটাকে আমার সামনে এনে দিতে পার— তা হ'লে আমি তোমাকে হাজার টাকা বখশিস্ দেবো।

গৌতমা। হা—জা—র—টা—কা—! সত্যি তো—ঠাট্টা করছেন না তো,—না—এখন লোভ দেখিয়ে শেষে বুড়ো আঙ্গুল দেখাবার চেষ্টায় আছেন?

বলদেব। এই কি কথা হ'ল? তুমি আমার জন্য এত কষ্ট করবে

ছোকরা—আর আমি তোমাকে তাব বললে কলা দেখিবে দেবো।
আ—ছেলেবুদ্ধি! তা যদি ভাই তোমাব অবিশ্বাস হয়—এই টাকাব তোড়া আগে না হয় নাও—

গৌতমা। না—না—ঠিক অবিশ্বাস নয়—ঠিক অবিশ্বাস নয়—তবে কি জানেন মশাই, পরহস্তগত ধন কি না—হাতে না পেলে বিশ্বাস নেই—! জোচ্চোবেব বাড়ী ফলাবেব নেমন্তন্ন হ'লে—না আঁচালে বিশ্বাসই কর্‌তে প্রবৃত্তি হয় না।

বলদেব। বা—রে ছোকরা—এতক্ষণ পবে টাকাব থলি হাতে ক'রে এবাব বুঝি আমাকে জোচ্চোব ঠাওবে বসলে!

গৌতমা। বাস বস মশাই! এমন ধাবণাকে কি আমি ভুলেও মনে স্থান দিতে পাবি?—আপনি মহাপুরুষ; নইলে সেই অবলা দুর্ব্বলা ছুঁড়ীটাকে এ অন্ধকূপ থেকে উদ্ধাব কর্‌বাব জন্ম আপনাব মহাপ্রাণ কেঁদে উঠবে কেন?

বলদেব। (স্বগতঃ) বা বা! কি বল্‌বাব তাবিফ বে! ছোড়া হ'লেও এর কথাগুলো বাঁশীব আওয়াজেব মতন মিঠে!—ওহো প্রাণ আমাব ভ'বে গেলো—

গৌতমা। কি মশাই—চুপ ক'রে বইলেন যে, ভাবছেন কি?

বলদেব। ভাবছি এই—ভগবান তোমার মতন এমন টুকটুকে ফুলটিকে ছুঁড়ী না ক'বে ছোঁড়া করে পাঠালেন কেন? দেখ, তোমাকে দেখেই আমাব মাথা ঘুরে যাচ্চে—ছুঁড়ী বলে মনে হচ্ছে। আ মাব—মাব—কি পটলচেরা চোখ তোমাব—তাতে কি চক্‌চকে ধারাল কটাক্ষ—ঠোঁটে আবাব কি প্রাণমাতান মধু! ওহো—তোমার মত এমন মেয়ে-মুখো ছোঁড়া আমি দুনিয়ায় আর কখনো দেখি নি! তুমি যদি ভাই ছোকরা না হ'য়ে ছুঁড়ী হ'তে—তা হ'লে আমি সর্ব্বস্ব খুইয়ে তোমায় নিয়ে উধাও হতুম—

গৌতমা। বা! বা! আপনি দেখছি তা হ'লে একজন কবি-টবি গোছের লোক ; আপনার যে রকম কবিত্ব দেখছি—তাতে—ইচ্ছা করলে এক লহমার মধ্যেই আপনি বোধ হয় পাঁচ সাত খানা কেতাব লিখে ফেল্‌তে পারেন।—তা হ'লে গৌতমাকে আর আপনার দরকার নেই তো ?

বলদেব। দরকার নেই ? তুমি কি রকম ছোকরা হে ? সাগর পার ক'রে দিয়ে এখন বুঝি তুমি আমাকে থানা-ডোবায় ডুবিয়ে মারতে চাও।

গৌতমা। আমার আর অপরাধ কি মশায়। আপনি এসেছেন—গৌতমাকে নিতে,—আর তারিফ করছেন কি না আমার রূপের !

বলদেব। তাতে আর অন্যায় কি হ'য়েছে ভাই ? সুন্দর যে—দুনিয়া শুদ্ধ তার তারিফ ক'রে থাকে। যা হোক্‌—এখন ভাই তুমি তোমার কাজ হাসিল কর—টাকার থলে তো হাত করেছ ?

গৌতমা। আচ্ছা মশাই, গৌতমাকে আমি এখানে এনে দিলে আপনি তাকে নিয়ে যেতে পারবেন তো ?

বলদেব। খুব পারবো।

গৌতমা। কিন্তু মনে রাখবেন—আমি তাকে এনে দিয়েই খালাস,—তার পর সে যদি বেঁকে বসে—আপনার সঙ্গে যেতে না চায়—আমার কোন দোষ নেই বলছি।

বলদেব। আচ্ছা—আচ্ছা—ভাই, তুমি তাকে আন তো যাদু !

গৌতমা। (মস্তকের পাগড়ী খুলিয়া) তা হ'লে ধর আমাকে—আমিই গৌতমা।

বলদেব। অ্যাঁ—অ্যাঁ—অ্যা—যা ভেবেছিলুম—তাই !

গৌতমা। না—নরপশু, যা ভেবেছিলে—তা নয়। গৌতমা তোমার

হাতে শশকীর মতন ধরা দেবে—এই দুরাশাকে তুমি তোমার কলুষিত মনে স্থান দিয়েছিলে! এখন গৌতমাকে ধরতে এসে তোমাকেই ধরা পড়তে হবে।

বলদেব। (স্বগতঃ) আরে বাবা—এ কি ভয়ঙ্করী মূর্ত্তি—দানবী না কি! সবে পড়াই সঙ্গত মনে করি।

গৌতমা। কোথা যাও? দাঁড়াও কাপুরুষ! আমাকে বন্দিনী করতে এসে ভয়ে পালিয়ে যাচ্ছ? আমি তোমাকে পালাতে দেবো না— আমি তোমার শক্তি পরীক্ষা করবো, যে শক্তি নিয়ে তুমি কোলকারের পত্নীকে বন্দিনী করতে এসেছ—আমি তোমার সেই শক্তির পরিচয় নেবো। এই ধরলুম তোমার টুঁটি—যদি দেহে শক্তি থাকে, সামর্থ্য থাকে, কণামাত্র পুরুষত্ব থাকে—তা হ'লে আমার হাত ছাড়িয়ে চলে যাও—নতুবা পাপের প্রায়শ্চিত্ত নাও—

(কণ্ঠ ধরিয়া পীড়ন)

বলদেব। অ—হ—হ—হ—হ—হ—হ মেরো না বাবা—বাঁচাও—

গৌতমা। তোর মতন নরপশুর বেঁচে থাকা বিড়ম্বনা,—মৃত্যুই তোর পাপের উপযুক্ত প্রায়শ্চিত্ত।

বলদেব। অ—হ—হ—হ—হ—হ—হ—দম বন্ধ হ'য়ে গেল বাবা,— বাঁচাও—দোহাই তোমার—

গৌতমা। তোর মতন কীটাণুকীটকে হত্যা ক'রে আমি কলঙ্ক নিতে ইচ্ছা করি না। কিন্তু আমি তোকে রীতিমত শিক্ষা না দিয়ে ছাড়বো না!—দে—বরাবর নাকখৎ দে—

বলদেব। অ—হ—হ—হ—হ—(তথাকরণ)।

গৌতমা। দূর হ এখান থেকে—

বলদেব। অ—হ—হ—হ—হ—হ—(গড়াইতে গড়াইতে প্রস্থান।)

গৌতমা।—বল্ মা শঙ্করী—বল্ মা কপালিনী—বল্ মা মহাকালী—এখন আমার কর্ত্তব্য কি? স্বামী আমার শত্রু-কারাগারে বন্দী,—শত্রুর রোষদিগ্ধ তরবারি তাঁর মাথার উপর ঝুলছে—এ জেনেও আমি কেমন ক'রে স্থির হ'য়ে থাকি? আশ্রিতাকে রক্ষা করেছি—সঙ্গে সঙ্গে আমিও আশ্রয় পেয়েছি; কিন্তু স্বামী আমার নিরাশ্রয়—সীমাহীন মহাসমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গের মাঝে তিনি আজ মজ্জমান। আমি এখানে নিরাপদ—নিষ্কণ্টক, আর, তিনি সেখানে বিপন্ন—বিপদের কণ্টকশয্যায় শায়িত! কল্পনার চক্ষে আমি যে তাঁর দুরবস্থা দেখতে পাচ্ছি! উঃ—চোক জ্বলে যাচ্ছে। কি করি—কি করি! স্বামীকে বিপদের মুখে ঠেলে ফেলে দিয়ে নিজের প্রাণ বাঁচাবার জন্যই কি আমি মস্তানীকে নিয়ে এ রাজ্যে এসেছিলেম? তা তো নয়,—যার জন্য আসা, সে আশা তো পূর্ণ হয়েছে! আশ্রিত মস্তানী মহাপুরুষের কাছে আশ্রয় পেয়েছে—আশাতীত আদর পেয়েছে—অনন্ত সুখের অধিকারিণী হয়েছে,—সে এখন নিরাপদ, তবে তো আমারো কর্ত্তব্য শেষ হ'য়েছে, আর আমার এখানে থাকবার আবশ্যক কি? এখন আমার কর্ত্তব্য স্বামীর কার্য্যে, স্বামীর জন্য আত্মাহুতি। আমি কি তাঁকে রক্ষা ক'রতে পারবো না? আমি কি তাঁর কণামাত্র শক্তিরও অধিকারিণী নই? সতী-শিরোমণি পদ্মিনী পাঠানের কারাগার থেকে পতির উদ্ধার করেছিলেন, রাণী কর্ণাবতী পরাক্রান্ত দিল্লীপতিকে যুদ্ধে পরাস্ত ক'রে স্বামীর মর্য্যাদা রক্ষা করেছিলেন, সেই আদর্শে হোলকারের অর্দ্ধাঙ্গিনীও কি আত্মাহুতি দিয়ে স্বামীকে রক্ষা করতে পারবে না? বল্ মা ভবানি! এ আশা কি আমার পূর্ণ হবে না? এ সাহস কি সার্থক হ'বে না? বল্ মা বল্—বড় যন্ত্রণা—আর সহ্য হয় না,—অভয় দে মা—অভয় দে—

(গোস্তমার গীত)

জয় করালবদনা ভীমা ভবতারিণী,
তিমির বরণা—নরশিরহারশোভিনী।
জয় চামুণ্ডে বিকটদশনা,
শ্মশানবাসিনী তাণ্ডবমগনা,
রক্তলোচনা শবাসনা—জয় ত্রিভুবন-জন-ত্রাসিনী।
খল্ খল্ হাসি বিশাল বদনে,
লহ লহ জিহ্বা রুধির পানে
টল টল ধরা চরণ চালনে,
জয় লট পট কেশিনী।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

ব্রহ্মেন্দ্র স্বামীর আশ্রম

ব্রহ্মেন্দ্র স্বামী

ব্রহ্মেন্দ্র।—উঃ—কি ভয়ঙ্কর দুর্যোগ! এমন দুর্যোগ তো অনেক কাল দেখি নি! এ দুর্যোগ দেখে আজ বিশ বছর আগেকার কথা মনে পড়্ছে—যে দিন এমনি দুর্যোগের রাত্রে ছত্রপতির অযোগ্য পুত্র শম্ভুজী বাদশাহ ঔরঙ্গজেবের আদেশে ঘাতকের কুঠারে প্রাণ দিয়েছিল—সঙ্গে সঙ্গে মোগলের পীড়নে আমার সাধের সংসার ধ্বংস হ'য়েছিল!—সে আজ বিশ বছরের কথা। তার পর কত দিন, কত রাত, কত মাস, কত বৎসর—অনন্ত কালস্রোতে মিশে গেছে,—হিন্দুস্থানে কত ওলট্-পালট হ'য়ে গেছে—কিন্তু সে দিনের সেই স্মৃতিটুকু এখনো আমার মন থেকে মুছে যায় নি, উজ্জ্বল, আলেখ্যের মতন আমার চোখের ওপর জল জল ক'র্ছে! সে স্মৃতি কি যাবার?

আজ এ দুর্য্যোগের রাত্রে সে স্মৃতি আরো যেন জোরালো হ'য়ে মনের ভিতর ফুটে উঠছে। সেই স্মৃতির সূত্র ধ'রে প্রতিহিংসা-স্পৃহাকে হৃদয়ে স্থান দিয়ে অনন্ত আশা নিয়ে ব'সে আছি,—সে আশা কি কখনো পূর্ণ হবে ?

(রঙ্গিনীর প্রবেশ)

রঙ্গিনী। বাবা !

ব্রজেন্দ্র। কে রঙ্গিনী ! এতো রাত হ'য়েছে—এখনো ঘুমুস্‌নি মা ?

রঙ্গিনী। দুর্য্যোগ দেখে আজ আর ঘুম আস্‌ছে না বাবা !—হাঁ, ভাল, কথা, তোমাকে একটা কথা বল্‌তে এসেছি।

ব্রজেন্দ্র। কি কথা মা ?

রঙ্গিনী। একটু আগে আমাদের আস্তানার পাশ দিয়ে অনেক গুলো ফৌজ চ'লে গেল,—তুমি এর কিছু জান কি বাবা ?

ব্রজেন্দ্র। এমন দুর্য্যোগের রাত্রে ফৌজ গেলো ? আমার আশ্রমের পাশ দিয়ে—তুই কি ঠিক দেখেছিস্ ?

রঙ্গিনী। হাঁ বাবা দেখেছি, আর তারা কত হবে, তার একটা আন্দাজও পেয়েছি।

ব্রজেন্দ্র। কত ফৌজ দেখলি ?

রঙ্গিনী। পাঁচশোর কম নয়।

ব্রজেন্দ্র। তাদের গতিবিধি সম্বন্ধে কিছু অনুমান ক'রতে পেরেছ ?

রঙ্গিনী। তারা সহর থেকে বেরিয়ে এসে মালবের পথে চ'লে গেলো, দেখেই বোঝা গেল—তারা ভারী ব্যস্ত হ'য়ে চ'লেছে।

ব্রজেন্দ্র। রাঘব এখন কি ক'রছে ?

রঙ্গিনী। সে তার সাক্‌রেদদের কসরৎ শেখাচ্ছে !

ব্রজেন্দ্র। তাঁকে একবার ডাক্ দেখি।

[রঙ্গিনীর প্রস্থান।

এমন দুর্যোগের রাত্রে পাঁচ সাত শো ফৌজ নিয়ে কে সহর থেকে বেরিয়ে এলো, কিছুই তো বুঝতে পারছি না।

(রাঘব ও রঙ্গিনীর প্রবেশ)

রাঘব ! শুন্‌লেম, এইমাত্র সহর থেকে একদল ফৌজ মালবের দিকে চ'লে গেল,—তুমি এ সম্বন্ধে কিছু খবর পেয়েছ কি ?

রাঘব। রঙ্গিনীর কাছ থেকেই খবরটা শুনেছি—কিন্তু এমন দুর্যোগের রাত্রে এ পথে অত ফৌজ গেল কেন, তা তো বুঝে উঠ্‌তে পারছি না।

ব্রজেন্দ্র। বাজীরাও অতি সংগোপনে মালবেশ্বরের কারাগার থেকে মলহররাও হোলকারকে উদ্ধার ক'রতে গেছে, আর এদিকে তার চিরশত্রু চন্দ্রসেন পদত্যাগ ক'রেছে। এ ফৌজের সঙ্গে চন্দ্রসেনের কোন সম্বন্ধ নেই তো ?

রাঘব। কি রকম সম্বন্ধ ?

ব্রজেন্দ্র। বাজীরাওকে আক্রমণ করবার জন্য চন্দ্রসেন এই ফৌজ নিয়ে মালবের পথে যেতে পারে তো ?

রাঘব। পেশোয়া সাহেব যে মালবে গিয়েছেন, এ কথা তো বাইরের কেউ জানে না বাবা,—চন্দ্রসেন জানবে কি ক'রে ?

ব্রজেন্দ্র। যদি কোন রকমে জেনেই থাকে ; তার অসাধ্য কাজ নেই। যদি চন্দ্রসেন বাজীরাওয়ের উদ্দেশ্য জানতে পেরে এই দুর্যোগে ওই সৈন্যদল নিয়ে মালবের পথে গিয়ে থাকে, তা হ'লে তো সর্ব্বনাশ হবে ! জন কয় সহচর ছাড়া বাজীরাওয়ের সঙ্গে আর কেউ নেই।

রাঘব। তোমার মনে যখন এমন সন্দেহ হ'চ্ছে, এখন তো চুপ ক'রে থাকা ভাল নয় ;—তা হ'লে বাবা হুকুম কর !

ব্রজেন্দ্র। তাই তো রাঘব—বড় কঠিন সমস্যায় প'ড়েছি।



রঙ্গিনী। এ আর সন্দিগ্ধে কি বাবা। যখন সন্ধ হ'চ্ছে, তখন একটু এগিয়ে দেখা ভাল,—কি জানি কার মনে কি আছে!

রাঘব। ভাবনা কি বাবা,—হুকুম কর, শাঁখে ফুঁ দি—সব সাকরেদকে এনে জড় করি।

(বেগে মস্তানীর প্রবেশ)

মস্তানী। তাই করো বাবা—তাই করো—শাঁখে ফুঁ দাও—সমস্ত সাকরেদকে এনে জড় করো—পেশোয়ারের বড় বিপদ্।

ব্রহ্মেন্দ্র। কে তুমি—কি বলছ তুমি?

মস্তানী। আমি মস্তানী—পেশোয়ার আশ্রিতা আমি, আমার জন্যই আজ তিনি বিপন্ন, আপনিই বোধ হয় তাঁর ধর্ম্মগুরু?

ব্রহ্মেন্দ্র। বৎসে তোমার পরিচয় পেয়ে সুখী হলেম, কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, তুমি বাজীরাওয়ের আশ্রিতা; এ রাজ্যে তুমি এখনো অপরিচিতা, তুমি কেমন ক'রে জানলে বাজীরাও বিপন্ন হয়েছে? আর আমার সন্ধানই বা তুমি কার কাছে পেলে?

মস্তানী। প্রভু!—প্রভু! আপনি আমার আশ্রয়দাতার গুরু—আমারো গুরু—আপনি আমার পিতার স্বরূপ! ভগবান আমাকে তাঁর বিপদের কথা জানিয়েছেন—তিনিই আমাকে আপনার আশ্রমে এনে পঁহুছে দিয়েছেন—এর বেশী এখন আর কিছু বলতে পারবো না প্রভু,—এতক্ষণে হয় তো পাপিষ্ঠ চন্দ্রসেন তাঁকে আক্রমণ করেছে! গুরুদেব!—গুরুদেব—রক্ষা করুন্—আমার আশ্রয়দাতাকে রক্ষা করুন্—আপনার শিষ্যকে রক্ষা করুন্,—আর এক লহমা দেরী হ'লে সর্ব্বনাশ হ'য়ে যাবে।

রঙ্গিনী। সরদার!—সরদার! এখনো দাঁড়িয়ে র'য়েছ? এখনো চুপ ক'রে র'য়েছ! শাঁখে ফুঁ দাও—তোমার সাকরেদদের ডাক,—মনে রেখো—মুহূর্ত্তের কসুরেও সর্ব্বনাশ হ'য়ে যাবে! বাবা!—বাবা! হুকুম দাও!

ব্রহ্মেন্দ্র। রাঘব!

(রাঘবের শঙ্খধ্বনি এবং সঙ্গে সঙ্গে সৈন্যগণের প্রবেশ)

সৈন্যগণ। কি হুকুম,—গুরুজি।

ব্রহ্মেন্দ্র। তোমরা সকলে তৈয়েরী হয়ে আছ ?

সৈন্যগণ। হাঁ গুরুজি—দিনরাতই তো তৈয়েরী হ'য়ে আছি।

ব্রহ্মেন্দ্র। কতজন তৈয়েরী হ'যে আছ ?

সৈন্যগণ। পাঁচ শো।

ব্রহ্মেন্দ্র। রাঘব! এদের নিয়ে সমস্ত শত্রুর ফৌজকে হটিয়ে দিতে পারবে ?

রাঘব। তোমার হুকুম পেলে পাঁচ হাজার ফৌজকে হতে ক'রতে পারি।

ব্রহ্মেন্দ্র। তবে শোন—তোমাদের আদরের বাজী—আজ বড় বিপদে পড়েছে—পথের মাঝে শত্রুর ফৌজ তাকে ঘিরেছে, রক্ষা ক'রতে তাকে কেউ নেই! যদি তোমরা তাকে ভালবাস, শ্রদ্ধা করো—যদি তোমরা আত্মশক্তির কণামাত্র গর্ব্ব ক'রে থাক,—তা হ'লে অগ্নি-স্ফুলিঙ্গের মত ছুটে গিয়ে শত্রুর ওপর পড়—বজ্ররূপে তাদের ধ্বংস্ ক'রে ফেল—তোমাদের বাজীরাওকে রক্ষা কর।

রাঘব। চলে আয় ভাই সব—বল্ সকলে—হর হর মহাদেও!

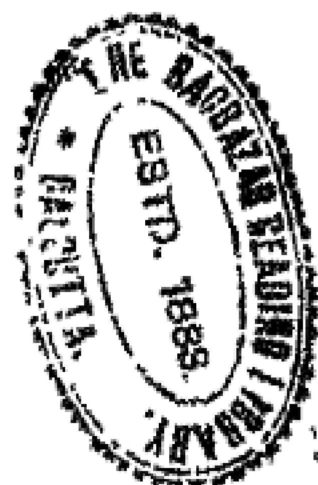
সকলে। হর হর মহাদেও।

[প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

নৃত্যশালা

নর্ত্তকী ও পারিষদ্‌গণ



গীত।

রঙ্গে ভঙ্গে দোলত অঙ্গ
আওলো সঙ্গিনী পিয়ার সঙ্গ,
বাজে বেণু—নূপুর রুণু ঝুণু—
হানে ভীষণ—বাণ অনঙ্গ।
বহত ধীরে মলয় সমীর,
বোলত পাপিয়া হিয়া অধীর
আঁচোরা সামারি—চলে না পারি,
যৌবন-ভারে কুল মান ভঙ্গ।

পারিষদ্‌গণ। বাহবা—বাহবা—কেয়াবাৎ—কেয়াবাৎ!

১ম পারি। কেয়াবাৎ সহর মাত—দুনিয়া গুল্‌জার!

২য় পারি। যেমনি হাব, তেমনি ভাব, তেমনি নাচের বাহার!

১ম পারি। আ মরি, মরি!—যেন আমের আচার!

১ম নর্ত্তকী। ইস—আপনারা যে গ'লে গেলেন দেখ্‌ছি!

১ম পারি। তোমাদের এই চাঁদমুখের সুধামাখা গান—আর ওই বিলোল কটাক্ষের একটানা বাণের ঝাপ্‌টা পেয়ে যে গ'লে যাব, এ আর আশ্চর্য্য কি চাঁদ!—একেবারে যে বরফের মত জমাট বেঁধে যাইনি, এই হ'চ্ছে তাজ্জব!

২য় নর্ত্তকী। কেন মশাই, আমরা কি গাঙের বান না কি?

১ম পারি। বান কি চাঁদ! তোমরা হ'চ্ছ গাঙের চোরা ঘূর্ণীপাক! আর ওই চোরা চাউনী হ'চ্ছে সেই ঘূর্ণীপাকের টান্! এরা মানুষগুলোকে তোমাদের কাছে টেনে নিয়ে যায়, আর তোমরা সোণামণি অমনি

ঘুমপাক খাইয়ে তাদের চুপিয়ে ধর—তার পর রফা-রকা ক'রে ছেড়ে দাও! তোমরা যাদু, বড় সোজা নও।

২য় নর্ত্তকী। তা যদি জানেন, তা হ'লে এমন টানা-গাঙে নামেন কেন মশাই।

১ম পারি। মন যে বোঝে না সোণামণি!

১ম নর্ত্তকী। তবে চুপ ক'রে থাকুন,—জানেন তো মশাই ইটটি মারলেই পাটকেলটি খেতে হয়,—গাঙে নামলেই কাওরে কাটে।

২য় পারি। ঠিক ব'লেছ চাঁদমণি—তোমরা হাঙরের জাতই বটে! হাঙরগুলো এমনি বেমালুম কাটে—যে জল ছেড়ে ডাঙায় না উঠলে কাটার মালুমই পাওয়া যায় না,—তোমরাও ঠিক তাই! যতক্ষণ তোমাদের এলেকায় থাকি, ততক্ষণ ঠাওই কাট, আর যাই কাট না কেন বুঝলে—কিছুই টের পাই না। তার পর তোমাদের এলাকার বাহিরে এলেই আপশোসের যাতনায় জলে পুড়ে খাক্ হই—এ রোগের যে দাবা নেই সোণামণি। যা হোক্ এবার একটা বেশ বাছাই ক'রে তান ধরো দেখি।

(গিরিধর ও বলদেবের প্রবেশ)

গিরিধর। থাক্ এখন আর তান ধরতে হবে না—যে যার স্থানে যাও।

১ম পারি। মহারাজ এই দিবারাত্রি ঢাল-তলোয়ারের কচ্‌কচানীতে কাণে তো তালা ধ'রে গেলো! এখন যদি মাঝে মাঝে দু' একটা মিঠে কড়া রকমের ব্রজবুলী না শোনেন—তা হ'লে কাণ বেচারীরা অকালে কালা হ'য়ে যাবে; শেষে হয় তো—[illegible]দের মিষ্টি আওয়াজ আর কাণে লাগবে না।

গিরিধর। বসন্ত! এখন বসন্তের সময় নয়,—আমার মনের স্থিরতা নেই। যাও সকলে—বিলম্ব ক'রো না; আজ রাত্রে এই নৃত্যশালা আমার মন্ত্রণাগার, কেউ এদিকে এসো না।

১ম পারি। এসগো বাইজি বাণীরা!—আজ এই পর্য্যন্ত।

[নর্ত্তকী ও পারিষদগণের প্রস্থান।

গিরিধর। বড়ই আশ্চর্য্য কথা বলদেব! আমার অধিকার থেকে পলায়িত অপরাধীকে পেশোয়া বাজীরাও আশ্রয় দিলে!

বলদেব। শুনলেম্—রাজা সাহু তাদের আশ্রয় দিতে সম্মত হন নি, কিন্তু বাজীরাও তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাদের আশ্রয় দিয়েছে।

গিরিধর। বাজীরাওয়ের এ অহঙ্কার আমাকে চূর্ণ করতেই হবে! আমার এ রোষের অর্থ—লক্ষ সেনার সাতারায় অভিযান। বলদেব—তুমি তো প্রস্তুত?

বলদেব। আমি আরো কিছুদিন সময় চাই মহারাজ,—এখনো আমি প্রস্তুত হ'তে পারিনি।

গিরিধর। এখনো সময়? কতদিন সময় চাও তুমি!

বলদেব। আর একমাস পরে লক্ষ মালবীসেনা আপনার পতাকাতলে এসে দাঁড়াবে।

গিরিধর। উত্তম। তবে মনে রেখো—আর একমাস পরে সমস্ত মালবী সেনা নিয়ে আমি সাতারার উপর চেপে প'ড়বো—এ অপমানের প্রতিশোধ নোব।—এখন আমাকে মলহর রাওয়ের দণ্ডবিধান করতে হবে—কই সে।

বলদেব। বন্দীরা এখনি তাকে এখানে নিয়ে আসবে।

গিরিধর। ওই রাজদ্রোহী ধাড়ীই হ'চ্ছে যত বিভ্রাটের মূল।—ওকে আজি কোতল করবো—এই সুন্দর নৃত্যশালা আজ বধ্য শালায় পরিণত

ঘাতক!

(বন্দী মলহর রাওকে লইয়া প্রহরীদের প্রবেশ)

মলহররাও হোলকার! তুমি বোধ হয় শুনেছ, তোমার স্ত্রী, মস্তানীকে নিয়ে, বাজীরাওয়ের কাছে আশ্রয় নিয়েছে?

মলহর। আমি বন্দী, আজ ক'দিন বহির্জ্জগতের কোন কথাই আমার কর্ণগোচর হয় নি,—এ সংবাদ আমি কেমন ক'রে শুনবো মহারাজ!

গিরিধর। মিথ্যা কথা ব'লতে লজ্জা করে না কাপুরুষ! স্ত্রীকে বাজীরাওয়ের কাছে আশ্রয় নিতে যাবার পরামর্শ দিয়ে এসে এখন ব'লছ এর বিন্দু-বিসর্গ তুমি জান না!

মলহর। আমিই যদি তাকে এমন পরামর্শ দিয়ে থাকি, তা হ'লে আপনার কাছে তখন ধরা দিতে আসবো কেন? আমিও তো তা হ'লে সেই সঙ্গে আপনার অধিকার থেকে চ'লে যেতে পারতেম।

গিরিধর। তাদের পালাবার অবকাশ দেবার জন্য তুমি আমার কাছে ধরা দিতে এসেছিলে,—মনে করেছিলে, দুটো মিষ্টি কথায় আমাকে তুষ্ট ক'রে আবার তাদের সঙ্গে গিয়ে মিশবে।

মলহর। মিথ্যা কথা—আপনি ভুল বুঝেছেন মহারাজ! এমন জঘন্য উদ্দেশ্য নিয়ে আমি আপনার কাছে ধরা দিতে আসিনি। স্থানান্তরে যাবার ইচ্ছা থাকলে আমিই তাদের সঙ্গে ক'রে নিয়ে যেতেম। আমি উপস্থিত থাকলে, আমার সাক্ষাতে—আমার স্ত্রীর গায়ে—তার আশ্রিতার গায়ে—হাত দিতে পারে, এমন শক্তিমান্ পুরুষ আপনার এই বিশাল রাজ্যের ভেতর কেউ আছে ব'লে আমার ধারণাই হয় না।

গিরিধর। বটে! এখনো দেখছি তোমার বিষ-দাঁত ভাঙেনি!—থাক্ ও সব কথা, এখন আমি তোমাকে যা বলি তা শোনো:—আমি মস্তানীকে চাই, তোমার সাহায্যেই আমি তাকে আবার [illegible] ফিরিয়ে আনতে চাই। তুমি তোমার স্ত্রীর নামে একখানা পত্র লিখে দাও; পত্রে এই কথা লিখবে যে, সে যেন মস্তানীকে নিয়ে অবিলম্বে এ রাজ্যে ফিরে আসে—নচেৎ তোমার প্রাণদণ্ড হবে!

মলহর। এ বৃথা চেষ্টা মহারাজ! আপনি আমার স্ত্রীর প্রকৃতি জানেন না, তাই এমন সঙ্কল্প ক'রেছেন। আশ্রিতাকে রক্ষা করবার জন্ত সে সর্ব্বস্ব পণ ক'রেছে, আমার পত্রে তার সেই দুর্জ্জয় পণ কিছুতেই ভঙ্গ হবে না। আপনি ও সঙ্কল্প ত্যাগ করুন্।

গিরিধর। আমি তোমার কাছে উপদেশ শুন্তে চাচ্ছি না, তুমি আমার আদেশমত কার্য্য কর—যে কথা ব'ল্লেম পত্রে তাই লিখে দাও।

মলহর। আপনার কথায় আশ্চর্য্য হ'লেম! আমার স্ত্রী যে ধর্ম্ম রক্ষার জন্ত সর্ব্বস্ব পণ ক'রেছে—আমাকে পর্য্যন্ত মৃত্যুর মুখে সঁপে দিয়েছে, আমি তার স্বামী হ'য়ে, সে ধর্ম্ম পরিত্যাগ করবার জন্ত অনুরোধ ক'রে তাকে পত্র লিখবো। আমাকে কি এমনি স্বার্থপর—এমনি কাপুরুষ মনে ক'রলেন মহারাজ?

গিরি। তুমি আমার কথা শুনবে কি না, জান্তে চাই।

মলহর। এর উত্তর আগেই দিয়েছি, যে দিন বন্দী হই, সে দিনও এ কথার উত্তর দিয়েছি, আজ আর নূতন কিছু বলবার ইচ্ছা নেই।

গিরি। মলহররাও! এ দম্ভের কঠোর শাস্তি হবে ঠিক জেনো, হোলপুরের সমস্ত প্রজা তোমার দোষে শাস্তি পাবে।

মলহর। শাস্তি?—কি শাস্তির ভয় দেখাচ্ছেন মহারাজ? চরম শাস্তি মৃত্যু?—এই তো! আমি তার জন্ত প্রস্তুত।

গিরি। উত্তম,—মৃত্যুই তোর মতন দাম্ভিকের উপযুক্ত শাস্তি!—কোই হ্যায়?

(সশস্ত্র ঘাতকের প্রবেশ)

ঘাতক। বন্দেগি হুজুর!

গিরি। বন্দীকে কোতল কর—আমার সাম্নে কোতল কর—এক পলও দেরী নয়—কোতল কর—কোতল কর—

ঘাতক। যো হুকুম!

(ঘাতকের কুঠার উত্তোলন,—সহসা পিস্তলের আওয়াজ—
ঘাতক ও প্রহরীর পতন ॥)

(পিস্তল হস্তে বাজীরাও ও রণজীর প্রবেশ।)

বাজীরাও। রণজী! দরজা বন্ধ ক'রে দাঁড়াও, যেন এক প্রাণীও বাইরে যেতে না পায়।

গিরি। এ কি! এ কি! কৈ—কৈ—হা—

বাজীরাও। চুপ কর নরপিশাচ! ওই ভাবে থাকো, নতুবা এখনই এই পিস্তলের দ্বিতীয় গুলি তোমার মস্তক চূর্ণ ক'রবে।—মহৎ উদার বীর মলহররাও হোলকার! এসো, আমি স্বহস্তে তোমার বন্ধন মোচন করি।—(বন্ধনমোচন।)

মলহর। এ কি! এ কি!—আমি কি স্বপ্ন দেখছি?

বাজীরাও। স্বপ্ন দেখনি বন্ধু—পেশোয়া বাজীরাও তোমার সম্মুখে; আজ থেকে তুমি তার প্রিয়তম সুহৃদ্—প্রাণাধিক সহচর।

মলহর। এ যদি সত্য হয়,—হে মহাপ্রাণ উদার বীর!—তা হ'লে আমি তোমার অনুগত দাস—দাসানুদাস। আমাকে পদাশ্রয় দাও।

বাজীরাও। আমি তোমাকে হৃদয়ে স্থান দিলেম বন্ধু।—এসো আমার সঙ্গে। মনে রেখ রাজা,—মলহররাওয়ের উদ্ধারকর্ত্তা সর্ব্বশক্তিমান নারায়ণ। বাজীরাও উপলক্ষমাত্র। [প্রস্থান।

রণজী। আর মনে রেখ মহারাজ!—নিজের জালে নিজে বন্দী হ'য়েছো প্রভাতের আগে কেউ এদিকে আসবে না, প্রভাত পর্য্যন্ত তুমি বন্দী,—আমি কক্ষ-দ্বার রুদ্ধ ক'রে চললেম। [প্রস্থান।

বল। অ্যাঁ—এ হ'ল কি!—এ হ'ল কি!

গিরি। চুপ কর কাপুরুষ! আমাকে ভাবতে দাও—ভেবে দেখি।

বল। তবে আসুন দুজনে গালে হাত দিয়ে ব'সে বসে ভাবি; এই ভাবেই রাতটা কেটে যাক্! হায়—হায়! এ হ'ল কি?

গিরি। উহুঃ! আমার কণ্ঠ শুষ্ক; তৃষ্ণায় প্রাণ আমার ওষ্ঠাগত ক'চ্ছে।—বলদেব! জল দাও—জল দাও—বড় তৃষ্ণা!

বল। হাঁ মহারাজ! তৃষ্ণা পাবারই কথা বটে! গ্রীষ্মকালের জলার মত গলাখানা শুকিয়ে টাস্‌টাস ক'রছে! তাই তো মহারাজ—জল পাই কোথায়? মিত্তেরা যে দরজা বন্ধ ক'রে চ'লে গেছে।

গিরি।—জল—জল,—তৃষ্ণায় প্রাণ গেল বলদেব,—জল আনো—জল আনো—

বল। কে আছ,—জল আনো—জল আনো—মহারাজ তৃষ্ণায় কাতর—জল আনো—জল আনো! তাই তো মহারাজ! কেউ যে উত্তর দিলে না—আর উত্তর দেবেই বা কে? মহারাজ যে এ তল্লাটে থাক্‌তে সকলকে বারণ ক'রে দিয়েছেন।

গিরি। তৃষ্ণায় প্রাণ যায়—বলদেব, তৃষ্ণায় প্রাণ যায়,—কে আছ—একটু জল দাও, একটু জল ভিক্ষা দাও—সর্ব্বস্ব দেব একটু জল দাও—

(দরজা খুলিয়া জলপাত্রহস্তে ছদ্মবেশে গৌতমার প্রবেশ।)

গৌতমা। এই নাও মহারাজ—জল নাও—তৃষ্ণা দূর কর।

বল। (স্বগতঃ) ও বাবা—এ যে সেই রে!

গিরি। অ্যা—কে তুমি—কে তুমি—বল কে তুমি আমার সুহৃদ্‌—এ দারুণ তৃষ্ণায় জলদান ক'রে আমার প্রাণরক্ষা ক'রলে?—(জল পান) পরিতৃপ্ত হ'লেম! বালক! তোমার পরিচয় দাও—বল, তুমি কি পুরস্কার চাও?

গৌতমা। পুরস্কার চাই না মহারাজ—প্রতিশোধ চাই, প্রতিশোধ নিতে এসেছিলুম—প্রতিশোধ দিয়ে গেলুম।

গিরি। কি—কি ব'লছ তুমি? কে তুমি?

গৌতমা। আমি গৌতমা—তোলকারের সহধর্ম্মিণী!—আশ্চর্য্য হ'চ্ছ

মহারাজ? শোনো তবে আমার কথা,—শোনো মহারাজ—তুমি আমার স্বামীকে আবদ্ধ ক'রে রেখেছিলে, আমি পুরুষের ছদ্মবেশে তাঁকে উদ্ধার ক'রতে এসেছিলুম, এসে দেখলুম—পেশোয়া বাজীরাও আমার কার্য্য পূর্ণ ক'রেছেন। ফিরে যাচ্ছিলুম—এমন সময় তোমার আর্ত্তনাদ শুনতে পেলুম—যেতে পারলুম না—ফিরলুম, হিন্দুর মেয়ে আমি—হিন্দুর গার্হস্থ্য-ধর্ম্ম ভুলতে পারলুম না—জল নিয়ে ছুটে এলুম।—যে মুখে তুমি আমার হৃদয়-দেবতার প্রাণদণ্ডের আদেশ দিয়েছিলে—আমি তোমার সেই মুখে—সেই তৃষ্ণাশুষ্ক মুখে—তৃষ্ণার জল দিয়ে গেলুম—এই আমার প্রতিশোধ। [প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক

অরণ্য-পথ

(বাজীরাওয়ের বেগে প্রবেশ।)

বাজীরাও। কি ভীষণ ব্যাপার! এ কি আকস্মিক বিপদ্। কিছুই যে বুঝতে পারছি না। এ প্রলয়ের মেঘ সহসা কোথা থেকে ঘনিয়ে এলো!—দেখতে দেখতে সুধা-ধবল নির্ম্মল আকাশ ঘনঘটাচ্ছন্ন—মৃত্যু যেন আজ মূর্ত্তিমতী হ'য়ে লেলিহান্ রক্ত-জিহ্বা নির্গত ক'রে বিদ্যুদ্বেগে আকাশের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত ছুটে যাচ্ছে!—মৃত্যুরূপী শত্রু-সেনার আকস্মিক আক্রমণে সহচরেরা সকলে বিচ্ছিন্ন হ'য়ে প'ড়েছে! জানি না কে কোথায়—কোন্ দিকে—কি ভাবে আত্ম-প্রাণ রক্ষা ক'রছে। এখন উপায় কি? কেমন ক'রে আত্মরক্ষা করি? অসমসাহসে নির্ভর ক'রে আমি যে অনন্তসাগরে

ঝম্প প্রদান ক'রেছি,—ওই যে আমাকে লক্ষ্য ক'রে চতুর্দ্দিক থেকে স্রোতের পর স্রোত—অগণ্য অসংখ্য স্রোত এক সঙ্গে এক যোগে ছুটে আসছে! ওই দুস্তর স্রোতরাশি ভেদ করে কূলে ওঠা কি সম্ভব? —কোথায় আমার বন্ধুগণ—[নেপথ্যে—ঘিরে ফেলো—বন্দী করো]। ওই যে শত্রু-সেনার উল্লাস-তাণ্ডব শুনতে পাচ্ছি—এখন কর্ত্তব্য কি? বুঝেছি,—কর্ত্তব্য জীবন-পণ,—সমরক্ষেত্রে সম্মুখ-সমরে আত্মবিসর্জ্জন, —হয় মৃত্যু—নয় সিদ্ধি!—জয় মা ভবানী!

[বেগে প্রস্থান।

(চন্দ্রসেন ও সৈন্যগণের প্রবেশ।)

চন্দ্রসেন। উত্তম হ'য়েছে, লক্ষ্য সিদ্ধ হ'য়েছে, হঠাৎ আক্রমণের ফলে সকলে বিচ্ছিন্ন হ'য়েছে—চতুর্দ্দিকে ছড়িয়ে পড়েছে। এবার ওদের একে একে বেঁধে ফেলো।

নেপথ্যে। হর হর মহাদেও!—হর হর মহাদেও!

চন্দ্রসেন। ও আবার কাদের চীৎকার! ও কি—ব্যাপার কি! সৈন্যেরা সব পলাচ্ছে কেন?

(জনৈক সৈন্যের প্রবেশ।)

সৈন্য। হুজুর! সর্ব্বনাশ—ভারী বিপদ্। হঠাৎ কোত্থেকে হাজার হাজার ফৌজ এসে আমাদের ওপর পড়েছে।

চন্দ্রসেন। কি আশ্চর্য্য! এ কি সম্ভব? কোথা থেকে ফৌজ আসবে? ভয় নেই—চল—

নেপথ্যে। হুজুর! পালান—পালান,—ভারী বিপদ্।

চন্দ্রসেন। ভয় নেই, চলো এগিয়ে দেখি। [প্রস্থান।

(বাজীরাওয়ের প্রবেশ।)

বাজীরাও। আক্রমণকারীদের হঠিয়ে দিয়েছি,—আত্মরক্ষার জন্য হতভাগ্য সৈন্যদের শোণিতে হস্ত প্রক্ষালিত ক'রতে হ'য়েছে! কিন্তু উপায়

নেই। এখনো তারা নিরস্ত নয়—দলপুষ্ট হ'য়ে আবার আমাকে আক্রমণ করবার জন্য ছুটে আসছে। কিন্তু এবার আমি নিরস্ত্র—আত্মরক্ষার জন্য আমার যে আর যষ্টিমাত্র সম্বল নেই। এখনি শত্রুসেনা ছুটে আসবে।—কি করি! কি করি।—কেমন ক'রে আত্মরক্ষা করি:—কে এমন সুহৃদ্ আছে—এ বিপদে—এ দুঃসময়ে আমায় একখানি—একখানি অস্ত্র দিয়ে সাহায্য করবে?

(বেগে মস্তানীর প্রবেশ।)

মস্তানী। এই নিন্—এই নিন্ অস্ত্র—আত্মরক্ষা করুন্!

বাজীরাও। এ কি—এ কি।—রমণী? কে তুমি করুণাময়ী, এ দুঃসময়ে অস্ত্র দিয়ে আমার প্রাণরক্ষা ক'রলে?

মস্তানী। আমি মস্তানী—আপনারই আশ্রিতা।

বাজীরাও। মস্তানী! তুমি মস্তানী?—আমি কি স্বপ্নরাজ্যে উপস্থিত হ'য়েছি। এ বিপদকালে—এ দুঃসময়ে—এমন দুর্য্যোগের রাত্রে—সাতারার এই সীমাপ্রান্তে তুমি কেমন ক'রে এলে মস্তানী?—তোমাকে দেখে যে আমি আশ্চর্য্য হ'চ্ছি।

মস্তানী। সেনাপতি চন্দ্রসেন পথে আপনাকে আক্রমণ করবার সঙ্কল্প করে, আমি তা জানতে পেরে আপনার গুরুজী ব্রহ্মেন্দ্রস্বামীর শরণাপন্ন হই, তিনি আপনাকে রক্ষা করবার জন্য রাঘব সর্দারকে পাঠিয়েছেন। রাঘব তাঁর দলবল নিয়ে শত্রুদের আক্রমণ ক'রেছে—শত্রুসৈন্য সব পালাচ্ছে, আর ভয় নেই প্রভু!

বাজীরাও। কি তুমি ব'লছ মস্তানী,—আমি যে কিছুই বুঝতে পারছি না।—আমার বিপদের কথা জানতে পেরে রাঘব সর্দারকে নিয়ে আমায় রক্ষা ক'রতে এসেছ! এ কি সত্য? এ কি সম্ভব? আমি যে আশ্চর্য্য হচ্ছি!

মস্তানী। আমার আশ্রয়দাতার জীবন বিপন্ন শুনে আমি স্থির থাকতে

পারি নি।—যদি এজন্ত আমার কোন অপরাধ হ'য়ে থাকে, তা' হ'লে আমার সে অপরাধ মার্জ্জনা করুন্‌।

বাজীরাও। আমি এখনো আশ্চর্য্য হয়ে আছি—এখনো আমার মস্তিষ্কে বিদ্যুৎ খেল্‌ছে—ব্রহ্মাণ্ড যেন চোখের উপর ওলট-পালট হ'চ্ছে। শুনছি সব, কিন্তু এখনও বিশ্বাস ক'র্‌তে পার্‌ছি না।—দাঁড়াও, আর একবার ভেবে নিই—তুমি আমাকে বিপদ্‌ থেকে—আসন্ন মৃত্যুর মুখ থেকে রক্ষা ক'র্‌লে।—মস্তানী! তুমি কি সেই বালিকা—যে,—নির্দ্দয় নিজামের ভয়ে—উৎপীড়নের—অত্যাচারের দায়ে—সশঙ্কিতা কুরঙ্গিণীর মত ভারতের নানাস্থানে আশ্রয়-প্রার্থিনী হ'য়ে ছুটে বেড়িয়েছ।—আমার তো তা মনে হয় না। এতো তোমার সেই ভীত ত্রস্ত সশঙ্কিত অব্যক্ত—বেদনাব্যথিত দারিদ্র্যমূর্ত্তি নয়,—এ যে দেখছি অবিচলিত ধৈর্য্যধারিণী—উদ্ভাসিত রূপরশ্মিমণ্ডল মধ্যবর্ত্তিনী—মহামহিমময়ী অপূর্ব্ব দেবীপ্রতিমা!

মস্তানী। আমি আপনার আশ্রিতা।

বাজীরাও। মিথ্যা কথা—আজ থেকে আমিই তোমার আশ্রিত, তুমি আমার জীবনদাত্রী।

(নেপথ্যে)—তোরাব। হুজুর—হুজুর—হুঁসিয়ার।

(বন্দুকের আওয়াজ,—বেগে তোরাবের প্রবেশ ও পতন।)

বাজীরাও। এ কি?—ব্যাপার কি!

মস্তানী। কাকা! কাকা!—

বাজীরাও। তোরাব-তোরাব—তুমি—কে তোমাকে মার্‌লে তোরাব?

তোরাব। খোদা মেরেছে হুজুর! গরীবের এই ঝুটো জান দিয়ে যে আপনার জান রাখতে পেরেছি হুজুর, এই আমার সুখ।

বাজীরাও। বুঝ্‌তে পেরেছি তোরাব, আমাকে রক্ষা করবার জন্ত স্বেচ্ছায় তুমি আত্মপ্রাণ বলি দিলে, আমার ওপর নিক্ষিপ্ত গুলি-

নিজে বুক পেতে গ্রহণ ক'র্লে। হায়—ভক্ত বীর। তোমার এ ঋণ আমি কি দিয়ে শোধ ক'রব

তোরাব। এ কি কথা হুজুর! আমিই তো আপনার কাছে ঋণী ছিলুম—মোটা ঋণ ক'রেছিলুম, তার কণামাত্র শোধ দিয়ে গেলুম,—যা বাকী রইলো—মস্তানী মা আমার—তুই তা শোধ করিস্।

মস্তানী। কাকা!—কাকা! আমাকে তুমি কার কাছে রেখে চ'লে যাচ্ছ?

তোরাব। কাঁদছিস্ কেন মা? আমি তো তোকে দেবতার পায়ের কাছে রেখে যাচ্ছি—তোর আর ভাবনা কিসের মা?—মস্তানী! কাঁদিস্ নি—আমি তোর কেউ নই, প্রতিপালক মাত্র;—তুই বড় ছোট-খাটো ঘরের মেয়ে ন'স্—এই নে মা, তোর বাপের দেওয়া পদক; এই পদকের ভেতর তোর জন্মকুষ্ঠি আছে। কিন্তু মা—আজ থেকে সম্বৎসরের ভেতর যেন এ পদক খুলিস্নি,—আর এর ভেতর কাউকে যেন সাদি করিস্নি,—এ তোর বাপের হুকুম বলে মনে করিস্।—হুজুর! মস্তানীকে আপনি আশ্রয় দিয়েছেন, আমি আর কি ব'লব হুজুর? আমি আজ মস্তানীকে ছেড়ে চ'ল্লুম,—আমার জায়গায় এবার আপনি এসে দাঁড়ান। ওঃ—যাই—মা—(মৃত্যু)।

মস্তানী। কাকা!—কাকা! কোথায় গেলে তুমি—

(রণজী, মলহর ও ব্রহ্মেন্দ্র স্বামীর প্রবেশ।)

ব্রহ্মেন্দ্র। কেঁদে আর কি ক'রবে মা! তোমার মহাপ্রাণ কাকা অনন্ত-ধামে ভগবানের চরণে আশ্রয় গ্রহণ ক'রেছে,—সাধু পুরুষ সাধনোচিত ধামে চ'লে গেছে! আর কেঁদে কি হবে মা! আত্মসংবরণ কর—প্রকৃতিস্থ হও! আজ থেকে বাজীরাও তোমার প্রতিপালক হ'লেন!—বৎস বাজীরাও! উপর্য্যুপরি কতকগুলি

ভয়ঙ্কর সংবাদ অবগত হ'য়ে আমি তোমাকে তা ব'লতে এসেছি ;
তোমার চতুর্দ্দিকে স্তূপীকৃত বিপদ্। মস্তানীকে আশ্রয় দিয়েছ ব'লে হায়দ্রাবাদের মহাশক্তিমান্ নিজাম তোমাকে দমন করবার জন্য সমর-সজ্জা ক'রছে,—তার উপর আরো ভীষণ সংবাদ—রাজা গিরিধর সত্তর হাজার সৈন্য নিয়ে তোমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটে আসছিল, ইতি-মধ্যে পরাজিত সেনাপতি চন্দ্রসেন তার সঙ্গে যোগ দিয়েছে। তার ফলে সেই বিরাট সৈন্যদল দুই দলে বিভক্ত হ'য়েছে, একদল চন্দ্রসেনের নেতৃত্বে তোমার সাধের পুণা ধ্বংস ক'রতে গেছে,—অপর সৈন্যদল নিয়ে রাজা গিরিধর স্বতন্ত্র পথে সাতারায় ধাবিত হ'য়েছে। বুঝতে পা'রছ বৎস, কি ভীষণ বিপদ্ তোমার সম্মুখে উপস্থিত!

বাজীরাও। বলেন কি গুরুদেব। ইতিমধ্যে এত বিভ্রাট হ'য়েছে? রাজা গিরিধর আমার উপর এমন চমৎকার চা'ল চেলেছে?—গিরিধরের সঙ্গে চন্দ্রসেনের সম্মিলন,—এ কি অপূর্ব্ব সংঘটন! গুরুদেব!—গুরুদেব; আদেশ করুন—এখন আমার কর্ত্তব্য কি? অনন্ত আশায় —অনন্ত উৎসাহে—জীবনপাত পরিশ্রমে যে অজেয় সৈন্যদল প্রস্তুত ক'রেছি, যাদের সঙ্গে নিয়ে বীরদর্পে বিজয়-উল্লাসে মাতুঃশ্রী ভবানীর নামে মেদিনী কাঁপিয়ে আগ্রা দুর্গের উপর সাতারার বিজয়পতাকা উড়িয়ে দেবার প্রতীক্ষা ক'রছি,—আজ সেই সৈন্যদল নিয়ে—আগ্রায় না গিয়ে—মালবেশ্বরের বিরুদ্ধে অভিযান ক'রতে হবে?

ব্রহ্মেন্দ্র। বাজীরাও! রাজা গিরিধরকে তুচ্ছজ্ঞান ক'র না! দিল্লী-শ্বরের প্রধান পরিপোষক এই গিরিধর! ওকে দমন কর বাজীরাও।—তোমার অজেয় বাহিনী নিয়ে সদল বলে অবিলম্বে সমরক্ষেত্রে ধাবিত হও;—দুর্ম্মতি মালবপতিকে আয়ত্ত ক'রে—বলদৃপ্ত নিজামকে উপযুক্ত শিক্ষা দিয়ে—উন্মত্ত আবেগে আগ্রায় ধাবিত হও! আগ্রা ও দিল্লীর বিশালকায় বিশীর্ণপ্রায় মোগল-তরুর উচ্ছেদ সাধন কর!

বাজীরাও। ভার্গবপ্রতিম গুরুদেব! আপনার অনলদীপ্ত জীবন্ত উৎসাহের মধুর মন্ত্র শুনলে মৃতের দেহে জীবন সঞ্চার হয়—ভীরু কাপুরুষের প্রাণ রণরঙ্গে নৃত্য ক'রে ওঠে—তরবারি ধারণে দৃপ্ত বাহু স্বতঃই উত্থিত হয়। ওই যে বিশালকায় বিশীর্ণপ্রায় মোগল-তরু অসংখ্য শাখা প্রশাখায় সমস্ত হিন্দুস্থান আচ্ছন্ন ক'রে দাঁড়িয়ে আছে,—আপনার আশীর্ব্বাদে আমারই হস্তে ওর মূলোচ্ছেদ হবে; মূলহীন হ'লে ওই বিশাল তরুর সমস্ত শাখা-প্রশাখা সঙ্গে সঙ্গে শুষ্ক হ'য়ে যাবে। গুরুদেব! প্রাণ আমার শুষ্ক, জীবন আমার মরুভূমি,—সংসারে মায়া নাই, স্ত্রী-পুত্রে মায়া নাই, ব্রতসাধনের জন্য বক্ষঃরক্ত-দানেও পশ্চাদ্পদ নই! আপনার পদতলে ব'সে স্বার্থত্যাগ শিক্ষা ক'রেছি, আপনার অনন্ত ব্রহ্মতেজের কণামাত্র অংশ হৃদয়ে ধারণ ক'রে, যে প্রবলশক্তি আমার শিরায় শিরায় মিশ্রিত, তার বলে শত্রুপক্ষের সাগরপ্রমাণ সৈন্য আমার চক্ষে মুষ্টিমেয় ব'লে অনুমিত হয়—কোটি কঠোর বজ্র আমার কুসুমের আঘাত ব'লে মনে হয়,—সহস্র সহস্র শত্রুর তরবারি আমার শিশুদের ক্রীড়নক ব'লে বোধ হয়। গুরুদেব! আপনার পদধূলি আমার অক্ষয় কবচ, এই পবিত্র কবচ বক্ষে ধারণ ক'রে মহা উৎসাহে উৎফুল্ল হ'য়ে আমি শত্রুসংহারে চ'ললেম। আশীর্ব্বাদ করুন—যেন ছত্রে ছত্রে প্রতিজ্ঞা রক্ষা ক'রতে পারি—যেন মহারাষ্ট্র গৌরব আমার দ্বারা কলঙ্কিত না হয়—যেন পিতৃপুরুষের উজ্জ্বল কীর্ত্তি—এ অযোগ্য সন্তান দ্বারা কলুষিত না হয়।

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

নাসিক-শিবির

(তরবারি-হস্তে চন্দ্রসেনের প্রবেশ।)

চন্দ্রসেন। প্রতিহিংসা—স্বার্থসিদ্ধি—শত্রুর নিপাত,—এক দিনে—এক ক্ষেত্রে—একযোগে সাধন ক'রব! বাজীরাও! তুমি আমার উন্নতির প্রধান অন্তরায়,—আজ পিশাচের প্রতিহিংসা নিয়ে তোমায় চূর্ণ ক'রব! সে দিন দেবতার অনুগ্রহে সাতারার সীমান্তে রক্ষা পেয়েছ—আজ আর তোমার রক্ষা নেই—আজই নিশীথে তোমার সাধের পুণার আপতিত হব—পুণা ধ্বংস ক'রে তার ভস্মরাশি ভীমা নদীর উত্তাল তরঙ্গে ভাসিয়ে দেব,—মস্তানীকে হৃদয়ের রাণী ক'রব।

(বলদেবের প্রবেশ।)

বলদেব! কৌশল বুঝতে পেরেছ? গভীর রাত্রে সিংহবিক্রমে পুণার উপর চেপে প'ড়ব—পুণার ঘরে ঘরে আগুন জ্বালিয়ে দেব—সত্তর হাজার মালবীসেনার বীর্য্যবহ্নিতে বাজীরাওয়ের পুণা ছারখার ক'রব।

বলদেব। উত্তম কৌশল—-এই কৌশল ভিন্ন আর উপায় নেই। যেমন ক'রে হোক্ বাজীরাওকে নিপাত দিতেই হবে—মলহররাওয়ের মুণ্ডচ্ছেদ ক'রতে হবে—মস্তানীর সঙ্গে গৌতমাকে বন্দী ক'রে নিয়ে যেতে হবে।

(নেপথ্যে কামানের আওয়াজ।)

চন্দ্রসেন। ও কি!

বলদেব। তাই তো, কিসের আওয়াজ!—ও কিসের কোলাহল—ব্যাপার কি?

চন্দ্রসেন। বলদেব! এখনি সন্ধান নাও—দেখ—

(জনৈক সেনানীর প্রবেশ।)

ব্যাপার কি?—কি হ'য়েছে?—কিসের ও কোলাহল শোনা যাচ্ছে?

সেনানী। সেনাপতি! সর্ব্বনাশ হ'য়েছে! পেশোয়া বাজীরাও আমাদের আক্রমণ ক'রেছে!

চন্দ্রসেন। কি ব'ললে?—বাজীরাও আমাদের আক্রমণ ক'রেছে!

বলদেব। কি ব'লছ তুমি?—কোথায় বাজীরাও?

সেনানী। বাজীরাও কোথায় জানি না—বাজীরাওয়ের সেনাপতি রণজী সিন্ধিয়া আমাদের শিবিরের পরিখা পর্য্যন্ত পার হ'য়েছে,—রণজীর সেনাগণ শিবির আক্রমণ ক'রেছে! ঐ শুনুন, তাদের ভীষণ তূর্য্যধ্বনি। রক্ষা করুন—সেনাপতি রক্ষা করুন।

[নেপথ্যে তূর্য্যধ্বনি।

চন্দ্রসেন। বলদেব বলদেব! সব আশা বুঝি পণ্ড হয়! কিন্তু ভয় পেয়ো না—নিরাশ হ'য়ো না,—উৎসাহে বুক বাঁধ, সত্তর হাজার রণোন্মত্ত শিক্ষিত সেনা আমাদের,—কার সাধ্য তাদের বিমুখ ক'রবে? চল—চল বলদেব, চল আমরা অগ্রসর হই—চল রণরঙ্গে সৈন্যদের মাতিয়ে তুলি।

[সকলের প্রস্থান।

(রণজীর প্রবেশ।)

রণজী। কি ক'রলেম! কোথায় এলেম! রণমদে মত্ত হ'য়ে শত্রু-শিবিরে ছুটে এলেম! অনুসঙ্গী সৈন্যদের দেখতে পাচ্ছি না—তারা

কোন্ দিকে ধাবিত হ'ল! চতুর্দ্দিকে অসংখ্য শত্রু-সেনা, আমি তাদের মধ্যে একা! ফেরবার পথ নেই, এখনি ওই উন্মত্ত বাহিনী সিংহ বিক্রমে আমায় আক্রমণ ক'রবে! কি করি!—কি করি। বুঝি সমস্ত সঙ্কল্প পণ্ড হ'ল! ওই যে দলে দলে শত্রুসেনা আমার দিকে ছুটে আসছে! মা ভবানী! হৃদয়ে বল দাও, হস্তে মত্ত মাতঙ্গের শক্তি দাও—দেখো মা অন্তর্যামিনী, যেন আমার সঙ্কল্প পণ্ড না হয়।

[প্রস্থান।

(মালবী সৈন্যগণের প্রবেশ।)

১ম। চ'লে আয় ভাই সব—চ'লে আয়। ঐ পাথ শত্রুর সেনা ঘাঁটি ছেড়ে আমাদের এলাকার ভেতর এসে প'ড়েছে।

২য়। তারা ফুরসোদ পাওয়া গেছে। আয় ভাই সব—সবাই মিলে ওকে ঘিরে ফেলি—খুন করি।

৩য়। চল ভাই সব—চল যাই—

(রণরঙ্গিণীবেশে গৌতমার প্রবেশ।)

গৌতমা। যাও—যাও—খুব উৎসাহে, খুব সাহসে, খুব বীরদর্পে—পিশাচের প্রতিহিংসা নিয়ে সঙ্গীহীন সহায়হীন বিপন্ন বীর রণধীর সিন্ধিয়াকে হত্যা ক'রতে যাও। যে তোমাদের পুত্রবৎ পালন ক'রে এসেছে—নিজের স্বার্থ বলি দিয়ে তোমাদের স্বার্থ রক্ষা ক'রেছে যার কোপ থেকে তোমাদের স্ত্রী-পুত্রকে রক্ষা করবার জন্য অসম-সাহসের পরিচয় দিয়েছে—তোমাদের উন্নতির জন্য—তোমাদের সুখ বৃদ্ধির জন্য—তোমাদের তৃপ্তির জন্য যে অকাতরে অম্লানবদনে হৃদয়ের উত্তপ্ত শোণিত সেচন ক'রে এসেছে,—আজ তোমরা তাকে—সেই মহাপ্রাণ নব দেবতাকে—সেই মহান্ উদার কর্ত্তব্যনিষ্ঠ কর্ম্মবীরকে দস্যুর মত—পিশাচের মত—রাক্ষসের মত হত্যা করতে যাচ্ছ? উত্তম! যাও—যাও—মুক্ত তরবারি নিয়ে ছুটে যাও—

পিতৃসম উপকারী যে, তাকে মার—হত্যা কর,—পিতৃহত্যা কর—এইভাবে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর কাপুরুষগণ।

সৈন্যগণ। (সবিস্ময়ে) অ্যাঁ—অ্যাঁ—এ কি!

১ম। সত্যি তো,—কি ক'র্‌ছি! কাকে মার্‌তে যাচ্ছি ভাই সব!—কাকে আমরা খুন ক'রতে যাচ্ছি?

২য়। তাই তো রে ভাই—কি ক'র্‌তে যাচ্ছি!—কে মা তুমি আমাদের চোখ খুলে দিলে?

৩য়। কে মা তুমি?—বল মা, কে তুমি?

গৌতমা। আমি উন্মাদিনী—রণরঙ্গিণী—আমি সংহারিণী,—এর বেশী আর কি শুনতে চাও? যাও—সংহার ক'রগে—যাও ছুটে যাও—পিতৃসম হিতৈষীকে হত্যা ক'রতে যাও!—যাও—যাও—

১ম। ভাই সব! আমি লড়াই ক'রব না।

২য়। আমিও ক'রব না।

৩য়। আমাদেরও ঐ কথা—লড়াই ক'রব না।

গৌতমা। তবে কি অম্লানবদনে স্বপক্ষীয় সেনার অস্ত্রে আত্মবিসর্জ্জন ক'রবে? দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তাদের সংহার-লীলা দেখবে?

১ম। তবে বল মা—কি ক'রব?

সৈন্যগণ। বল মা—বল।

গৌতমা। তোমরা পুরুষ, শক্তিমান্,—বীরের সন্তান তোমরা। এখন তোমরা আত্মমর্য্যাদা বুঝ্‌তে পেরেছ—তোমাদের কর্ত্তব্যের সন্ধান পেয়েছ! তোমাদের কর্ত্তব্য—তোমাদের সম্মুখে। বৎসগণ!—বীরগণ! প্রবুদ্ধ হও,—চেয়ে দেখ, তোমাদের দেবতা আজ বিপন্ন—ওই দেখ, শত সহস্র সৈন্য তাকে আক্রমণ ক'রেছে,—তোমরা যাও—বিজয়-নিনাদে দিক্‌-দিগন্ত প্রতিধ্বনিত ক'রে বজ্রবেগে উন্মত্ত-আবেগে ওদের ওপর পতিত হও—যারা তোমাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র

ধ'রেছে, তাদের দলভুক্ত ক'রে নাও। নরাধম চন্দ্রসেনকে জানাও— তোমরা দেবতার দাস—সমগ্র মালব-বাহিনী রণজী সিন্ধিয়ার সন্তান।

১ম। ঠিক্ বলেছ মা! আর ভাই সব—যারা আমাদের দলে আসতে চায়, তাদের সকলকে ডেকে নিই; তার পর, চল সকলে মিলে আমাদের দেবতার সঙ্গে সাক্ষাৎ করি।

সৈন্যগণ। সিন্ধিয়া সাহেবের জয়।

(নেপথ্যে তূর্য্যধ্বনি।)

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

মালব-দুর্গদ্বার

(বেগে গিরিধরের প্রবেশ।)

গিরিধর। সর্ব্বনাশ হ'ল—সব গেল! হায়—হায়, কেন বাঁধ কেটে দিয়ে উন্মত্ত সাগরকে স্বরাজ্যে ডেকে আনলেম্। আমার সব গেল— সব গেল— সর্ব্বনাশ হ'ল।

(বলদেবের প্রবেশ।)

বলদেব। এখন আর আক্ষেপ ক'রে কি হবে মহারাজ! যাতে এখন মান রক্ষা হয়, এ অপমানের প্রতিশোধ নেওয়া যায়, তার উপায় করুন।

গিরি। কেও—বলদেব। তুমি কোথা থেকে? আমি এখন সৈন্যশূন্য, সর্ব্বস্বান্ত—শত্রুসৈন্য মহা উৎসাহে আমার প্রাসাদ লুট ক'রতে আসছে,—প্রতিশোধ নেবার এ বড় খাসা সময় বটে!

কর্ণ। মহারাজ! পেশোয়া বাজীরাও যে হঠাৎ এসে আমাদের আক্রমণ ক'রবে, তা স্বপ্নেও ভাবিনি। বিশেষতঃ যুদ্ধকালে আমাদের দশ হাজার ফৌজ রণজীর সঙ্গে যোগ দেওয়াতেই এই সর্বনাশ ঘ'টেছে। বিনাযুদ্ধে আমাদের হারতে হয়েছে। কিন্তু এর প্রতিশোধ নিতে হবে। শুনুন মহারাজ, আমি সেনাপতি চন্দ্রসেনের কাছ থেকেই আসছি। তিনি কর্ণাটে নিজামী-সেনার সঙ্গে যোগ দিয়েছেন, পরিজনদের নিয়ে আপনাকেও সেখানে যাবার জন্য অনুরোধ ক'রে পাঠিয়েছেন। কর্ণাট-দুর্গে নিজামের পঞ্চাশ হাজার সেনা যুদ্ধার্থ প্রস্তুত। বাজীরাও মালব দখল করুক, আর চলুন আমরাও ওদিকে নিজামের সঙ্গে যোগ দিয়ে সাতারা জয় করি।

গিরি। এ যুক্তি মন্দের ভাল, কিন্তু পেশোয়ার সেনাদল সহর ঘিরে ফেলেছে—আমার দুর্গ প্রাসাদ লুটপাট ক'রতে আসছে। এ অবস্থায় কেমন ক'রে আমরা সহর থেকে বেরিয়ে যাব? কেমন ক'রে স্ত্রীলোকদের সঙ্গে নিয়ে নিরাপদে কর্ণাটে গিয়ে পৌঁছব? রক্ষী-প্রহরী কেউ নেই—সকলেই পালিয়েছে।

কর্ণ। হতাশ হবেন না মহারাজ!—উপায় আছে। পেশোয়ার ফৌজ স্ত্রীলোকদের কিছু ব'লবে না,—পুরুষদেরই কেবল আটক ক'রবে। মহারাজ! এ বিপদে স্ত্রীলোকের পরিচ্ছদে আত্মগোপন ক'রে রাজ-পরিজনদের নিয়ে আমাদের পালাতে হবে, এ ছাড়া এখন আর উপায় নেই।

গিরি। অদৃষ্টে এ'ও ছিল। বেশ, তাই চল,—ধরা প'ড়ে অপমানিত হওয়ার চেয়ে এ যুক্তি অনেক ভাল।

[উভয়ের প্রস্থান।

(রণজীর প্রবেশ।)

রণজী। কি কঠোর দায়িত্ব নিয়ে মালবের দুর্গ প্রাসাদ অধিকার ক'রতে

এসেছিলেম! দুর্গদ্বারে পদার্পণ ক'রবামাত্রই আবার সেই পূর্বস্মৃতি মনে জেগে উঠেছে। যে হৃদয়ভরা উদ্দাম-উৎসাহ নিয়ে এখানে প্রবেশ ক'রেছিলেম এখন দেখ্‌ছি, সে উৎসাহ ক্রমেই হ্রাস পাচ্ছে। চিন্তায়—সংশয়ে হৃদয় উদ্বেলিত হ'য়ে উঠছে। এই দুর্গ-প্রাসাদের মর্য্যাদা রক্ষা ক'রবার জন্য যে একদিন জীবন উৎসর্গ ক'রেছিল—ওই সমুন্নত গম্বুজের স্তরে স্তরে যার হৃদয়ের সমস্ত শক্তি নিহিত ছিল—যাকে রক্ষা করবার জন্য এই হস্ত সদাই প্রস্তুত হ'য়ে থাকত, আজ সেই হস্তেই তার অতীত মহিমা ম্লান হ'য়ে যাবে—হৃদয়ের সেই শক্তি বিরূপ হ'য়ে ওই গম্বুজের স্তম্ভভিত্তি শিথিল ক'রে দেবে! যার অন্নে আশৈশব প্রতিপালিত হ'য়েছি - যার সহস্র আদেশ অবনতমস্তকে পালন ক'রেছি—আজ আমি সেই রণজী সিন্ধিয়া—সেই প্রণম্য প্রভুকে বন্দী ক'রতে এসেছি!—কি ক'রব, উপায় নেই! আশ্রয়দাতা পেশোয়ার আদেশে রাজা গিরিধরকে আমায় বন্দী ক'রতেই হবে,—নইলে আমি প্রত্যবায়ভাগী হব। এখনি পরিজনদের নিয়ে তিনি এই পথে আসবেন, এই খানেই তাঁকে বন্দী ক'রতে হবে। কর্ত্তব্যের অনুরোধে হৃদয়কে পাষাণে বেঁধে আমার এ কঠোর কর্ত্তব্য পালন ক'রতে হবে।

(স্ত্রীলোকের ছদ্মবেশে গিরিধর, বলদেব এবং পশ্চাৎ পশ্চাৎ পুরমহিলাগণের প্রবেশ।)

গিরি। এস—এই পথে এস! সকলে দেখ—মুলুকের যে মালিক, আজ সে চোরের মত স্ত্রীলোকের ছদ্মবেশে মুলুক ছেড়ে পালাচ্ছে।

বল। চুপ করুন মহারাজ, চুপ করুন!—কেউ জানতে পারলে অনর্থ ঘ'টবে!

গিরি। চুপ কর - চুপ কর।—কেউ জানতে পারেনি তো বলদেব!—কেউ আমাদের চিনতে পারেনি তো?



(রণজীর প্রবেশ।)

রণজী। জ্বলন্ত অঙ্গার ভস্মাচ্ছাদনে কতক্ষণ প্রচ্ছন্ন থাকে মহারাজ? আমার চ'খে ধুলো দিয়ে স্ত্রীলোকের বেশে পলায়ন করা আপনার পক্ষে অসম্ভব। ছদ্মবেশ ত্যাগ করুন মহারাজ!—আপনি আমার বন্দী।

গিরি। রণজী—তুমি!—তুমি আমাকে বন্দী ক'রতে এসেছ?

রণজী। হাঁ মহারাজ! আমার আশ্রয়দাতার আদেশে আমি আপনাকে বন্দী ক'রতে এসেছি নির্ব্বিবাদে আত্মসমর্পণ করুন—আমার অনুরোধ।

গিরি। বিশ্বাসঘাতক।

রণজী। আমি আমার আশ্রয়দাতার আদেশ-পালক,—বিশ্বাসঘাতক নই মহারাজ।—কর্ত্তব্যের দাস আমি। যতদিন রণজী সিন্ধিয়া আপনার সিংহাসনের পাশে দাঁড়িয়েছিল, ততদিন পর্য্যন্ত আপনার প্রতিও তার কর্ত্তব্যজ্ঞান এমনই প্রবল ছিল। সময় ব'য়ে যাচ্চে মহারাজ! আমার সঙ্গে আসুন, আপনার মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রেখে আপনাকে পেশোয়ার কাছে নিয়ে যাব।

গিরি। রণজী!—রণজী! একদিন তো তুমি আমার প্রভুত্ব স্বীকার ক'রেছ—এক দিনও তো আমার লবণ খেয়েছ,—সে খাতির টুকুও কি রাখবে না? আমাকে ধরিয়ে দেবে?—পেশোয়ার কাছে নিয়ে যাবে?

রণজী। কি ক'রব মহারাজ!—কর্ত্তব্যপালনে আমি বাধ্য, আজ যদি আমার পিতা থাকতেন—তিনি যদি আপনার অবস্থাপন্ন হ'তেন,—তা হ'লে এক্ষেত্রে তাঁকেও আমি বন্দী ক'রতে বাধ্য হ'তেম। আশ্রয়দাতার আদেশ লঙ্ঘন করি, এমন সাধ্য আমার নেই।

গিরি। যেখানে আমি আমীরি ক'রেছি—আজ সেখান থেকে ভিখারীর

মতন পালিয়ে যাচ্ছি,—এ দেখেও কি তোমার পাষাণ অন্তর গ'লে যাচ্ছে না রণজী?—নিজের জন্য আমি চিন্তিত নই,—চিন্তা কেবল আমার পুরস্ত্রীদের জন্য। যারা কখন সূর্য্যের মুখ দেখেনি—আজ তারা প্রাণের দায়ে রাস্তায় এসে দাঁড়িয়েছে। রণজী! রণজী! এতেও কি তোমার দয়া হবে না?—এ দেখেও কি তুমি আমাদের যেতে দেবে না?

রণজী।—আপনার পুর-স্ত্রীদের প্রাসাদে যেতে বলুন মহারাজ!—কেউ ওঁদের কোন অনিষ্ট ক'রবে না, আমি ওঁদের সন্তান সমান, সন্তানের মতন আমি ওঁদের রক্ষা ক'রব। আপনি আসুন মহারাজ—আমি আপনাকে ছাড়তে পারব না।

গিরি। এত ক'রে তোমাকে মিনতি ক'রলেম, তবু তোমার দয়া হ'ল না! রণজী—তুমি কি মনে ক'রেছ, রাজা গিরিধর শশকের মতন তোমার হাতে ধরা দেবে?—এই উঁচু মাথা—চিরশত্রু পেশোয়ার কাছে নত ক'রবে? আমার পুরস্ত্রীগণ কৃপাকাঙ্ক্ষিণী হ'য়ে বেঁচে থাকবে? স্নেহময়ী পুর-নারীগণ! আমি তোমাদের অযোগ্য প্রতিপালক, আমি তোমাদের রক্ষা ক'রতে পারলেম না—নিরাপদ স্থানে নিয়ে যেতে পারলেম না,—কি আর ব'লব আমি—তোমরা তোমাদের মর্য্যাদা রক্ষা কর—নারীধর্ম্ম রক্ষা কর! রণজী,—রণজী, এই দেখ, এই দেখ, রাজা গিরিধর তোমার সামনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাসতে হাসতে কেমন ক'রে তার হৃৎপিণ্ড ছিঁড়ে ফেলে!

[ছুরিকা উন্মোচন, রমণীগণেরও তথাকরণ।

রণজী। ক্ষান্ত হ'ন—ক্ষান্ত হ'ন মহারাজ!—ক্ষান্ত হ'ন জননীগণ! আত্মহত্যা ক'রবেন না, আমি আপনাদের রক্ষা ক'রব। চ'খের ওপর, ব্রহ্মহত্যা—স্ত্রীহত্যা দেখতে পা'রব না—তার চেয়ে

আপনাদের মুক্তিদান ক'রে মাথা পেতে রাজদণ্ড গ্রহণ ক'র্ব। আসুন মহারাজ আমার সঙ্গে; আসুন মা সকল, আমি শুধু আপনাদের মুক্তি দিয়েই নিশ্চিন্ত হব না, এই দণ্ডে আমার সৈন্যব্যূহ ভেদ ক'রে মালবের সীমান্ত পার ক'রে দিয়ে আসব;— আসুন আমার সঙ্গে।

[সকলের প্রস্থান।

(সদাশিবের প্রবেশ।)

সদাশিব। কথায় বলে মন্দ বড় বাছের বাছ! আরে বাপ্— দেখে শুনে যে আমার তাক্ লেগে গেল! আবার সেই পুরোনো পীরিত চেগে উঠলো নাকি। দেখি বাবা, জোয়ারের জলটা এখন কোথায় গিয়ে দাঁড়ায়! [প্রস্থান।



তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

শিবির

বাজীরাও ও মলহর

বাজীরাও। এ বড় আশ্চর্য্য কথা মলহর! রণজীর নেতৃত্বে পরিচালিত বিজয়ী সেনাদলের ভেতর দিয়ে রাজা গিরিধর নির্বিঘ্নে কর্ণাটে চ'লে গেল। এখনো আমি এ কথায় আস্থা-স্থাপন ক'র্তে পারছি না।

মলহর। আমিও আশ্চর্য্য হ'চ্ছি কিছুই বুঝতে পারছি না। রণজী সিন্ধিয়া যে সেনাদলের সেনাপতি, তাদের ভেতর দিয়ে অপরাধী পালাতে পারে, আমি তা ধারণা ক'র্তেই পারছি না।

(সদাশিবের প্রবেশ।)

সদাশিব। তবে যদি পুরাজা পিরীত চাগান দেয়!—মনিবের মুখ দেখে যদি সেনাপতির মন গ'লে যায়!—

বাজীরাও। অসম্ভব! তা হ'তেই পারে না, রণজীর অদ্ভুত রণ কৌশলেই আমরা এত শীঘ্র মালব রাজ্য জয় ক'রতে পেরেছি! রণজীর মহত্ত্ব অসাধারণ—সে কখন বিশ্বাসঘাতক হ'তে পারে না।

সদা। তা হ'লে তাঁকে একবার তলব করুন না কেন,—তাঁর মুখেই শোনা যাক্—ব্যাপারখানা কি?

বাজীরাও। আমি তাকে স্মরণ করেছি। বুঝতে পারছ মলহর!—রাজা গিরিধর নিজামীসেনার সঙ্গে যোগ দেওয়াতে আমাদের দায়িত্ব আরো কতখানি বর্দ্ধিত হ'ল?

(রণজীর প্রবেশ।)

রণজী! রাজা গিরিধর না কি তোমার সৈন্য-ব্যূহ ভেদ ক'রে কর্ণাট দুর্গে পালিয়ে গেছে!—কথাটা কি সত্য?

রণজী। হাঁ পেশোয়া,—এ কথা সত্য, সত্যই মালবেশ্বর আমার সৈন্যব্যূহ ভেদ ক'রে চ'লে গেছে।

বাজীরাও। পরাজিত মালবেশ্বর যাতে মালবের সীমাপ্রান্ত অতিক্রম ক'রতে না পারে, সে দিকে দৃঢ় লক্ষ্য রাখতে আমি সকলকে অনুরোধ ক'রেছিলেম; অথচ এমন শুনছি, মালবপতি সকলের সহস্র বিজয়ী শত্রুসেনার ভেতর দিয়ে নিরাপদে অন্তর্দ্ধান ক'রেছে! নিশ্চয়ই এ ব্যাপারে কোন বিশ্বাসঘাতকের সংস্রব আছে।

রণজী। আপনার এ অনুমান সত্য, এক বিশ্বাসঘাতকের জন্যই এ অঘটন সংঘটিত হ'য়েছে,—রাজা গিরিধর এত সহজে পালাবার অবকাশ পেয়েছে।

বাজীরাও। আমার সৈন্যদলে বিশ্বাসঘাতকের অস্তিত্ব থাকে, এ আমার

অসহ্য! রণজী!—আমি জানতে চাই, কে সে বিশ্বাসঘাতক? যদি সন্ধান পেয়ে থাক, এখনি তাকে এখানে এনে উপস্থিত কর, আমি তাকে আদর্শদণ্ডে দণ্ডিত ক'রব।

রণজী। সে বিশ্বাসঘাতক আপনার সম্মুখেই দণ্ডায়মান!

বাজীরাও। রণজী! কি ব'লছ তুমি!

রণজী। সত্য কথা ব'লছি মহান পেশোয়া! আমি সেই বিশ্বাসঘাতক,—আমিই মালবেশ্বরকে পালাবার অবকাশ দিয়েছি।

বাজীরাও। রণজী! কি ব'লছ—কি ব'লছ—তুমি তাকে পালাবার অবকাশ দিয়েছ?

রণজী। হাঁ—আমি তাঁকে পালাবার অবকাশ দিয়েছি। ঠিক সময়েই আমি তাঁর পালাবার পথ আটক ক'রেছিলেম—তাঁর ঘৃণাব্যঞ্জক গঞ্জনা—সহস্র কাতর প্রার্থনা আমাকে কর্ত্তব্যচ্যুত ক'রতে পারেনি—তাঁকে ধরবার জন্য আমি হাত বাড়িয়েছিলেম, কিন্তু যখন মর্ম্মাহত রাজা আত্মসম্মান রক্ষার জন্য ছুরিকা খুলে হৃৎপিণ্ড বিদীর্ণ ক'রতে গেলেন—তাঁর অঙ্গসঙ্গিনী মাতৃমূর্ত্তিরাও যখন সেই আদেশে অনুপ্রাণিত হ'লেন, তখন আমার প্রাণ কেঁপে উঠ্‌লো—মস্তকের কেশাগ্র থেকে পদ-নখরপ্রান্ত পর্য্যন্ত সর্ব্বত্র শিরায় শিরায় বিদ্যুৎ প্রবাহ ছুটে গেল—উদ্দেশ্য ভুলে গেলেম,—কর্ত্তব্যপালনে বিরত হ'লেম,—উন্মাদের মত আত্মহারা হ'য়ে প্রত্যক্ষ মৃত্যুর কবল থেকে তাঁদের রক্ষা ক'রতে ছুটে গেলেম—

বাজীরাও। তার পর, তাদের পথ ছেড়ে দিয়ে দাঁড়ালে?—তাদের পালাবার পথ দিলে?

রণজী। দিলেম!—শুধু পালাবার পথ দিয়েই ক্ষান্ত হই নি—তাঁদের সঙ্গে ক'রে মালবের সীমাপ্রান্ত পার ক'রে দিয়ে এলেম। মহান্ পেশোয়া! আমি বুঝতে পারছি, আমার অপরাধ অমার্জ্জনীয়;

তাই আমি দণ্ড নিতে এসেছি। আমায় আদর্শদণ্ডে দণ্ডিত করুন।

বাজীরাও। তুমি ভীষণ অপরাধে অপরাধী; তোমার এ অপরাধের মার্জ্জনা নেই।

রণজী। আমি মার্জ্জনার প্রত্যাশী নই; আমি বিশ্বাসঘাতকতা ক'রেছি, আশ্রয়দাতার দয়ার ব্যভিচার ক'রেছি; মার্জ্জনা-ভিক্ষার প্রবৃত্তি আমার নেই, আমাকে আদর্শদণ্ডে দণ্ডিত করুন।

বাজীরাও। আদর্শদণ্ডেই আমি তোমাকে দণ্ডিত ক'রব।—শোন রণজী,—মালবের সীমাপ্রান্ত থেকে কর্ণাট পর্য্যন্ত সুবিস্তৃত যে বিশাল ভূভাগ তার বিজয়-ভার তোমার উপর অর্পিত হ'ল,—এই তোমার দণ্ড। বাহুবলে ওই ভূখণ্ড তোমাকে আয়ত্ত ক'রতে হবে,—এই আমার আদেশ।

রণজী। এই অদ্ভুত অপূর্ব্ব দণ্ডাদেশ শুনে আমি যে আশ্চর্য্য হ'চ্ছি পেশোয়া!

বাজীরাও। আশ্চর্য্য কেন বন্ধু, এ তোমার মহত্বেরই পুরস্কার। রণজী!—তুমি যদি তোমার পূর্ব্ব প্রভু রাজা গিরিধরকে বন্দী ক'রে আমার কাছে নিয়ে আসতে, তা হ'লে আমি তুষ্ট ভাব দেখাতেম, কিন্তু মনে মনে তোমার ওপর অসন্তুষ্ট হ'তেম, তোমার অনুষ্ঠিত আচরণে আমি সন্তুষ্ট হ'য়েচি বন্ধু; আরও অধিক তুষ্ট হ'য়েছি—তোমার সত্য-নিষ্ঠায়। আমার সকল সহযোগী যদি তোমার মত সত্যনিষ্ঠ হয় রণজী, তা হ'লে বাজীরাওয়ের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ ক'রে কৃতকার্য্য হয় কার সাধ্য?

রণজী। রণজীর ওপর যখন আপনার এত বিশ্বাস,—এত করুণা,—এমন অসম্ভব উচ্চ ধারণা—তখন রণজীও তার হৃদয়ভরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ ক'রতে কুণ্ঠিত হবে না। পেশোয়া।—পেশোয়া! আপনার

আদেশ শিরোধার্য্য ক'রলেম, মালবের সীমাপ্রান্ত থেকে কর্ণাট পর্য্যন্ত ওই সুবিস্তীর্ণ ভূভাগ আয়ত্ত করবার ভার আমি সানন্দে—স্বেচ্ছায় গ্রহণ ক'রলেম। এই নিষ্কোশিত অসিহস্তে আপনার সম্মুখে দাঁড়িয়ে সগর্ব্বে প্রতিজ্ঞা ক'রছি—বর্ণে বর্ণে আপনার আদেশ পালন ক'রব—ওই বিস্তীর্ণ বিশাল সাম্রাজ্য আয়ত্ত ক'রে মহারাষ্ট্রের বিজয়-পতাকা উড্ডীয়মান্ ক'রব!—তার স্তম্ভমূলে পেশোয়ার সিংহাসন স্থাপন ক'রব,—হৃদয়ের সমস্ত শোণিত সেচন ক'রে, সে আসনের প্রাণপ্রতিষ্ঠা ক'রব!—বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ওলট পালট হ'লেও রণজীর প্রতিজ্ঞা বন্ধন শিথিল হবে না।——

বাজীরাও। রণজী! পেশোয়ার সিংহাসনে আবশ্যক নাই, পেশোয়া রাজ্যকামী নয়।

(চিমনের প্রবেশ।)

চিমন, সংবাদ কি?

চিমন। এখনই আমাদের অগ্রসর হ'তে হবে,—মালবের সাহায্য পেয়ে কর্ণাটের নিজামী সেনা আমাদের আক্রমণ ক'রতে আসছে।

বাজীরাও। তাই সব! স্রোত সম্পূর্ণভাবে ব'দলে গেল,—আগ্রার যাবার ইচ্ছা আপাততঃ পরিত্যাগ ক'রতে হ'ল, এই মুহূর্ত্তে আমাদের কর্ণাটে অভিযান ক'রতে হবে; কর্ণাট দখল ক'রে হায়দ্রাবাদে গিয়ে নিজামের অহঙ্কার চূর্ণ ক'রতে হবে। রণজী!—সম্মুখে পরীক্ষার স্থল প্রস্তুত হও!

[সদাশিব ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

সদাশিব। যা ভেবেছিলেম, তা ত নয়! রণজী তো মানুষ নয়!—এ যে দেখছি দেবতার চেয়ে মহৎ! হে নরদেবতা! আমি অজ্ঞানে তোমার ওপর সন্দেহ ক'রেছিলেম, আমাকে ক্ষমা কর। [প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

ঔরাঙ্গাবাদ—নিজাম শিবির

নিজাম চিন্‌কিলিচ খাঁ

নিজাম। ভারতে মুসলমান-শক্তির প্রণষ্ট গৌরব পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য দীর্ঘকাল ধ'রে যে অক্লান্ত পরিশ্রম, অজস্র চেষ্টা ক'রে আসছি, বুঝি এত দিনে তা সফল হ'ল। নিজের দূরদর্শিতার মোগল-শক্তির ভবিষ্যৎ অবস্থা বুঝতে পেরে, তখন কৌশলে দিল্লীশ্বরের কাছ থেকে দাক্ষিণাত্যের যে সুবেদারী পদ গ্রহণ করেছিলেম, তাই আমার সৌভাগ্যের ভিত্তি, তার বলেই নিজাম আজ ভারতের সর্ব্বপ্রধান শক্তি, হায়দ্রাবাদ আজ ভারতের মধ্যে সমৃদ্ধ রাজধানী। দিল্লীশ্বর মহম্মদ শাহার মন্ত্রিত্ব উপেক্ষা ক'রে দাক্ষিণাত্যে স্বাধীন স্বতন্ত্র মুসলমান রাজ্য প্রতিষ্ঠার বাসনায় যে বিদ্রোহ ঘোষণা ক'রেছিলেম, তাতে আমারই বিজয় হ'ল। আগ্রায় আজ আমার পরাক্রান্ত প্রতিদ্বন্দ্বী সৈয়দ ভ্রাতৃযুগল নেই, দিল্লীশ্বরের সে বিশ্বব্যাপী বিক্রম এখন স্তিমিতপ্রায়, নিজামই এখন হিন্দুস্থানে অদ্বিতীয় শক্তি! এখন আমার একমাত্র প্রতিদ্বন্দ্বী—পেশোয়া বাজীরাও! আশা ছিল, আমার রাজ্য হ'তে পলায়িতা মস্তানীকে উদ্ধার করবার অছিলায় আমি সাতারায় অভিযান ক'রব—মহারাষ্ট্র রাজধানী অধিকার ক'রে মুসলমান গৌরব প্রতিষ্ঠিত ক'রব, কিন্তু খোদার কি ইচ্ছা জানি না, আমার সে আশা ব্যর্থ হ'য়েছে। পেশোয়াই আজ আমার রাজ্য অধিকার ক'রতে অগ্রসর; মালবরাজ্য বিজয় ক'রেই সঙ্গে সঙ্গে সে আমার কর্ণাট অধিকার ক'রেছে,—হায়দ্রাবাদ অধিকার করবার অভিপ্রায়ে ঔরাঙ্গাবাদে এসে উপস্থিত হ'য়েছে,—এখন

স্পর্দ্ধা তার! কিন্তু সে জানে না, হায়দ্রাবাদের শক্তিমান নিজাম চিন্‌কিলিচ খাঁ এই অপমানের প্রতিশোধ নেবার জন্য আজ হিংসাদৃপ্ত প্রাণে শেরের শক্তি নিয়ে জেগে উঠেছে! আমারই কৌশলে আজ দক্ষিণাপথের সমস্ত হিন্দুরাজ্য আমার দলভুক্ত; ছত্রপতির কনিষ্ঠ-পুত্রের বংশধর—কোল্লাপুরের শম্ভুজী পর্য্যন্ত আমার পক্ষে যোগদান ক'রেছে; এদের সহায়তায় লক্ষাধিক সৈন্য নিয়ে ঔরাঙ্গাবাদে সমবেত বাজীরাওয়ের অশীতি সহস্র সৈন্যকে পর্য্যুদস্ত করা আমার পক্ষে কিছুমাত্র অসম্ভব নয়; কিন্তু মালব আর কর্ণাটের অবস্থা দেখে এখনো আমি নিরস্ত আছি। লক্ষ সৈন্য নিয়েও আমি বাজীরাওকে আক্রমণ ক'রতে ইতস্ততঃ ক'রছি! আমারই আহ্বানে গুজরাটের নবাব সরবুলন্দ খাঁ পঞ্চাশ হাজার সৈন্য নিয়ে বাজীরাওকে আক্রমণ ক'রতে আসছে; যেমন সেই সৈন্যদল এসে বাজীরাওয়ের পৃষ্ঠদেশ আক্রমণ ক'রবে, আমিও অমনি সেই মুহূর্ত্তে লক্ষ সৈন্য নিয়ে সিংহবিক্রমে তার উপর আপতিত হব; অগ্রপশ্চাতে আক্রান্ত হ'য়ে পেশোয়া এককালে সদলবলে বিধ্বস্ত হবে।

(প্রহরীর প্রবেশ।)

প্রহরী। জাঁহাপনা! বুরহান্‌পুরের সুবেদার সাহেব তাঁর এক তাঁবেদারকে হুজুরের কাছে পাঠিয়েছেন—জরুরী খবর আছে।

নিজাম।—যাও, তাকে এখানে আন। [প্রহরীর প্রস্থান।

বাজীরাও! কর্ণাট দখল ক'রে তোমার স্পর্দ্ধা এতদূর বেড়ে গেছে যে, তুমি আমার অধিকৃত ঔরাঙ্গাবাদে আমার সম্মুখে শিবির ফেলে ব'সেছ! আমার সমুদ্র-প্রমাণ অসংখ্য সৈন্য দেখে তুমি আমাকে আক্রমণ ক'রতে সাহস ক'রছ না; অথচ তোমার মনে ধারণা, কর্ণাটের পরিণাম দেখে নিজাম তোমাকে আক্রমণ করতে ভয় পাচ্ছে! কিন্তু গুজরাটি-সেনার আগমনের সঙ্গে সঙ্গে তোমার

প্রথম গর্ভাঙ্ক

মহারাষ্ট্র-শিবির

মলহররাও

মলহর। কঠোর দায়িত্বভার গ্রহণ ক'রে জীবন মৃত্যুর সন্ধিস্থলে এসে উপস্থিত হ'য়েছি। গৌতুর কল্যাণে কাল সন্ধ্যাকালে হঠাৎ সংবাদ পেলেম, নিজামের আহ্বানে গুজরাটের নবাব সরবুলন্দ খাঁ পঞ্চাশ হাজার সৈন্য নিয়ে আমাদের আক্রমণ ক'রতে আসছে। এ সংবাদ পেয়ে আমার হৃদ্‌কম্প উপস্থিত হ'ল,—সম্মুখে আমাদের সমুদ্র প্রমাণ নিজামী সেনা, পশ্চাতে আবার গুজরাটী সেনার অভিযান। তার ফলে—অগ্রপশ্চাতে আক্রমণে আমাদের ধ্বংস স্থির জেনে, সেই রাত্রেই গুজরাটে অভিযান করবার জন্য পেশোয়াকে পরামর্শ দিলেম; একেবারে শিবির তুলে সদলবলে চ'লে গেলে পাছে নিজামী-সেনা পশ্চাদ্ধাবিত হয়, এই আশঙ্কায় পঞ্চ সহস্র মাত্র সৈন্য নিয়ে সমস্ত ঠাট-ঠমক বজায় রেখে নিজামের চক্ষে ধাঁধা লাগিয়ে ব'সে আছি। পেশোয়া যে অধিকাংশ সৈন্য নিয়ে গুজরাটের নবাবকে দমন ক'রতে গেছেন, নিজাম ঘুণাক্ষরেও এ সংবাদ জানতে পারে নি! কিন্তু এ কথা আর কতদিন তার অবিদিত থাকবে? সে যখন অবগত হবে, পঞ্চ সহস্র মাত্র সৈন্য নিয়ে মলহররাও হোলকার তার সম্মুখে বিরাজমান,—তখন সে শ্যেনবৎ বেগে সদলবলে মহারাষ্ট্র-শিবিরে আপতিত হবে, তার ফলে এই মুষ্টিমেয় সৈন্যসহ আমার ধ্বংস অনিবার্য্য!

(গৌতমার প্রবেশ।)

গৌতমা। এ কথা সত্য, কিন্তু এর জন্য আক্ষেপ করবার কিছুই নেই প্রভু! আমরা পেশোয়ার কার্য্যে আত্মোৎসর্গ ক'রেছি,—দেহের

সমস্ত শোণিত রণচণ্ডীর চরণে উৎসর্গ ক'রে মৃত্যুকে শিওরে ডেকে এনে কর্ম্মক্ষেত্রে নেমেছি,—মৃত্যু আমাদের কামনার বস্তু।

মলহর। হাঁ প্রিয়তমে! মৃত্যু আমাদের কামনার বস্তু,—আত্মোৎসর্গ ক'রেই আমরা কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হ'য়েছি, মৃত্যুর জন্য শঙ্কিত নই সত্য, কিন্তু পেশোয়ার উদ্দেশ্য কার্য্যে পরিণত না হওয়া পর্য্যন্ত আমি মৃত্যুর কবলগত হ'তে প্রস্তুত নই প্রিয়তমে! জীবনকে সহস্র বন্ধনে বেঁধে আমি এখন কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ। অম্লানবদনে মরণের কোলে শয়ন ক'রে যে গৌরব,—আমি সে গৌরবের প্রার্থী নই; শত্রুধ্বংস ক'রে স্বহস্তে আশ্রয়দাতার কণ্ঠে বিজয়মাল্য পরিয়ে দিয়ে যে গৌরব,—আমি তারই পক্ষপাতী। সমুদ্র সমান নিজামীসেনার আক্রমণে অনর্থক ধ্বংসপ্রাপ্ত হই, এ আমার ইচ্ছা নয়।

গৌতমা। বিধাতারও এ ইচ্ছা নয় প্রিয়তম! তুমি কৃতজ্ঞ—তুমি সাধু—তুমি কর্ত্তব্যনিষ্ঠ বীর। পেশোয়ার কাছে আমরা অনন্ত ঋণে ঋণী। সে ঋণের দায়ে আমাদের জীবন আবদ্ধ। আমাদের ঋণ পরিশোধের এখন অনেক বাকি। এ ঋণ পরিশোধ না হওয়া পর্য্যন্ত স্বয়ং শমনও আমাদের জীবনে হস্তার্পণ ক'রবেন না।

মলহর। কিন্তু রক্ষার তো কোন উপায়ই দেখছি না গৌতু!—প্রকৃত রহস্য প্রকাশ হবামাত্রই নিজাম সিংহবিক্রমে আমাদের আক্রমণ ক'রবে!

গৌতমা। না প্রভু!—আমাদের আক্রমণ ক'রবে না,—নিজাম এখন বুরহানপুর যাচ্ছে।

মলহর। বুরহানপুর যাচ্ছে?

গৌতমা। হাঁ,—বুরহানপুর যাচ্ছে; নিজাম সংবাদ পেয়েছে, ত্রিশ হাজার সৈন্য নিয়ে পেশোয়া বুরহানপুর ধ্বংস ক'রতে গেছেন, তাই নিজাম মহা উৎসাহে পেশোয়াকে আক্রমণ ক'রতে গেছে।

মলহর। এ অদ্ভুত সংবাদ নিজাম কোথা থেকে পেলে গৌতু!

গৌতমা। আমার কাছ থেকে!

মলহর। গৌতু!—গৌতু! আমি বুঝতে পারছি না তুমি কি! তোমার লক্ষ্য সর্ব্বত্র—তোমার গতি অপ্রতিহত! ঔরাঙ্গাবাদে আমাদের মস্তকের ওপর বিপদের যে দুর্ভেদ্য মেঘরাশি পুঞ্জীভূত হ'য়েছিল—বজ্র-বর্ষণের পূর্ব্বেই তোমার কৌশলে তা বিচ্ছিন্ন হ'য়েছে! পেশোয়ার কাছে আমরা যে অনন্ত ঋণে আবদ্ধ, তুমিই সে ঋণ পরিশোধ ক'রছ গৌতু!—আমি অধম, অপদার্থ, আমি কিছু ক'রতে পারিনি—পদে পদে তুমি আমাদের কর্ত্তব্য দেখিয়ে দিচ্ছ।

গৌতমা। আমার যতটুকু সাধ্য, আমি কেবল তাই ক'রেছি, এর জন্ত আমার এত প্রশংসা কেন প্রভু? ওই দেখ স্বামী!—সমস্ত নিজামী-সেনা শিবির তুলে বুরহানপুরে চ'লেছে, তুমিও এইবার গুজরাটে গিয়ে পেশোয়ার সঙ্গে যোগ দাও।

মলহর। তুমি এখন কোথা যেতে চাও?

গৌতমা। আমি নিজামী সেনার অনুসরণ ক'রব, বুরহানপুরে গিয়ে প্রচ্ছন্ন হ'য়ে নিজাম কোন্ পন্থা গ্রহণ করে, তাই দেখব, তারপর গুজরাটে গিয়ে তোমার সঙ্গে দেখা ক'রব। এতে তোমার কিছু আপত্তি আছে কি?

মলহর। কিছুমাত্র আপত্তি নেই! আমার আত্মশক্তিতে সন্দেহ হয়, কিন্তু তোমার শক্তির ওপর কণামাত্রও সন্দেহ নেই প্রিয়তমে! যাও তুমি—ভবানী তোমার রক্ষা করুন!

[উভয় দিকে উভয়ের প্রস্থান।

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক

গোদাবরী-তীর

(রণরঙ্গিণী বেশে মস্তানী।)

মস্তানী। বিপদ্ বুঝে আজ রণরঙ্গিণী বেশে সজ্জিত হ'য়েছি,—জীবন-সমস্যা আজ! গুজরাটের নবাবকে পরাস্ত ক'রে, গুজরাট অধিকার ক'রে পেশোয়া যখন বিজয়-উৎসব ক'রছিলেন—হোলকার সাহেবও ঔরাঙ্গাবাদ থেকে নিরাপদে ফিরে এসে যখন সে উৎসবে যোগ দিলেন,—তখন মনে কি আনন্দ। তার পর সেই আনন্দ উৎসব শেষ হ'তে না হ'তে যখন সেই বালক এসে সংবাদ দিলে— প্রতারিত নিজাম প্রতিশোধ নেবার জন্য পুণা ধ্বংস ক'রতে গেছে, তখন যেন বিনামেঘে বজ্রপাত হ'ল ;—তখনি শিবির তুলতে হ'ল, তার ফলে রাতারাতি গোদাবরী-তীরে এসে প'ড়েছি, নিজামও এই অঞ্চলেই আছে, তাকে একেবারে বেড়াজালে ঘেরবার জন্য অতি সন্তর্পণে পেশোয়া তার সন্ধানে গেছেন, কতদূর কি হ'ল, তা এখনো বুঝতে পা'রছি না। আমার মনে এখন আর এক সমস্যা, যে বালক এ সংবাদ দিয়ে গেছে—সে কে? সে বালককে দেখে আমার মনে গৌতমা দেবীর প্রতিমূর্তি জেগে উঠেছে, কি জানি, মনে কেমন একটা সন্দেহ হ'চ্ছে। আচ্ছা,—গৌতমা দেবী তো বালকের ছদ্মবেশে এ সংবাদ দিয়ে যান নি?

(বালকবেশে গৌতমার প্রবেশ।)

গৌতমা। তুমি ঠিক অনুমান ক'রেছ মস্তানী!—এই বালকের আবরণের মধ্যেই তোমার ভগিনী গৌতমা,—এই দেখ!

[উষ্ণীষ উন্মোচন।

মস্তানি। দিদি! দিদি! আমি যা অনুমান ক'রেছি—দেখছি এখন তাই ; তুমি তা' হ'লে দিদি আমাদের সঙ্গে সঙ্গেই আছ ?

গৌতমা। আছি বই কি ভগিনী ! সঙ্কট-সমুদ্রে তোমাদের ভাসিয়ে দিয়ে আমি কি চুপ ক'রে ব'সে থাকতে পারি ! পুণা থেকে সকলে বেরিয়েছিলুম ; আজ আবার ঘটনাচক্রে সেই পুণার কাছেই এসে পড়েছি, গোদাবরীর অপর পারে শস্য শ্যামলা পুণা। আজ যদি আমরা জয়ী হ'তে পারি,—লক্ষ নিজামী সেনাকে যদি গোদাবরীর উত্তাল তরঙ্গে ডুবিয়ে দিতে পারি,—তা হলে ভগিনী, আমার কর্ত্তব্যভার তোমার ওপর দিয়ে কাল আমি পুণায় ফিরে যাব।

(মলহরের প্রবেশ।)

মলহর। গৌতু—গৌতু !—এই যে মস্তানী—তুমিও এখানে আছ ? বেশ হ'য়েছে— প্রস্তুত হও, আত্মরক্ষার জন্য প্রস্তুত হও।

গৌতমা। ব্যাপার কি ? তোমাকে এত ব্যস্ত দেখছি কেন প্রভু ? কি হ'য়েছে ?

মলহর। আমরা একেবারে নিজামের গায়ের উপর এসে প'ড়েছি, সম্মুখে আমাদের জন্য লক্ষ সেনার সমাবেশ ! এখনি এই বিশাল সৈন্য-সমুদ্র আন্দোলিত হ'য়ে উঠবে !—এই যে ভীষণ গাম্ভীর্য্য প্রতিষ্ঠিত দেখছ,—এখনি তা ভেদ করে প্রলয়ের কোলাহল উত্থিত হবে। এ এ সমরের পরিণাম যে কি হবে তা জানি না ! আমরা কেবল পেশোয়ার একটি মাত্র ইঙ্গিতের প্রতীক্ষা ক'রছি,—ইঙ্গিত পাবামাত্রই আমরা ইরম্মদ বেগে নিজাম-শিবিরে আপতিত হব,—যশ মান মর্য্যাদা রক্ষার জন্য আমরা আত্মবিস্মৃত হব—তখন তোমাদের মর্য্যাদা রক্ষার ভার তোমাদেরই গ্রহণ ক'রতে হবে।

(বাজীরাওয়ের প্রবেশ।)

বাজীরাও। মলহর,—মলহর !—সমস্ত প্রস্তুত—আশাতীত সুযোগ—

সমস্ত সৈন্য নিয়ে নিজামকে বেড়াজালে ঘিরে ফেলেছি—তারা কেবল আদেশের প্রতীক্ষা ক'র্‌ছে! এস—এস!—(গৌতমাকে দেখিয়া) এ কি!—এ কি মূর্ত্তি। চিনেছি মা তোমাকে—বুঝতে পেরেছি সব!—এতক্ষণে সমস্ত সমস্যার সমাধান হ'ল। তুমিই তা হ'লে সেই প্রিয়চিকীর্ষু বালকের ছদ্মবেশে আমাদের মান রক্ষা ক'রেছ—প্রতি পদক্ষেপে আমাদের কর্ত্তব্য দেখিয়ে দিয়েছ!

গৌতমা। পেশোওয়া! আমি আপনার কাছে পরিচয় গোপন রেখে অন্যায় ক'রেছি,—আমার ধৃষ্টতা মার্জ্জনা করুন!

বাজীরাও। তুমি আমাদের যে স্নেহের ঋণপাশে বন্দী ক'রেছ জননী—জীবনব্যাপী সাধনার বিনিময়েও আমি তা পরিশোধ ক'রতে অক্ষম, আর বেশী কিছু ব'লতে পারলেম না মা,—মার্জ্জনা কর।

(রণজী ও চিমনের প্রবেশ।)

রণজী। পেশোয়া!—পেশোয়া! সুন্দর অবসর—অত্যন্ত সুযোগ। নিজামী সেনাদল এখনও আমাদের আগমন বার্ত্তা অবগত হয় নি—গভীর যামিনীর এই নীরব গাম্ভীর্য্য ভেদ ক'রে নিজামের শিবির থেকে নর্ত্তকীর কণ্ঠ সঙ্গীত শ্রুত হ'চ্ছে!

বাজীরাও। রণজী! যাও—যাও—শীঘ্র যাও—সমস্ত সৈন্যকে আমার আদেশ জানাও—সমস্ত তোপ এক সঙ্গে দাগতে বল—প্রেমসঙ্গীতের সঙ্গে সঙ্গে নিজামের শিবির থেকে মরণ চীৎকার উঠুক।

[রণজীর প্রস্থান।

মলহর। সমস্ত বন্দুকধারী সেনা চালনার ভার তোমার ওপর, তোপের সঙ্গে সঙ্গে সকলকে বন্দুক ছুড়তে বল—নিজামী সেনাকে নিশ্বাস ফেলবার অবকাশটুকুও দিয়ো না।

[মলহরের প্রস্থান।

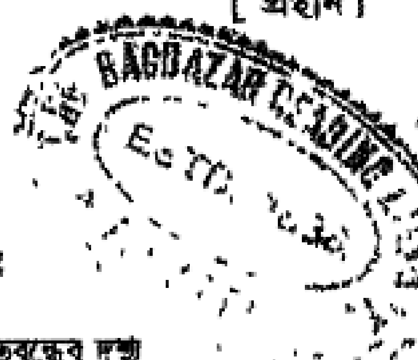
চিমন। বর্শাধারী সেনাদের নিয়ে তুমি নিজামের রসদ লুণ্ঠন কর,—

খাদ্য, অর্থ, অশ্ব—যা পাও, সব কেড়ে নাও—যেন তার খাবার সংস্থান কিছু না থাকে। [চিমনের প্রস্থান।

আর মা,—নদীর ওপর যেন তোমার দৃষ্টি থাকে, নদী রক্ষার ভার তোমার আর মস্তানীর ওপর! নিজামের শিবির থেকে যেন এক পিপীলিকাও নদী পার হ'তে না পারে। আমি এখনি নিজামী-সেনার পার্শ্বস্থ জঙ্গলে আগুন ধরিয়ে দেব, এক প্রাণীকেও অরণ্যে আশ্রয় নিতে দেব না, ভীষণ দাবানলে নিজামের শিবির পর্য্যন্ত জ্বালিয়ে দেব। [প্রস্থান।

মস্তানী। দিদি—দিদি।—ওই শোন আকাশভেদী কামানের আওয়াজ! —ওই শোন নিজামী-সেনার মরণ-চীৎকার।

গৌতমা। মা ভবানী—রক্ষা কর! [প্রস্থান।



সপ্তম গর্ভাঙ্ক

গোদাবরী-তীর,—পশ্চাতে সেতুবন্ধের দৃশ্য

নিজাম, গিরিধর, চন্দ্রসেন, শম্ভুজী, বলদেব

ও পারিষদগণ

নিজাম। বন্ধুগণ, আজ আমাদের বড় আনন্দের দিন। বীরশ্রেষ্ঠ গিরিধর, অমিতবিক্রমশালী চন্দ্রসেন, পরম সুহৃদ শম্ভুজী, সুকৌশলী বলদেব, আমার সাহায্য প্রদানের জন্য—নিজামী-ফৌজের বল-বৃদ্ধির জন্য—সকলেই একত্র হ'য়েছেন।—পুণা আর কতদূর?

বল। আর বড় বেশী দূর নয় জনাব,—গোদাবরী পার হ'লেই পুণা।

নিজাম। তবে আর বিলম্ব কেন? গোদাবরী পার হবার আয়োজন কর, আজ পুণায় যেতেই হবে, অগ্নি আর অসিতে পেশোয়ার সাধের পুণা ছারখারে দিতে হবে; ফিরে এসে পেশোয়া যেন আর পুণার অস্তিত্বও দেখতে না পায়।

চন্দ্রসেন। নিশ্চয় জনাব,—আজই পুণায় যাওয়া চাই—আজই পুণা ধ্বংস করা চাই।—[স্বগতঃ] আজই মস্তানীকে চাই।

বল। [স্বগতঃ] পুণায় গেলে গৌতমাকে পাব, তার দর্প চূর্ণ ক'রব, এবার দেখব সে কার সাহায্যে রক্ষা পায়—[প্রকাশ্যে] জনাব, তবে আর বিলম্ব কেন?

নিজাম। না—আর বিলম্ব করবার কোন আবশ্যক নেই, আপনারা এখনই গোদাবরী পার হবার আয়োজন করুন; গোদাবরী পার হ'লেই পুণা।

১ম পারিষদ্। জনাব, ক'দিনের আনাগোনায় তো জান্ যাবার দাখিল হ'য়েছে; তাই ব'লছি, আজকের রাতটা এ-পারে কাটালেই ভাল হয় না?

নিজাম। কেন,—কিসের ভয়? তোমরা বুঝি মনে ক'রেছ, পেশোয়া বাজীরাও দলবল নিয়ে ও-পারে ব'সে আছে?

১ম পারিষদ্। না জনাব, তা নয়—তা নয়—তবে কি না, দেহটা কেমন কেমন ক'রছে—সেই জন্যে—

নিজাম। আজ রাত্রের মতন এ পারেই আস্তানা ফেলবার বাসনা ক'রেছ?

১ম পারিষদ্। আজ্ঞে—আজ্ঞে, এই কথাই বটে—এই কথাই বটে; আজকের এই খুদে রাতটা এ পারে কাটানই যেন ভাল ব'লে মনে নিচ্ছে। তা ছাড়া জনাব, এখন ও-পারে গিয়ে আস্তানা গাড়া একটা মস্ত ফ্যাসাৎ; তাই বলছি, আজ আর ওপারে না গিয়ে

এই তাঁবুতে ব'সেই একটু আধটু স্ফূর্ত্তি লুটে শরীরটাকে গরম ক'রে বসিয়ে নেওয়া যাক্।

নিজাম। আপনাদের কি মত ?

শম্ভুজী। হাঁ,—উনি যা ব'লছেন, তা নিতান্ত অসঙ্গত নয়; আজকের রাতটা এ-ভাবে কাটানই ভাল।

গিরি। সেই কথাই বেশ, আর পুণা তো হাতের কাছে, হাত বাড়ালেই পাওয়া যাবে কাল প্রাতেই আমরা গোদাবরী পার হ'য়ে পুণা আক্রমণ করব।

চন্দ্র। আমার মতে আজ রাত্রেই পুণা আক্রমণ ক'রলে ভাল হয়; কাল আবার কোন বিপদ ঘটে, তার তো স্থিরতা নেই ?

গিরি। সে জন্য অত উৎকণ্ঠিত হ'চ্ছ কেন সেনাপতি ? আমাদের এই সম্মিলিত শক্তির প্রতিরোধ করে, এমন বীর পুণায় আর কে আছে? পেশোয়া বাজী,—সে তো এখন গুজরাটে বাজি মারছে, আমরা কাল নিরাপদে পুণায় বাজি মাৎ ক'রব।

১ম পারিসদ্। কিন্তু এখন একবার বাজি মাৎ করবার ব্যবস্থা ক'রলে ভাল হয় না জনাব ?

নিজাম। বেশ তো, আমি তাতে কি বাধা দিচ্ছি? আজ বড় আনন্দের দিন, তোমরাও সকলে আনন্দ কর।

বস। ওই যে জনাব,—কথা না ফুরুতেই মির্জা সাহেব বাইজীদের সঙ্গে ক'রেই হাজির! এস গো বাইজী-রাণীরা—ধর তান!—

(বাইজীদের প্রবেশ।)

বাইজীগণ। বান্দগী জাঁহাপনা!

(বাইজীগণের গীত ও নৃত্য।)

(গীত)

যৌবন লুট লেকে পিয়া কাঁহা ভাগল।
যো—ছিল্ সে সৈঁইয় জান মেরা—আউব সো নেহি আওল।
আঁখিয়া পানি ভর, হিয়া দেখো থর থর,
দিয়া সবয় তবস ডারি—পিয়াসা না মিটল।
সারা নিশি পিয়া বিনু রোয়ে রোয়ে গুজরনু
গাঁথিনু কুসুম হার—বিফল ভেল।

(নবাব, সর্দ্দার ও পারিষদ্‌গণের সুরাপান।)

বলদেব। বাহোবা বাহোবা বিবিজান—যেন কোকিলের তান্!

(নেপথ্যে কামানের আওয়াজ।)

বাইজীগণ।—ও কি!—ও কি!

নিজাম। ও কিছু নয়, আমাদের ফৌজের কুচ-কাওয়াজ! ভয় নেই—চলুক নাচ—চলুক গান—চাল মদ—

(পুনর্ব্বার কামানের আওয়াজ—বাইজীগণের পলায়ন।)

বল। হাঁ—হাঁ—হাঁ—যেয়ো না যেয়ো না—রসভঙ্গ ক'র না—

নিজাম। যেয়ো না, যেয়ো না, এ শত্রুর গোলা নয়—আমাদেরই সেনাদলের রণখেলা।

(জনৈক সেনানীর প্রবেশ।)

সেনানী। না জনাব, আমাদের সেনার রণখেলা নয়, এ শত্রুসেনার কামানের গোলা!—জলন্ত গোলা!—ওই শুনুন, কি ভীষণ আওয়াজ!

(কামানের আওয়াজ।)

নিজাম। কি বলছ সেনানি, শত্রুসেনার গোলা? কি ব'লছ তুমি?—শত্রু?—কোথায় শত্রু?

সেনানী। জাঁহাপনা!—জনাব! আমাদের সর্ব্বনাশ হ'য়েছে,—সমস্ত কৌশল পণ্ড হ'য়েছে,—পেশোয়ার সেনাদল আমাদের ঘিরে ফেলেছে!

নিজাম। কি তুমি পাগলের মতন ব'কছ,—তোমার মাথা গুলোয় নি তো? পেশোয়া আমাদের ঘিরে ফেলেছে?—এ কি সম্ভব? কাল যে পেশোয়া গুজরাটে ছিল?

সেনানী। হাঁ জনাব, কাল পেশোয়া গুজরাটে ছিল—কিন্তু আজ এখানে! যে বিক্রমে পেশোয়া কর্ণাট থেকে গুজরাট পর্য্যন্ত জয় ক'রেছিল—সেই বিক্রম নিয়েই আবার সে এখানে ফিরে এসেছে। তার দিগ্বিজয়ী সেনাদল আমাদের বেড়াজালে বেষ্টন ক'রেছে।

গিরি। কি সর্ব্বনাশ!

নিজাম। এ যে সত্য সত্যই ইন্দ্রজাল! পেশোয়া বাজীরাও যে মূর্ত্তিমান্ বাজীকর!

সেনানী। জাঁহাপনা! আর এখন ভাববার সময় নেই, ধ্বংস হ'তে যদি রক্ষা পেতে চান, তা হ'লে এখনি এর বিহিত করুন;—ওই শুনুন শত্রুর কামানের কি ভয়ঙ্কর গর্জ্জন!

নিজাম। ভয় নেই,—পেশোয়ার প্রতিদ্বন্দ্বীরাও দুর্ব্বল হাতে অস্ত্র ধ'রে যুদ্ধক্ষেত্রে নামে নি। মহারাজ শম্ভু আপনার অজেয় সৈন্যদল নিয়ে আপনি শত্রুর বাম পার্শ্ব আক্রমণ করুন, মহারাজ গিরিধর,—দক্ষিণে আপনার স্থান; সেনাপতি,—আমরা শত্রুর মধ্য ভাগ আক্রমণ ক'রব। এস ভাই সব।—এস আমরা সকলে মিলে—হৃদয়ের সমস্ত শক্তি একসঙ্গে মিশিয়ে একযোগে পেশোয়াকে আক্রমণ করি।

সকলে। জয় নিজাম বাহাদুরের জয়।—(তূর্য্য নাদ)।

(জনৈক সৈনিকের প্রবেশ।)

সৈনিক। জনাব।—জনাব! সর্ব্বনাশ হ'ল—সব গেল। পেশোয়ার ফৌজ

আমাদের ঘিরে ফেলেছে ; পালাবার পথ নেই,—সামনে গোদাবরীর জল, পেছনে পেশোয়ার দল, দুধারে নিবিড় বন। সেখানে দাঁড়াবার উপায় নেই। মারহাট্টারা বনে আগুন ধ'রিয়ে দিয়েছে!—ওই দেখুন জনাব,—আগুন দাউ দাউ ক'রে জ্বলে উঠেছে—ওই দেখুন বন পুড়ছে—ওই শুনুন, মারহাটার গুলি ভোঁ ভোঁ ছুটছে!—রক্ষা করুন—রক্ষা করুন—

নেপথ্যে।—হর হর মহাদেও। (বন্দুকের আওয়াজ।)

নিজাম। ভয় নেই—ভয় নেই। চল ভাই সব, চল—এর বিহিত করি,—দেখি দুর্মতি পেশোয়া কি ক'রে আজ রক্ষা পায়। চল—চল ভাই—

নেপথ্যে বাজীরাও। তোপ দাগ,—তোপ দাগ,—সেতু ভঙ্গ কর,—নিজামকে বন্দী কর।

(কামানের আওয়াজ,—সেতু ভঙ্গ হইয়া পতন।)

বাজীরাও, মলহর, বণজী, চিমন প্রভৃতির প্রবেশ।)

বাজীরাও। আর যেতে হবে না জনাব,—নিরস্ত হ'ন, পেশোবাই আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ ক'র্‌তে এসেছে।

নিজাম। কি—কি—কি!—

বাজীরাও। প্রকৃতিস্থ হ'ন নিজাম বাহাদুর; আপনার অধিকাংশ সৈন্য বিধ্বস্ত—অবশিষ্ট সমস্তই বন্দীকৃত আপনার এ বিলাসমণ্ডপ অবরুদ্ধ, আপনি প্রকৃতিস্থ হ'ন।

মলহর। আপনারা সকলে বন্দী,—এখনি অস্ত্র ত্যাগ করুন; নইলে পেশোয়ার রক্ষী-সৈন্যগণ আপনাদের অস্ত্র ত্যাগে বাধ্য ক'রবে।

[নিজাম ব্যতীত সকলের অস্ত্রত্যাগ]

অস্ত্র ত্যাগ করুন নিজাম বাহাদুর!

নিজাম। আমি বন্দী, অস্ত্র ত্যাগ ক'র্‌ব বই কি,—এই নিন অস্ত্র! আমি স্বেচ্ছায় আত্মসমর্পণ ক'রছি পেশোয়া!—আমি আপনার বন্দী।

বাজীরাও। হাঁ জনাব,—আপনি আমার বন্দী। কিন্তু পার্থিবশৃঙ্খলে আপনার বন্ধন নয় জনাব,—আপনি আজ মহারাষ্ট্র পেশোয়া বাজী-রাওয়ের বন্ধুত্ব শৃঙ্খলে বন্দী! সর্ব্বসমক্ষে আমি আপনাকে হৃদয়ে বন্দী ক'রলেম্। [আলিঙ্গন।

নিজাম। মহামান্য পেশোয়া! আপনার পুণ্যস্পর্শে আমি আজ নবজীবন লাভ ক'রলেম। কতিপয় স্বার্থসর্ব্বস্ব নরাধমের প্ররোচনায় আমি এ হৃদয়ে যে অশান্তির সৃষ্টি ক'রেছিলেম,—আজ তার প্রায়শ্চিত্ত হ'ল!

বাজীরাও। নবাব, পূর্ব্বের অনুশোচনা বিস্মৃত হ'ন। চিমন! নবাবের যে সমস্ত রসদপত্র লুট ক'রেছ সে সমস্ত ফিরিয়ে দাও,—যে সব সৈন্যদের বন্দী ক'রেছ, তাদের মুক্তিদান কর!

চিমন। আসুন নবাব!

নিজাম। (স্বগতঃ) পেশোয়া!—পেশোয়া!—এ তোমার অনুগ্রহপ্রদর্শন নয়—কালসর্পের পুচ্ছমর্দ্দন! পাঠান নিজাম—এ অপমান ভুলে থাক্‌বে না!

[পারিষদসহ নিজাম ও চিমনের প্রস্থান।

বাজীরাও। রাজা গিরিধর! আপনাকেও আমি সসম্মানে অব্যাহতি দিলেম। বলদেব! রাজাকে রাজধানীতে নিয়ে যাও!—যান রাজা।

গিরি। (স্বগতঃ) উঃ?—এর চেয়ে মৃত্যু ভাল ছিল!

[প্রস্থান।

বাজীরাও। মহারাজ শম্ভুজী!

শম্ভুজী। আমিও মহান্ পেশোয়ার কাছে ক্ষমাপ্রার্থী! আর কখনও আমি আপনার বিরুদ্ধাচারী হব না।

বাজীরাও। আপনি এখনই স্বরাজ্যে প্রস্থান করুন।

[শম্ভুজীর প্রস্থান।

বাজীরাও। ভাই সব! আর বিলম্বের প্রয়োজন নাই,—চল, এবার আমরা আগ্রার অভিযান করি,—স্বেচ্ছাচারী দিল্লীশ্বরকে বন্দীভূত ক'রে দিল্লী ও আগ্রার দুর্গ-শিরে মহারাষ্ট্রের বিজয়পতাকা উড়িয়ে দিই।

নেপথ্যে। রক্ষা করুন—রক্ষা করুন,—দোহাই পেশোয়া রক্ষা করুন।

বাজীরাও। ও কি!—কিসের অত কোলাহল?

(চিমনের প্রবেশ।)

ব্যাপার কি চিমন?

চিমন। সাহায্যপ্রার্থী বুন্দেলাদের কাতর প্রার্থনা!—মর্ম্মভেদী আর্ত্তনাদ। বুন্দেলখণ্ডের ব্রাহ্মণ-রাজা ছত্রশাল আজ বড় বিপন্ন, অসংখ্য সৈন্য নিয়ে প্রয়াগের সুবেদার মহম্মদ খাঁ বঙ্গস্ তাঁর রাজধানী আক্রমণ ক'রেছে,—সমস্ত দুর্গ আক্রমণকারীদের হস্তগত হ'য়েছে। বিশ্বাসঘাতক সেনাপতি শত্রুপক্ষে যোগ দিয়েছে। জৈৎপুরের দুর্গে রাজা এখন অবরুদ্ধ,—তাঁর প্রাণ মান সঙ্কটাপন্ন, এ দুঃসময়ে তিনি পেশোয়ার সাহায্যপ্রার্থী,—রাজভক্ত বিপন্ন প্রজারা এ প্রার্থনা জানাতে এসেছে।

বাজীরাও। আমার কাছে সাহায্যপ্রার্থী হয়ে এসেছে? আমি এখন কেমন ক'রে তাঁকে সাহায্য ক'রব? এখনি যে আমাকে পূর্ণ উৎসাহে আগ্রার অভিযান ক'রতে হবে; এখন বুন্দেলায় গেলে ত আমার সঙ্কল্প সিদ্ধ হবে না!

(মস্তানীর প্রবেশ।)

মস্তানী। কিন্তু প্রভু, বিপদগ্রস্ত শরণাগতকে রক্ষা না করলে, দেশপূজ্য মহাপ্রাণ পেশোয়ার যে কর্ত্তব্য পালন হবে না!

বাজীরাও। তা জানি মস্তানী; কিন্তু আমি এখন এ কর্ত্তব্যপালনে অক্ষম! যে সঙ্কল্প নিয়ে আমি কর্ম্মক্ষেত্রে নেমেছি,—তার সাধনাই

এখন আমার প্রাণের কামনা। আগ্রায় সৈন্য চালনা আমার গুরুর আদেশ,—তাঁর আদেশ লঙ্ঘন ক'রে আমি এখন বুন্দেলায় যেতে পারি না।

মস্তানী। বুন্দেলার বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ-রাজা বিপন্ন; লক্ষ লক্ষ হিন্দু প্রজার প্রাণ মান সঙ্কটাপন্ন,—তাদের আর্ত্তনাদে গগন বিদীর্ণ হ'চ্ছে। রাজার রাজত্ব, সতীর সতীত্ব, ধার্ম্মিকের ধর্ম্ম—আপনি যদি রক্ষা করেন স্বয়ং ধর্ম্ম আপনার সহায় হবেন;—শুধু আগ্রা কেন, সমস্ত দুনিয়া আপনার পদানত হবে; গুরুজী বোধ হয়, এমন সাধুকার্য্যে কিছুমাত্র আপত্তি ক'রবেন না।

বাজীরাও। হ'তে পারে, কিন্তু মস্তানী,—বুন্দেলায় যেতে কিছুতেই আমার প্রবৃত্তি হ'চ্ছে না।—কেন তা জানি না;—মনে হ'চ্ছে বুন্দেলায় গেলে আমি হয় তো সঙ্কল্প রাখ্‌তে পারব না;—যে উন্মাদ উৎসাহে হৃদয় আমার পরিপূর্ণ, বুন্দেলায় গেলে বুঝি সে উৎসাহ থাক্‌বে না। মার্জ্জনা কর মস্তানী,—বুন্দেলায় আমি যেতে পারব না,—আমি আগ্রায় যাব।

মস্তানী। তা হ'লে আদেশ করুন, আমি বুন্দেলায় যাই।

বাজীরাও। বুন্দেলায় তুমি যাবে।—কি ব'লছ মস্তানী? তুমি বুন্দেলায় যেতে চাও?

মস্তানী। কি ক'রব প্রভু, কিছুতেই যে মন বাঁধতে পারছি না!—বুন্দেলায় আমার জন্ম, সেই বুন্দেলা আজ বিপন্ন; সেখানে আমার বৃদ্ধ পিতা মরণাপন্ন! তাঁর রাজ্য জুড়ে,—সিংহাসন বেড়ে আজ শয়তানীর আগুন ধূ ধূ ক'রে জ্বলে উঠেছে,—তাকে রক্ষা ক'রতে কেউ নেই!—আমি কন্যা হ'য়ে পিতার এ দুঃসময়ে দূর দূরান্তরে কেমন ক'রে নিশ্চিন্ত হ'য়ে থাকব প্রভু? তাই সেখানে যেতে চাচ্ছি।

বাজীরাও। মস্তানী।—মস্তানী! সংশয়ের এ কি দুশ্ছেদ্য আবরণ তুমি আমাদের চ'খের সামনে তুলে ধরেছ—কি ব'লছ তুমি?

মস্তানী। প্রভু। এতদিন পরে যা আজ জানতে পেরেছি, তাই আপনাকে ব'লছি, শুনুন তবে আমার পরিচয়; আমি মুসলমান-পালিত ব্রাহ্মণ-কন্যা; আমার পিতা বুন্দেলার রাজা ছত্রশাল। তিনি বিপন্ন মরণাপন্ন, তাই তাঁর সঙ্গে দেখা ক'রতে যাচ্ছি।

বাজীরাও। মস্তানী—মস্তানী। শুধু আমি নই, ওই দেখ, সকলেই তোমার এই নূতন কথা শুনে বিস্মিত স্তম্ভিত! আমাদের প্রকৃতিস্থ কর মস্তানী!

মস্তানী। প্রভু। আজ মনে পড়ে কি সংবৎসর আগেকার কথা! যে দিন আমার প্রতিপালক তোরাব খাঁ মরণের পথে আমার হাতে এই পবিত্র পদক দিয়ে যান? প্রভু আজ সংবৎসর অতীত, নববর্ষে আমি এই পদক খুলে আমার বংশপরিচয় পেয়েছি, জানতে পেরেছি, আমি মহারাজ ছত্রশালের কন্যা!

মলহর। মস্তানী! মস্তানী! তুমি আমার প্রণম্যা। মহান্ পেশোয়া। আমার প্রার্থনা, অন্তরের প্রার্থনা, মস্তানীর পিতাকে রক্ষা করুন।

চিমন। রক্ষা কর দাদা, মস্তানীর পিতাকে রক্ষা কর।

রণজী। আমিও পেশোয়ার কাছে এই প্রার্থনার প্রার্থী! চিন্তিত হবেন না পেশোয়া, আমার যুক্তি শুনুন, বুন্দেলা রক্ষার ভার আপনি স্বহস্তে গ্রহণ করুন, আগ্রা জয়ের ভার আমাদের ওপর প্রদান করুন। আমরা আগ্রার অভিযান ক'রে আপনার সাধু সঙ্কল্প—গুরুজী ব্রহ্মেন্দ্র স্বামীর আদিষ্ট কার্য্য সম্পন্ন করি।—আগ্রার বিশাল মোগল-তরু প্রলয়ের আগুনে বেষ্টিত হ'য়ে জ্ব'লে উঠুক, সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত শাখা-প্রশাখা ভস্মীভূত হ'ক; এ যুক্তি গ্রহণ করুন পেশোয়া,—এ প্রার্থনা পূর্ণ করুন; মস্তানীর পিতাকে রক্ষা করুন!

বাজীরাও। ভাই সব। তোমাদের যুক্তিই আমি গ্রহণ ক'রলেম। এই উদ্যমে এক যোগে আমাদের উভয় সংকল্প সাধন ক'রতে হবে। তোমরা আগ্রার অভিযান কর, পূর্ণ উৎসাহে অগ্রসর হও, আমি মস্তানীকে নিয়ে তার পিতার সঙ্গে সাক্ষাৎ ক'রব। মস্তানীর পিতার রক্ষার্থ দুনিয়া ওলট-পালট করতেও আমি কুণ্ঠিত হব না। এস—এস মস্তানী, এস রণরঙ্গিণী বেশে, এস তোমার পিতার সঙ্গে সাক্ষাৎ করবে।

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

বুন্দেলা-উদ্যান

বঙ্গিনীগণ

গীত

আজি প্রেমের গাঙে বান ডেকেছে সই।
লাজ-বাঁধ ভাঙলো, ওলো কূল হ'ল থই থই।
প্রেমিক প্রেমিকা প্রেম তরঙ্গে, পুলকে ভাসিছে দেখলো রঙ্গে,
বিমল আকাশে শশধর হাসে, অমৃত বরষে অই।
মধুর যামিনী যায় লো সজনী প্রমোদ নীরে মগন হই।

[প্রস্থান।

(সদাশিবের প্রবেশ।)

সদাশিব। আশ্চর্য্য। এত দিন পরে সব বুঝতে পারা গেছে,—মস্তানী রাজা ছত্রশালের বড় রাণীর কন্যা, যখন সে দু'বছরের, তখন সে মাতৃহীনা হয়; রাজাও আবার বিবাহ করেন। তার পর নতুন রাণী এসে রাজাকে এমনি বশ ক'রে ফেল্লে যে, রাজা তার কথায় মস্তানীকে বিদায় ক'রে দেন। রাজার একজন বিশ্বস্ত মুসলমান ভৃত্য বালিকা মস্তানীকে নিয়ে হায়দ্রাবাদে পালিয়ে যায়। আজ সেই মস্তানী পেশোয়ার সাহায্যে রাজা ছত্রশালের রাজধানী রক্ষা ক'রেছেন।

বৃদ্ধ রাজাও কৃতজ্ঞতা প্রকাশের এমন সুযোগটুকু ছাড়তে পারেননি,—মস্তানীকে তিনি পেশোয়ার হাতেই সমর্পণ ক'রবেন! এ যোগাযোগ বড় মন্দ নয়! কিন্তু এখন কথা এই—মস্তানীকে পেয়ে পেশোয়া কি তাঁর কর্ত্তব্য ভুলে বসে আছেন? মলহর, রূপজী আগ্রা অবরোধ ক'রে দীর্ঘকাল ধ'রে বসে আছেন;—কিন্তু পেশোয়ার অভাবে সব পণ্ড হ'চ্ছে। পেশোয়ার দেখা-সাক্ষাৎ না পেয়ে সৈন্যদল নিরুদ্যম, ওদিকে শত্রুপক্ষ রটিয়ে দিয়েছে,—পেশোয়া বাজীরাও মুসলমানী মস্তানীকে বিবাহ ক'রে মুসলমানধর্ম্ম গ্রহণ ক'রেছেন। সৈন্যগণ এ সংবাদে ভগ্নোদ্যম,—সহস্র চেষ্টা ক'রেও রূপজী, মলহর তাদের সংযত ক'রতে পারেন নি। এখন পেশোয়াকে আগ্রায় নিয়ে যাওয়া ভিন্ন উপায় নেই। ওই যে পেশোয়া আসছেন —সঙ্গে মস্তানী; এখন একটু অন্তরালে থেকে পেশোয়ার মনের গতিটা লক্ষ্য ক'রতে হ'চ্ছে।

[অন্তরালে অবস্থান।

(বাজীরাও ও মস্তানীর প্রবেশ।)

বাজীরাও। মস্তানী!—মস্তানী! কি ক'রলে আমাকে!—আমার নিদ্রালস-লোচনে স্বপ্নের কি কুহক-দণ্ড ছুঁইয়ে দিয়ে এমনি অপূর্ব্বভাবে আমাকে মাতিয়ে তুললে!—লালসার সঙ্গে সংগ্রাম ক'রে একে একে সকলকে ছেড়েছি,—আদরের পুণ্য নিকেতন,—কৈশোরজীবনের সাধের সঙ্গিনী,—হিতাকাঙ্ক্ষী সুহৃদ,—প্রাণাধিক পুত্র,—ভ্রাতৃবৎসল সহোদর,—হৃদয়ভরা অনন্ত আশা,—অসীম উৎসাহ,—একে একে সকলকে ভুলেছি,—কিন্তু মস্তানী, তোমায় তো ভুলতে পারছি না! মস্তানী!—মস্তানী! তোমার মায়া কি এত প্রবল!—তোমার হৃদয়ভরা প্রেম-সুধার মাদকতা কি এত তীব্র!—কুসুমপরাগ-লাঞ্ছিত তোমারই ওই কোমল অধরোষ্ঠের আস্বাদ কি এত

তুথিকব।—তাই কি প্রিয়তমে, কর্ত্তব্যের সঙ্গে কঠোর সংগ্রাম ক'রেও তোমায় ভুলতে পারছি না! বল,—বল মস্তানী,—বল,—তুমি কি আমায় ক'রেছ?

মস্তানী। স্বামীর প্রতি পত্নীর যা কর্ত্তব্য, আমি তারই অনুসরণ ক'রেছি! বাবা আমাকে তোমার হাতে স'পে দিয়েছেন, আমি তোমাকে আরাধ্য-দেবতা জ্ঞানে দিনরাত পূজা ক'রছি।

বাজীরাও। তুমি আমাকে পাগল ক'রেছ মস্তানী! তোমার মহত্বের পরিচয় পেয়ে অবধি আমি তোমার গুণের পক্ষপাতী হ'য়েছিলেম, এখন আমি তোমার প্রণয়ে তন্ময়,—আমার হৃদয় এখন তোমাময় হ'য়ে গেছে, বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের প্রতিচ্ছবি এখন আমি তোমার মুখের ওপর দেখতে পাচ্ছি। মস্তানী! মস্তানী! স্বপ্নেও ভাবিনি,—কখনও কল্পনাও করিনি, তোমার ওপর আমার হৃদয়ভরা স্নেহ মমতার পরিণতি এমন মধুময়,—এমন মোহময় হবে!

মস্তানী। আমি যে তোমার ঐ বাঞ্ছিত চরণ সেবা করবার অধিকারিণী হব, এমন কল্পনাকেও কখন হৃদয়ে স্থান দিই নি, যা কখন স্বপ্নেও ভাবিনি,—মনে কল্পনাও করিনি,—আজ আমি সেই আশাতীত অনন্ত সুখের অধীশ্বরী!—এখন আমি ওই চরণের সেবিকা। তোমার গর্ব্বেই আমার গর্ব্ব,—তোমার সুখেই আমার সুখ, তোমার যিনি উপাস্য দেবতা—আমারও তিনি আরাধ্য।

বাজীরাও। তুমিই আমার চোখে সকল সৌন্দর্য্যের আধার মস্তানী!—সবে মাত্র তোমাকে পেয়েছি,—স্বর্গ হ'তে সর্ব্বের শেষ—সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দান তুমি; যখনই তোমাকে দেখি, মনে আনন্দ ভ'রে যায়।

(সদাশিবের প্রবেশ।)

সদাশিব। কিন্তু আমার যে কান্না পায় পেশোয়া!

বাজীরাও। কেও—সদাশিব?

সদাশিব। তবু ভাল,—একেবারে এ গরীবকে ভুলে মেরে দেন নি।—চিন্‌তে পেরেছেন তা হ'লে ?

বাজীরাও। তুমি কোথা থেকে আস্‌ছ সদাশিব ?

সদাশিব। আপাততঃ আগ্রা থেকে !

বাজীরাও। [স্বগতঃ] আগ্রা !—আগ্রা ! তোমার নাম শুনে আমার স্তিমিত হৃদয়-প্রদীপ আবার উৎসাহে কেঁপে উঠছে,—সর্ব্বাঙ্গে শিরায় শিরায় বিদ্যুৎপ্রবাহ ছুটে যাচ্ছে ! আগ্রার খবর কি সদাশিব ?

সদাশিব। নূতন খবর বিশেষ কিছুই নেই, আগ্রার গৌরব পতাকা বরাবরই যেমন মাথা উঁচু ক'রে দাঁড়িয়েছিল, তেমনই দাঁড়িয়ে আছে,—মাঝথেকে যে সব কাঠবিড়াল সে পতাকা ডিঙ্গতে গিয়েছিল, তারা হাত পা ভেঙ্গে ছ'টকে এসে পড়েছে, আর সেই কাঠবিড়ালদের সর্দ্দার যে,—তাঁর কোন হদীসই নেই !

বাজীরাও। সদাশিব ! স্পষ্টবক্তা তুমি,—তোমার শ্লেষ আমি মর্ম্মে মর্ম্মে বুঝ্‌তে পেরেছি। সত্যই কি আমার বিশ্বস্ত সেনাপতি রাণজী ও মলহর আগ্রা বিজয়ে অক্ষম হয়ে ফিরে এসেছে ?

সদাশিব। আপনি তাঁদের ফিরিয়ে আন্‌ছেন !

বাজীরাও। আমি তাদের ফিরিয়ে আন্‌ছি ?

সদাশিব। তা নয় ত কি ? আপনার কার্য্য তাদের ফিরিয়ে আন্‌ছে,—আপনার ব্যবহার তাদের কঠোর মন ভেঙে দিয়েছে। আপনারই সংকল্প সিদ্ধ করবার জন্ম তারা মহা উৎসাহে আগ্রায় অভিযান ক'রেছিল, নগরের পর নগর, কেল্লার পর কেল্লা দখল ক'রে দিল্লীশ্বরের প্রাণে বিভীষিকা জাগিয়ে দিয়েছিল; আর দু-দিন পরে হয় তো আগ্রার দুর্গশিরে মহারাষ্ট্রের বিজয় পতাকা উড়তো; কিন্তু আপনিই সব মাটী ক'রে দিলেন,—সমস্ত গুলিয়ে দিলেন !

বাজীরাও। আমি সমস্ত গুলিয়ে দিলেম ?

সদাশিব। হাঁ আপনি সমস্ত গুলিয়ে দিলেন। বুন্দেলায় এসে আপনি বুন্দেলার রাজপুত্রীকে, বিবাহ ক'রে বিলাসস্রোতে গা ভাসালেন,—আর আপনার শত্রুপক্ষ এ কথা রূপান্তরিত ক'রে রটিয়ে দিলে মুসলমানী মস্তানীকে বিবাহ ক'রে আপনি মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ ক'রেছেন।

বাজীরাও। বটে!—তাতে হয়েছে কি! কুচক্রীর প্রচারিত এ সব মিথ্যা জনরবে আমার কিছুমাত্র ক্ষতি বৃদ্ধি হবে না।

সদাশিব। আপনার ক্ষতি বৃদ্ধি না হ'তে পারে,—কিন্তু এ মিথ্যা জনরব মহাকায় দৈত্যের মতন আমাদের উন্নতির পথ আটক ক'রে দাঁড়িয়েছে। যারা আপনাকে দেবতার মতন ভক্তি ক'রত,—আপনার অঙ্গুলি হেলনে যারা মৃত্যুর মুখে ছুটে যেত,—জনরব তাদের হৃদয়ও টলিয়ে দিয়েছে। আপনার বিশাল বাহিনী এ জনরব শুনে উৎসাহ হারিয়েছে,—অবাক্ হ'য়ে গেছে,—তারা আর এক পা এগুতে চাচ্ছে না,—সহস্র চেষ্টা ক'রেও রণজী-মলহর তাদের অগ্রগামী ক'রতে পারছে না,—তারা সব কাজে ইস্তফা দিতে চায়! আপনি এ জনরব উপেক্ষা ক'রছেন, কিন্তু এই মিথ্যা জনরব জীবন্ত হয়ে মহারাষ্ট্র-শক্তির স্তম্ভভিত্তি পর্য্যন্ত নড়িয়ে দিয়েছে! পেশোয়া!—পেশোয়া! এখনও যদি আপনি প্রকৃতিস্থ হন—এ বিলাস-বিভ্রম ত্যাগ করে যদি আবার পেশোয়ার আগেকার মতন কর্ম্মক্ষেত্রে গিয়ে দাঁড়ান, তা হ'লে সব গোল মিটে যায়।

বাজীরাও। ঠিক ব'লেছ সদাশিব! যদি আমি আমার সর্ব্বস্ব পরিত্যাগ ক'রে আগেকার পেশোয়ারূপে কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হই,—জীবন-সংগ্রামে আবার মত্ত হ'য়ে উঠি, তা হ'লে সব গোল মিটে যায়;—ওই যে জনরব মহাকায় দৈত্যের মতন সমস্ত হিন্দুস্থান আচ্ছন্ন ক'রে ফেলেছে, মুহূর্ত্তমধ্যে তা ধূলার সঙ্গে মিশে যায়! কিন্তু

সদাশিব,—আমার পক্ষে এখন তা অসম্ভব! পেশোয়ার যে প্রতিভামণ্ডিত পরিচ্ছদ পরিত্যাগ ক'রেছি, তা বুঝি আর ধারণ করবার শক্তি আমার নেই! সে অনন্ত আশায়, উদ্দাম-উৎসাহে আমি এখন বঞ্চিত,—আমি এখন অগ্রগমনে অক্ষম। সদাশিব!—মস্তানীর রহস্য সবই তো শুনেছ,—তুমি এই সত্যের আদর্শ নিয়ে মিথ্যার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ কর, জনসাধারণের অন্তরে আমার সম্বন্ধে যে বিরুদ্ধ ধারণা জন্মেছে, তা মুছে দাও।

সদাশিব। তা অসম্ভব। যদি পুনশ্চ কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ না হন তা হ'লে স্বয়ং বিধাতাপুরুষ এসে এর প্রতিবাদ করলেও কোন ফল হবে না। দোহাই আপনার!—একবার জাগুন!—একবার মোহ কাটান!

মস্তানী। এ কি শুনছি প্রভু! আমি যে বিশ্বাস ক'রতে পারছি না! মহাপ্রাণ কর্ত্তব্যনিষ্ঠ বীর!—এ কি তোমার যোগ্য আচরণ?

বাজীরাও। মস্তানী!—মস্তানী! কিছু তুমি বুঝতে পারছ না!—আমার ওপর সন্দেহ ক'র না। মনে রেখ মস্তানী,—আমি তোমার স্বামী,—আমি তোমার আরাধ্য-দেবতা,—আমার কথা অন্যথা ক'র না প্রিয়তমে! পেশোয়ার হৃদয়েশ্বরী তুমি,—হৃদয় তার কি উপাদানে গঠিত, তা তো তোমার অজ্ঞাত নয়! সংকল্প সিদ্ধির জন্য পেশোয়া আকাশের বজ্রের সঙ্গে সংগ্রাম ক'রেছে,—বিদ্যুৎ গতিতে শতযোজনব্যাপী শঙ্কাসঙ্কুল পথ অতিক্রম করে আততায়ীকে চূর্ণ ক'রেছে!—তাকে কর্ত্তব্য শিখিও না প্রিয়তমে! পেশোয়া জানে কর্ত্তব্য কোথায়,—পেশোয়া জানে তার সাধনের কি কঠোর প্রক্রিয়া,—পেশোয়া জানে সে কর্ত্তব্যের সিদ্ধি কোন খানে। কর্ত্তব্য নিষ্ঠ সাধনা-প্রয়াসী সিদ্ধিকামী পেশোয়া আজ বিশ্রামপ্রার্থী, আমার এ বিশ্রামে বাধা দিয়ো না প্রিয়তমে! কিছুকাল আমাকে বিশ্রাম

কয়বার অবকাশ দাও! আরো—আরো,—তিন মাস আরো,—তিন মাস বিশ্রামের প্রয়াসী আমি,—এখন বাধা দিয়ো না,—কুম্ভকর্ণের এ কাল-নিদ্রা অকালে ভাঙিয়ো না মস্তানী,—তা হ'লে আমাকে হারাবে। সদাশিব, তুমি যাও,—ইচ্ছা হয়, মিথ্যার বিরুদ্ধে সংগ্রাম কর,—নতুবা ওই জনরবকে মাথা তুলে দাঁড়াতে দাও,—তৃণস্তম্ভ থেকে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড পর্য্যন্ত ওই দৈত্যরূপী জনরবের মাথা উঁচু হ'য়ে উঠুক,—চারিদিকে আগুন জ্ব'লে উঠুক,—জলতে দাও,—তার পর যখন আমার কুম্ভকর্ণের নিদ্রা ভাঙবে,—বিশ্রাম বাসনা টুটে যাবে,—তখন আবার আমি পেশোয়া হ'বে দাঁড়াব,—রাক্ষসের প্রতিহিংসা নিয়ে এক নিমিষে ওই মূর্ত্তিমান্ অনাচারের উচ্ছেদ ক'রব,—সমস্ত জঞ্জাল ঘুচিয়ে দেব; এখন—এখন আমি বিশ্রামপ্রার্থী, এস—এস—মস্তানী!

[মস্তানীকে লইয়া প্রস্থান।

সদাশিব। এ কি সেই পেশোয়া বাজীরাওয়ের কথা!—ওই কি সেই কর্ম্মপ্রিয় কর্ত্তব্যনিষ্ঠ নরদেবতার প্রতিমূর্ত্তি!—না—নরকের কোন পিশাচ ওই পুণ্যদেহ আশ্রয় ক'রেছে! কি হ'ল।—কি হ'ল।—কি সর্ব্বনাশ হ'ল। ভগবান্।—ভগবান্। একটা ঝঞ্ঝা তুলে সব গুলিয়ে দিলে।

[প্রস্থান।



দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

পুণা—উদ্যান

রাঘব ও রঙ্গিনী

রঙ্গিনী। স্বামি! —আমি আজ তোমার শক্তি পরীক্ষা ক'রব!

রাঘব। বটে—কেন, আমার শক্তির ওপর তোমার কিছু সন্দেহ হ'য়েছে না কি?

রঙ্গিনী। না—সন্দেহ হবে কেন? অনেক দিন তোমার শক্তির সন্ধান পাই নি কি না,—তাই আজ একবার চান্‌কে নেব মনে করেছি!

রাঘব। তুমি আমার কি রকম শক্তি দেখতে চাও রঙ্গিনী?

রঙ্গিনী। যে শক্তি পাপীকে ধ্বংস করবার জন্য আগুনের মতন জ্বলে ওঠে,—যে শক্তি ধার্ম্মিকের ধর্ম্ম রাখতে, সতীর সতীত্ব রাখতে কা'রোর মুখাপেক্ষী না হ'য়ে—কোন বাধা না মেনে,—তীরের মতন ছুটে যায়,—আমি তোমার কাছে সেই শক্তির পরীক্ষা চাই। সরদার! শুনেছ কি, চারিদিকে আগুন জ্বলে উঠেছে,—শত্রুরা একযোগে পুণা দখল করতে আসছে, সাতারার সেনাপতি পর্য্যন্ত বিদ্রোহী হ'য়ে শত্রুর দলে যোগ দিয়েছে।

রাঘব। শুনেছি।

রঙ্গিনী। তবে আমি তোমার কাছে শক্তি পরীক্ষা চাচ্ছি কেন, তা কি এখনও বুঝতে পারনি সরদার?

রাঘব। বুঝতে পেরেছি, তোমার বলবার আগেই কথাটা বুঝে নিয়েছি কিন্তু বুঝে আর করি কি রঙ্গিনী? পেশোয়ার ব্যবহারে বুক আমার ভেঙ্গে গেছে। দেবতা পেশোয়া আজ একটা মুসলমানীর প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছে! এ সব কথা মনে হ'লে আর কি অস্ত্র ধরতে সাধ যায় রঙ্গিনী?

(গৌতমার প্রবেশ।)

গৌতমা। তা ব'লে সর্দার, শত্রুর হাতে অম্লানবদনে এ সোণার নগরটি সঁপে দেওয়া তোমার পক্ষে শোভা পায় কি ?

রাঘব। সাধ ক'রে কি এমন কুৎসা মুখ দিয়ে বার ক'রেছি মা,—আমার মনে যে কি যন্ত্রণা, তা কি তুমি বুঝতে পারছ মা ?

গৌতমা। বুঝতে পারছি সব! কিন্তু সর্দার, পেশোয়ার সম্বন্ধে আমরা যে সব কথা শুনেছি, তা সত্য নয়,—মিথ্যা গুজব, শত্রুপক্ষ এ সব কথা রটিয়ে দিয়েছে। আমি এইমাত্র শুনে এলেম, পেশোয়া বিধর্মীকে বিবাহ করেননি, মস্তানী মুসলমানী নয়,—সে বুন্দেলার ব্রাহ্মণ রাজা ছত্রশালের কন্যা ; পেশোয়ার সঙ্গে মস্তানীর যথারীতি বিবাহ হয়েছে।

রাঘব। হাঁ মা,—এ কি সত্য কথা ?

গৌতমা। হাঁ সর্দার,—সত্য কথা।

রাঘব। আচ্ছা মা, তাই যেন হ'ল, কিন্তু কর্ম্মবীর পেশোয়া কোন্ সুখে সেখানে বিলাস-শয্যায় প'ড়ে দিন কাটাচ্ছেন ?

গৌতমা। সর্দার! সে চিন্তা তোমার নয়, এখন সে জন্য আক্ষেপ করবার সময় নয় ; পুণার এখন যে বিপদ্ উপস্থিত আগে সেই বিপদ্ থেকে পুণাকে রক্ষা কর, তার পর পেশোয়ার কথা ভেবো, আমি তোমাকে ব'লছি সর্দার,—এ বিপদ্ কেটে গেলে, আমি মহাপ্রাণ পেশোয়াকে আবার কর্ম্মীরূপে ফিরিয়ে আনব। তুমি সর্দার, পুণা রক্ষার ব্যবস্থা কর—তোমার সৈন্যদের সজাগ ক'রে রাখ,—নইলে মুস্কিল হবে।

রাঘব। তুমি নিশ্চিন্ত থাক মা,—আমিই মুস্কিল আসান্ ক'রব। পেশোয়া ধর্ম্মত্যাগী শুনে হৃদয় আমার ভেঙে প'ড়েছিল, এখন সে হৃদয়ে মত্তমাতঙ্গের শক্তি এসেছে। লক্ষ ফৌজ যদি পুণায় এসে চেপে পড়ে,—আমি তাদের হটিয়ে দেব।

(শঙ্করের প্রবেশ।)

শঙ্কর। তুমি তা হ'লে সমস্ত সংবাদই পেয়েছ সর্দার? না, তুমি বুঝি ব'লেছ?

রাঘব। আমি এ সংবাদ অনেক আগেই পেয়েছি; আমার চোখ চারিদিকে নজর রাখে ভাই; ষড়যন্ত্রের সাধ্য কি আমার নজর এড়িয়ে যায়!

শঙ্কর। সরদার! এস—তা হ'লে আমরা প্রস্তুত হই।

রাঘব। সর্ব্বদাই তো প্রস্তুত হ'য়ে আছি ভাই, সমস্ত ফৌজ দিবারাত্রি সজাগ হ'য়ে ব'সে আছে। তুমি নিশ্চিন্ত থাক, বিপদের আভাস পেলেই আমি তোমাকে খবর দেব, তখন সহস্র কাজ ফেলে আমার সঙ্গে এসে মিশো!

রঙ্গিণী। শোন স্বামি! এই জন্যই আমি তোমার শক্তি পরীক্ষা ক'রতে চেয়েছিলুম! স্বামি! মনে রেখ, বাবা এখানে নেই, তাঁর অবর্ত্তমানে তাঁর প্রিয় ভক্ত পেশোয়ার যদি কণামাত্র অনিষ্ট হয়, তা হ'লে তোমাকেই তার জন্য দায়ী হ'তে হবে! কঠোর কর্ত্তব্য তোমার সম্মুখে, এ কর্ত্তব্য পালন কর সর্দার! আর শঙ্কররাও! মহান্ পেশোয়া তোমার হাতে পুণা রক্ষার ভার দিয়ে গেছেন, এ ভার বহন ক'রতে তুমি সর্ব্বদা বাধ্য! তোমাদের দুই জনকেই ব'লছি, পুণা রক্ষা কর, পেশোয়ার সাধের পুণা রক্ষা কর, সহস্র বাধা-বিঘ্ন ভেদ ক'রে পুণা রক্ষা কর! দুর্জ্জয় শক্তির পরিচয় দাও।

[সকলের প্রস্থান।

(অতি সন্তর্পণে ত্র্যম্বকরাও, চন্দ্রসেন ও বলদেবের প্রবেশ।)

চন্দ্রসেন। শত্রুর উদ্যোগ-আয়োজনের কথা শুনলে তো সেনাপতি?

ত্র্যম্বকরাও। হাঁ সবই তো শুনলেম; কিন্তু ভাবনা কি? যখন নগরে এসে ঢুকতে পেরেছি, তখন আর কাউকে গ্রাহ্য করি না।

বলদেব। কিন্তু কাজটাও বড় সামান্য নয় সেনাপতি! ষড়যন্ত্রের কথাটা যদি প্রকাশ হ'য়ে পড়ে, সব পণ্ড হবে, প্রাণ নিয়ে টানাটানি প'ড়বে।

চন্দ্রসেন। আমার বেশী ভয় ও বাবর সর্দারকে।

বলদেব। আর ওই শঙ্কর ছোঁড়াও বড় কম নয়। কৌশল ক'রে ওই ছোঁড়াটাকে আগে হত্যা ক'রতে হবে; নইলে বাড়ীতে ঢোকা দায় হবে।

ত্র্যম্বকরাও। তোমার এ যুক্তি সঙ্গত বটে। শঙ্কররাওকে আগে হত্যা ক'রতে হবে। এস, এর একটা পরামর্শ করা যাক্, এস—চলে এস। [সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

বিলাস-কক্ষ

বাজীরাও ও মস্তানী

মস্তানী। তিন মাস তো কেটে গেল,—এবার জাগ; ঘুম তো এবার ভেঙেছে।

বাজীরাও। না, এখনও ঘুম ভাঙেনি প্রিয়তমে! এখনও ঘুমের ঘোরে চোখ আচ্ছন্ন হ'য়ে র'য়েছে। ঘুম কাটাতে পারিনি। এখন যদি কর্মক্ষেত্রে গিয়ে নামি,—কোন কাজই হবে না সব গুলিয়ে যাবে। মস্তানী! মস্তানী! আর কিছু দিন ঘুমুতে দাও,—অতৃপ্ত নিদ্রা ভাঙিয়ো না প্রিয়তমে!

মস্তানী। তোমার কথা শুনে আমি যে আশ্চর্য্য হ'চ্ছি! হায় প্রভু, একবার কি ভেবে দেখেছ,—কি তুমি ছিলে, আর কি এখন হ'য়েছ?

বাজীরাও। ভেবে দেখেছি মস্তানী,—অনেক বার ভেবে দেখেছি; ভেবে দেখেছি,—ছিলেম এক মহাকায় বিশ্বত্রাস প্রচণ্ড দানব; আর এখন বিলাস-লালসার কোমলতাময় আচ্ছাদনে সেই দানবী, মূর্ত্তি আবৃত ক'রে, হ'য়ে গেছি এক শান্ত শিষ্ট নির্ব্বিবাদী সংসারী।

মস্তানী। কিন্তু দেশের লোক তখন তোমার ওই দানবী-মূর্ত্তি দেখে ভক্তি ভরে পূজা ক'রত, আর এখন তারা তোমার এই সুকোমল শান্ত মূর্ত্তিকে যে ঘৃণার চোখে দেখছে প্রভু!

বাজীরাও। দেখুক, তাতে আমার কিছুমাত্র আপত্তি নেই মস্তানী; আমি এখন তাদের সংস্রব অন্তরালে অবস্থিত, আমি এখন তাদের ঘৃণা প্রশংসার অতীত,—আমার হৃদয় এখন শান্তিতে পরিপূর্ণ,—এমন শান্তিময় নির্ম্মল হৃদয়-কন্দরে অশান্তির আধারকে ডেকে এন না মস্তানী,—আমার এ কুসুমিত শান্তিস্নিগ্ধ হৃদয়ে এখন কুরুক্ষেত্রের কালানল জ্বেলে দিও না মস্তানী,—স্বামীর আদেশ লঙ্ঘন ক'র না।

মস্তানী। তুমি স্বামী, তোমার আদেশ অমান্য করি এমন সাধ্য আমার নেই, তোমার আদেশেই মুখ বন্ধ ক'রেছি। কিন্তু প্রিয়তম! তোমার এ আচরণে হৃদয়ের অন্তস্তলে আমার কি যে রাবণের চুলী দিবারাত্রি জ্ব'লছে, তা তোমাকে দেখাতে পারছি না! বড় আশা ক'রেছিলুম,—তিন মাস পরে তোমার মোহ কেটে যাবে, কিন্তু এখন তার পরিণতি দেখে বড় ভয় পাচ্ছি! যদি অভয় দাও, তা হ'লে একটা কথা বলি,—একটা প্রার্থনা করি—

বাজীরাও। বুঝতে পেরেছি,—কি তুমি ব'লতে চাও, সেই পুরাতন কথা,—আমার মোহ কাটাবার সেই কাতর প্রার্থনা! না প্রিয়তমে! —ও প্রার্থনা থাক্,—ও সব কথা এখন ভুলে যাও; ঘুম ভেঙ্গে

গেলে,—ঘোর কেটে গেলে, আমি আপনি জেগে উঠব; ভেব না প্রিয়তমে—ভেব না,—আমাকে জ্বালাতন ক'র না,—তার চেয়ে একটা গান গাও, তোমার কোকিলকণ্ঠের মধুময় গান আমার অন্তরে স্বপ্নরাজ্য সৃষ্টি করুক!—গাও প্রিয়তমে!

মস্তানীর গীত

চাতকী গো তব কেমন ধারা।
আছে নদনদী—বিশাল বারিধি, তবু কেন তুমি পিয়াসে সারা!
বিনা বরিষণ বিন্দু বারি
বিষাদে বিমাইন বেড়াও ফুকারী,
কি স্বাদ লভেছ,—কি প্রেমে মজেছ, কেন ধর হেরি আপন হারা!
আজ মুখ তুলে কি ভাবে গো ভুলে, তাকাও সাগিগ্রে পাগল পারা!

বাজীরাও। সুন্দর!—অতি সুন্দর!!

নেপথ্যে। খুন—খুন,—হত্যা—হত্যা,—পেশোয়া—পেশোয়া,—পালান—পালান!—

বাজীরাও। কি এ মস্তানী!—দস্যু-বিভীষিকা না কি?—প্রিয়তমে! শীঘ্র আমার পিস্তল নিয়ে এস! [মস্তানীর প্রস্থান।

(বেগে রণজীর প্রবেশ।)

কে তুই দস্যু?—কাকে হত্যা ক'রে এসেছিস?—কে তুই নরাধম?—(সবিস্ময়ে) কে ও, রণজী!—

রণজী। পেশোয়া!—চিনতে পেরেছেন রণজীকে? ধন্য হ'লেম! রণজীর প্রণাম নিন্!

বাজীরাও। এ সব কি রণজী?—এ কি তোমার ভীষণ মূর্ত্তি! তুমি কাকে হত্যা ক'রে এসেছ?

রণজী। কাউকে হত্যা করিনি; আপনার এই প্রমোদ-কুঞ্জের বন্দীরা

আমার পরিচয় পেয়েও আমাকে এখানে প্রবেশ ক'রতে দেয় নি, তাই তাদের পরাস্ত ক'রে,—আহত ক'রে এখানে চ'লে এসেছি।

বাজীরাও। আমার অনুমতি না নিয়ে,—আমার বিশ্বস্ত প্রহরীদের অঙ্গে হস্তক্ষেপ ক'রে,—আমার বিশ্রাম কক্ষে তুমি কেন এসেছ রণজী?

রণজী। আপনার সঙ্গে শেষ সাক্ষাৎ ক'রতে,—আপনার মনোগত অভিপ্রায় কি, তাই জানবার জন্যে অকস্মাৎ এখানে এসে উপস্থিত হ'য়েছি।

বাজীরাও। রণজী! কোন্ সাহসে তুমি পেশোয়া বাজীরাওয়ের সম্মুখে দাঁড়িয়ে এমন উদ্ধতভাবে কথা কইছ?

রণজী। পেশোয়া!—কোন্ সাহসে আপনি আপনার মুখের কথা পদ-দলিত ক'রে রণজীর কাছে তার আগমনের কৈফিয়ৎ চাচ্ছেন?—আপনার পুর-প্রাসাদে রণজীর গতি সর্ব্বদাই অবারিত,—এ আপনারই আদেশ।

বাজীরাও। রণজী!—আমি এখন বিশ্রামপ্রার্থী, আমার বিশ্রামে এখন ব্যাঘাত ঘটিও না। কি প্রয়োজনে তুমি আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ ক'রতে এসেছ তাই বল; আমি এখন তোমার সঙ্গে বাদানুবাদে আমার বিশ্রামের অমূল্য সময় নষ্ট ক'রতে প্রস্তুত নই।

রণজী। এই কি সেই কর্ম্মবীর পেশোয়া বাজীরাও!—এই কি তার যোগ্য কথা! না,—তা নয়,—তুমি পেশোয়া নও,—তুমি তার কঙ্কাল!—বল,—কে তুমি পিশাচ,—মহাপ্রাণ বাজীরাওয়ের কঙ্কাল আচ্ছন্ন ক'রে পেশোয়া সেজে ব'সে আছ? বল, কোন্ নরকের পিশাচ তুমি!

বাজীরাও। রণজী!—কি ব'লছ তুমি!

রণজী। কি ব'লছি আমি?—তা কি বুঝতে পারছ না তুমি কাপুরুষ? যে পেশোয়া বাজীরাও জীবনে কখন বিশ্রাম করে নি,—বিলাস-

লালসাকে হৃদয়ে কখন স্থান দেয়নি,—রণাঙ্গনে শত্রু-হননেব কল্পনা,—সৈন্তসজ্জাব শৃঙ্খলা সাধন যাব বিশ্রামকাল পূর্ণ ক'রত, আজ সেই দেবতার কঙ্কাল বিশ্রামপ্রত্যাশী।—বিলাস-লালসার ক্লেদকর্দ্দমে এখন তার আত্মতৃপ্তি!—ধিক্!!

বাজীবাও। রণজী!—রণজী!!

রণজী। কিসের ও ভ্রূকুটি দেখাচ্ছেন পেশোয়া?—ভ্রূকুটি ভ্রূভঙ্গে রণজী সিন্ধিয়াব প্রাণ কাঁপে না,—পাপীকে স্পষ্ট কথা শোনাতে সে বিরত হয় না! রণজী কর্ত্তব্যেব দাস, কর্ত্তব্যের অনুরোধে কর্ত্তব্যভ্রষ্ট মালবেশ্বরের আশ্রয় পরিত্যাগ ক'রে কর্ত্তব্যনিষ্ঠ পেশোয়াব চরণে শবণ গ্রহণ ক'রেছিল;—আজ সেই পেশোয়াকে কর্ত্তব্যহাবা দেখে রণজী বিদায় নিতে এসেছে।

বাজীবাও। বিদায় নিতে এসেছ?—কি রকম বিদায়?

রণজী। তা ব'লতে পারি না,—তবে যে বিশ্বসংসার থেকে জন্মের মতন বিদায় নেব—এটা স্থির! বড় আশা ছিল,—যে সঙ্কল্প ক'রে কর্ম্ম-ক্ষেত্রে নেমেছিলেম, সে সঙ্কল্প সাধন ক'রে একেবারে বিদায় নেব,—তা আর হ'ল না। পেশোয়া!—পেশোয়া! একবার বলুন,—আপনি কর্ত্তব্যহারা হন্ নি! একবার এ মোহপাশ ছিঁড়ে ফেলে,—এ মায়ার আবরণ ভেদ ক'রে, সেই প্রতিভা-প্রদীপ্ত নরদেবতা পেশোয়ারূপে দেখা দিন,—জন্মশোধ বিদায়কালে একবার প্রাণ ভ'রে সেই পুণ্যচ্ছবি দেখে যাই।—এই আমার প্রার্থনা!

বাজীরাও। রণজী!—রণজী! কেন তখন আগ্রা-জয়ের দায়িত্ব দিয়ে আমাকে বুন্দেলায় পাঠিয়েছিলে? যে আগুন জেলেছ, তা আর নিভবে না,—যে বিষ খাইয়েছ, তা আর উদ্গার কববার সাধ্য নেই। যে পথে অবতীর্ণ আমি—এখন সেই পথ ব'য়ে ছুটে যাচ্ছি, জানি না, সে পথের শেষ কোথায়?—জানি না আমার গতির নিবৃত্তি

কোন্‌খানে—কতদূরে—কোন্‌ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের পরপারে। আমাকে ফেরাবার চেষ্টা ক'র না রণজী,—আমি ফিরতে পারব না—আমি আর বুঝি ওই কর্ম্মক্ষেত্রে গিয়ে দাঁড়াতে পারব না,—যাও তুমি রণজী,—আমাকে উন্মাদ ক'র না,—আমার স্বপ্ন ভেঙ্গে দিও না—অন্তরে আমার বিপ্লব বাধিও না,—যাও—যাও তুমি!

রণজী। উত্তম পেশোয়া!—উত্তম! আর আপনাকে ত্যক্ত ক'রব না। বিলাস-লালসার নাগপাশে আবদ্ধ হ'য়ে আত্মহত্যা ক'চ্ছেন শুনে—আমি বাধা দিতে এসেছিলেম,—পারলেম না। আর বাধা দেব না,—এ সংসারে রণজী আর কখন আপনাকে বাধা দিতে আসবে না। আজ জন্মের শোধ বিদায় নিয়ে চ'ল্লেম, কিন্তু যাবার আগে আপনার স্মৃতির সমস্ত নিদর্শন মুছে ফেলে দিয়ে যাব!—এই নিন্‌ আপনার প্রদত্ত লালসালাঞ্ছিত অপবিত্র তরবারি!—এই নিন্‌ অসার উপাধি-মণ্ডিত কলঙ্ক উষ্ণীষ! মায়ামুক্ত আবদ্ধ বিহঙ্গ আজ স্বাধীন! কর্ত্তব্যের শৃঙ্খল কেটে রণজীর প্রাণপাখী এবার দূর নীলিমার কোলে মিশে যাবে। এবার আপনি স্বচ্ছন্দে আত্মহত্যা করুন।

[রণজীর প্রস্থান।

বাজীরাও। কি ক'রলেম!—কি করলেম! মোহের ছলনায় মুগ্ধ হ'য়ে আমি কি ক'রলেম! কি—রণজী চ'লে গেল? তাকে রাখতে পারলেম না,—ফেরাতে পারলেম না,—ফেরাবার চেষ্টাও ক'রলেম না। রণজী তবে কি সত্য কথা ব'লে গেল,—সত্যই কি আমি পেশোয়ার কঙ্কাল।

(মস্তানীর প্রবেশ।)

মস্তানী। সত্যই পেশোয়ার কঙ্কাল!

বাজীরাও। তোমার মুখে এ কথা বড় চমৎকার শোনাল মস্তানী। আমি তোমার জন্ম সর্ব্বস্ব পরিত্যাগ ক'রেছি,—কর্ত্তব্য বিস্মৃত

হ'য়েছি—হৃদয়কে দগ্ধ মরুভূমির চেয়েও ভীষণতর ক'রে তুলেছি,—আর এখন তোমার মুখে এই কথা পাষাণী !

মস্তানী। প্রভু! তুমি আমাকে যেমন জান, এ পৃথিবীতে তেমন আর কেউ জানে না : কিন্তু তবু তুমি আমাকে আজ ভুল বুঝছ। এ আমার দুর্ভাগ্য ভিন্ন আর কি ব'লব! তুমি কি জান না প্রভু,—তোমার হৃদয়ে আঘাত লাগলে সে আঘাত আমারও মর্ম্ম পর্য্যন্ত স্পর্শ করে। মোহে আচ্ছন্ন হয়ে তুমি যে মনঃকষ্ট পাচ্ছ,—আমিও সে মনঃকষ্ট মর্ম্মে মর্ম্মে ভোগ ক'রছি! স্বামিন্, আজ একবার আগেকার কথা মনে ক'রে দেখ, সেই সৌরকরোজ্জ্বল ধরণী,—শান্ত সুন্দর প্রভাত,—উৎসাহপূর্ণ অম্লান-জীবন,—সে কি মধুর জীবন প্রিয়তম। কর্ত্তব্য-সাগরের শত সহস্র ঊর্ম্মিমালা ভেদ ক'রে কি স্বর্গীয় শক্তিতেই সে জীবন-তরণী ছুটে চ'লেছিল!—কিন্তু এখন সে তরণী গতিহীন, বাত্যাবিক্ষুব্ধ তরঙ্গরাশির মধ্যে তোমার সেই সাধের তরণী আজ মজ্জমান! প্রভু!—স্বামিন্!—এখনো প্রকৃতিস্থ হও—এখনো তাকে রক্ষা করবার উপায় আছে।

বাজীরাও। আছে, সে উপায় তুমি! মস্তানী!—মস্তানী! তুমিই এই মজ্জমান জীবন তরণীর মঙ্গল-কিরণবর্ষী ধ্রুব-নক্ষত্র। তোমার ওই গভীর অপ্রমেয় অনন্ত প্রেমই আমার অবলম্বন!

মস্তানী। না প্রিয়তম, আমি নই,—আমার প্রেম নয়; বিধিনির্দ্দিষ্ট কর্ত্তব্যই এখন তোমার অবলম্বন, আমায় ভুলে যাও প্রভু,—আমার মায়াপাশ ছিঁড়ে ফেল,—এই তোমার কর্ত্তব্য। আত্মসম্মান রক্ষার জন্য যতই কঠিন হোক্,—এ কর্ত্তব্য তোমাকে পালন ক'রতেই হবে!

বাজীরাও। বিচিত্র কর্ত্তব্যপালন বটে! আমি তোমার কর্ত্তব্যের মর্ম্ম-গ্রহণে অক্ষম। সীমাহীন সমুদ্রতীরে পর্ব্বতের উচ্চশৃঙ্গের শেষপ্রান্তে

দণ্ডায়মান আমি ;—আমার পদতলে তরঙ্গসঙ্কুল ফেনময় মহাসমুদ্র উন্মত্তভাবে গর্জ্জন ক'রে ছুটে চ'লেছে,—আর তুমি এখন আমাকে পদাঘাতে ওই সমুদ্রবক্ষে নিক্ষেপ ক'রে—নিমজ্জিত ক'রে কর্ত্তব্য পালন করাতে চাও।

মস্তানী। তবে আমি ওই উন্মত্ত সাগরগর্ভে আত্মবিসর্জ্জন করি,—তোমার কর্ত্তব্যের পথ মুক্ত হোক্। [পিস্তলের সাহায্যে আত্মহত্যা।

বাজীরাও। মস্তানী—মস্তানী। সর্ব্বনাশী।—কি ক'র্‌লি!

মস্তানী। আমি আমার নিজের কর্ত্তব্য পালন ক'র্‌লুম প্রিয়তম! প্রভু—আমি তোমাকে ভালবেসেছিলুম,—আত্মবিসর্জ্জন ক'রে তোমাকে ভালবেসেছিলুম, কিন্তু অদৃষ্ট-দোষে আমার সে ভালবাসা লালসার বহ্নিশিখারূপে তোমাকে দগ্ধ ক'রেছে—তোমাকে কর্ত্তব্যভ্রষ্ট ক'রেছে!

বাজীরাও। তাই তুমি আত্মহত্যা ক'রে আমাকে কর্ত্তব্যের পথ দেখিয়ে দিলে। মস্তানী।—মস্তানী। কি ক'রলে তুমি!—বিপদের মেঘরাশি আমার মস্তকের উপর নিবিড় হ'য়ে উঠেছিল; কিন্তু প্রিয়তমে, তোমার নির্ম্মল প্রেম সে মেঘবক্ষে সপ্তবর্ণরঞ্জিত রামধনুর মত বিচিত্র-বর্ণচ্ছটায় সে বিপদকেও আকাঙ্ক্ষণীয় ক'রে তুলেছিল। মস্তানী—মস্তানী—কোথা যাবে তুমি! মৃত্যুর সঙ্গে যুদ্ধ ক'রে আমি তোমাকে রক্ষা ক'রব। কে আছ—কে আছ—

মস্তানী। বৃথা চেষ্টা প্রিয়তম। আগেই বিষ খেয়েছি, এখন তার উপর পিস্তলের গুলি বুক পেতে নিয়েছি! উঃ বড় জ্বালা প্রিয়তম! কিন্তু এ জালার উপর বড় শান্তি পাই,—যদি তুমি একটা কথা রাখ—

বাজীরাও। বল,—বল মস্তানী—কি তোমার কথা? ব'লে ফেল,—তোমার কথা রক্ষা ক'রে আমিও তোমার অনুসঙ্গী হই।

মস্তানী। যে সঙ্কল্প নিয়ে পুণা থেকে বেরিয়েছিলে,—সেই সঙ্কল্প সিদ্ধ

ক'রে পুণায় ফিরে যাও ; যেন ভারতের ইতিহাসে তোমার নাম কলঙ্কিত হ'য়ে না থাকে। যদি মস্তানীকে ভালবাস,—আত্ম-বিসর্জ্জন ক'রে যদি ভালবেসে থাক, তা হ'লে প্রিয়তম, এবার জেগে ওঠ,—বিশ্বব্রহ্মাণ্ড যেন তোমার এ জাগরণের সংবাদ পায়! যাই প্রভু—পদধূলি দাও!—(মৃত্যু)

বাজীরাও। সব ফুরিয়ে গেল! সব শেষ হ'য়ে গেল। যার জন্যে বড় আপনার যারা,—অবিচলিতচিত্তে তাদের পর ক'রলেম, বিশ্ববিদিত বীরত্বের কাহিনী কলঙ্কিত ক'রলেম, জীবন-সংগ্রামে ক্ষতবিক্ষত প্রাণ ল'য়ে প্রাণপোড়া পিপাসায় কাতর হ'য়ে যার প্রেম সুধারসে সিঞ্চিত হ'য়ে নবজীবনে উদ্ভাসিত হ'য়েছিলেম,—সেই চ'লে গেল। একবার ভাবলে না,—একবার জিজ্ঞাসাও ক'রলে না,—অনুমতি না নিয়েই অকাতরে অম্লানবদনে মায়ার শৃঙ্খল চূর্ণবিচূর্ণ ক'রে ভুবনের প্রান্ত হ'তে অপর প্রান্তে উন্মাদিনীর মতন ছুটে চ'লে গেল। গেল—গেল,—খুব চোট দিয়ে গেল,—খুব ব্যথা দিয়ে গেল,—খুব দাগা দিয়ে গেল। জীবন-স্রোত পরিবর্ত্তন ক'রে দিয়ে এত বড় সংসার—সমস্তটা ওলট-পালট করে পাষাণী পাষাণ-প্রাণে বিদায় নিয়ে চ'লে গেল। তবে আর কেন মায়া,—আর কিসের মমতা,—আর কিসের আকিঞ্চন,—আর কিসের বন্ধন? বাজীরাও। জাগ্রত হও, আবার কর্ম্মজীবনের সূত্রপাত কর, মোহের ঘুম একেবারে ঘুচিয়ে ফেল, হৃদয়ের দুর্ব্বলতা একেবারে দূর ক'রে দাও, পশুত্ব পরিত্যাগ কর—মানুষ হও, বীরের পুত্র—বীর হও, পেশোয়ার যোগ্য সম্মান রক্ষা ক'রবার জন্য আবার বদ্ধপরিকর হও। যে গেছে—গেছে। আর তো ফিরবে না,—আর তো আসবে না; বিশ্বের শেষ সীমায় উপস্থিত হ'য়ে অনন্তকাল ধ'রে চীৎকার ক'রে নাম ধ'রে ডাকলেও তো তাকে খুঁজে পাওয়া যাবে না। এখনও যারা আছে, তাদের

ফিরিয়ে আনবার চেষ্টা করি। বলজী আসুক, মলহর আসুক, সদাশিব আসুক,—আমার এখনো যারা আপনার জন আছে, আবার তারা যথাস্থানে ফিরে এসে আপনার আপনার স্থান অধিকার করুক। মস্তানী!—মস্তানী! তোমার ভবিষ্যদ্বাণী জ্বালাময়ী বহ্নির মতন আমার চ'খের ওপর প্রতিফলিত হ'য়ে আমাকে কর্ত্তব্যের পথ দেখিয়ে দিচ্ছে। উন্মাদ—উন্মত্ত,—অত্যুচ্চ আশায় আমার উদ্‌ভ্রান্ত হৃদয় উচ্ছ্বসিত হ'য়ে উঠেছে। কোথায় কর্ত্তব্য,—কোথায় কর্ম্ম,—কোথায় সান্ত্বনা? [প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

বুন্দেলা—মহারাষ্ট্র-শিবির

মলহর ও চিমন।

মলহর। চিমন! চতুর্দ্দিকে আগুন জ্বলে উঠেছে। সৈন্যদল ভেঙে যায়, আর তাদের বাধতে পারি না। পেশোয়ার অধঃপতনের কথা ভারতময় রাষ্ট্র হ'য়ে প'ড়েছে,—তীব্র কশাঘাতে যে সব শত্রু শির নত ক'রে দাঁড়িয়েছিল, আবার তারা মাথা তুলেছে। হায়! হায়! স্বপ্নেও ভাবিনি যে উচ্চ আশায় উন্মত্ত হ'য়ে কর্ম্মের পতাকা নিয়ে কর্ম্মক্ষেত্রে নেমেছিলেম সে আশার পরিণাম এমন শোচনীয় হবে। কর্ম্মের সে উন্নত পতাকা এ ভাবে খণ্ড খণ্ড হ'য়ে ধূলায় মিশে যাবে।

চিমন। কি হবে রাওজী কি হবে। জিতেও যে আমরা হেরে গেলেম। সম্মুখে সুপ্রশস্ত সুবিশাল সুরোবর, আর আমরা তার

তীরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তৃষ্ণায় হাহাকার ক'র্‌ছি। হাত পা অবশ—এগোচ্ছে না—

মল্‌হর। আর বুঝি এগোবে না চিমন!—মহারাষ্ট্রের জাতীয় আকাশে যে দীপ্তিমান্ সূর্য্য ত'দিন আগে জল্ জল্-ক'রে জ্বলে উঠেছিল—সে সূর্য্যের দীপ্তি এখন স্তিমিত,—দুর্দ্দিনের ঘনান্ধকারে এখন সে সূর্য্য ডুবে যাচ্ছে! চিমন!—রণজী গেছে, সে ফিরে আসুক। রণজী যদি পেশোয়াকে ফেরাতে না পারে, তা হ'লে একবার আমি যাব,—এক বার শেষ চেষ্টা ক'রব,—পেশোয়ার পদতলে হৃদপিণ্ড ছিঁড়ে ফেলে তার জীবনের গতি ফিরিয়ে দেব।

(রণজীর প্রবেশ।)

রণজী। মল্‌হর! মল্‌হর! ভাই!—ফেরাতে পার্‌লেম না পেশোয়াকে, প্রত্যাখ্যাত হ'লে নিরাশার মর্ম্মবেদনা নিয়ে ফিরে এসেছি! পেশোয়া এখন প্রাণহীন—হৃদয়হীন, দেহে তাঁর কর্ম্মবীর বাজীরাও-য়ের সে বিশ্বব্যাপী দীপ্তির কণামাত্রেরও অস্তিত্ব দেখতে পেলেম না! দেখে এলেম,—বাজীরাওয়ের প্রাণহীন কঙ্কাল বিলাস-লালসার ক্লেদকর্দ্দমে মজ্জমান।—সে কঙ্কালে আর পেশোয়া বাজীরাওয়ের সে মেদমজ্জার সঞ্চার হবে না। মল্‌হর! পেশোয়ার কাছ থেকে আমি বিদায় নিয়ে এসেছি,—জন্মের শোধ বিদায় নিয়ে এসেছি, এখন তোমাদের কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছি!—এই দেখছ পিস্তল!—এই পিস্তলের সাহায্যে এখনই হৃদপিণ্ড বিদীর্ণ ক'রব,—তার পর এই প্রাণহীন দেহ পেশোয়ার পদতলে উপহার দিও,—বিদায় দাও বন্ধুগণ!

মল্‌হর ও চিমন। কি কর—কি কর রণজী!

রণজী। বাধা দিও না,—অনুরোধ ক'র্‌ছি—মিনতি ক'র্‌ছি—বাধা দিয়ো না;—জীবন-বন্ধন ছিঁড়ে গেছে আমার—আর তা যুড়বে না,—

সবে দাঁড়াও—আমায় মরতে দাও—(দূরে সরিয়া গিয়া) দেখ—দেখ—এবার রণজী সিন্ধিয়া কেমন ক'রে আত্মহত্যা করে!

(পিস্তল লইয়া আত্মহত্যার উপক্রম।)

(বেগে বাজীরাওয়ের প্রবেশ।)

বাজীরাও। রণজী—রণজী। নিবৃত্ত হও,—আত্মহত্যা ক'র না বন্ধু—আত্মহত্যা আমি ক'রব। (রণজীর হস্তধারণ।)

রণজী। মরতে দাও—মরতে দাও—বাধা দিও না আমাকে—মরতে দাও

বাজীরাও। না—না রণজী। তুমি মহৎ—তুমি মাতৃভূমির একনিষ্ঠ সাধক, তুমি বিজয়লক্ষ্মীর বরপুত্র,—মৃত্যুর অতীত তুমি! আমি এখন মৃত্যুর দ্বারে উপস্থিত,—মৃত্যু এখন আমারই উপাস্য,—ওই পিস্তল আমার বুকে দাও!

রণজী। এ কি!—আমি কি স্বপ্ন দেখছি! পেশোয়া!—পেশোয়া আমার সম্মুখে।

বাজীরাও। হাঁ রণজী, পেশোয়াই তোমার সম্মুখে! রণজী!—রণজী! আজ পেশোয়ার পরিত্যক্ত জীর্ণকঙ্কালে আবার নূতন ক'রে মেদ মজ্জার সঞ্চার হ'য়েছে,—আজ উন্মত্ত পেশোয়ার মোহ কেটে গেছে,—পেশোয়া জ্ঞান ফিরে পেয়েছে,—কর্ত্তব্যের সন্ধান পেয়েছে! সে জ্ঞান হেড়ে দিও না,—সে কর্ত্তব্য পথ থেকে আর তাকে দূরে ক'র না রণজী!

রণজী। তাই যদি হয়, তা হ'লে আমি পিস্তল ফেলে দিলেম,—সমস্ত মান অভিমান বিসর্জ্জন দিয়ে মৃত্যুর অধিকার থেকে আবার স'রে এলেম। পেশোয়া!—পেশোয়া! উদ্ধত রণজী আপনার চরণে প্রণত,—রণজীকে মার্জ্জনা করুন পেশোয়া!

বাজীরাও। রণজী ওঠ। তুমি আমাকে মার্জ্জনা কর রণজী,—আমিই তোমার কাছে অপরাধী।

মলহর। পেশোয়া!—পেশোয়া! সত্যই কি আবার আপনাকে ফিরে পেলেম!

বাজীরাও। হাঁ মলহর,—সত্যই আজ পেশোয়াকে ফিরে পেলে,—কিন্তু অন্য ভাবে—অন্য রকমে!—জান কি মলহর, কে আমাকে মোহের সূচিভেদ্য অন্ধকার থেকে কর্ম্মের এই আলোকময় উজ্জ্বল ক্ষেত্রে ঠেলে ফেলে দিয়ে গেছে?—সে মস্তানী! সেই পতিগতপ্রাণা সাধ্বীই পেশোয়ার শোচনীয় অধঃপতন বুঝতে পেরে, পেশোয়ার পাদমূলে আত্মহত্যা ক'রে পেশোয়াকে কর্ত্তব্যের পথ দেখিয়ে দিয়ে গেছে!

মলহর। মস্তানী আত্মহত্যা ক'রেছে!

রূপজী। কি বলছেন—মস্তানী মরেছে?

চিমন। বল কি দাদা, আত্মহত্যা ক'রেছে?

বাজীরাও। হাঁ, আত্মহত্যা ক'রেছে—আমার সম্মান অক্ষুণ্ণ রাখবার জন্যে, আমাকে কলঙ্কমুক্ত করবার জন্যে, সেই নিঃস্বার্থহৃদয়া সাধ্বী স্বেচ্ছায় আত্মপ্রাণ বলি দিয়েছে। কিন্তু মৃত্যুশয্যায় মস্তানী আমাকে আমার কর্ত্তব্য দেখিয়ে দিয়ে গেছে; সে কর্ত্তব্য জ্ঞান আজ আমার হৃদয়-ক্ষেত্রে ভীষণ কুরুক্ষেত্রের সৃষ্টি ক'রেছে,—হৃদয়ের অভ্যন্তরে আমার রাবণের চুলী জ্বেলে দিয়েছে,—শিরায় শিরায় আগুন ছুটিয়েছে! আমি এখন উন্মত্ত—উদ্‌ভ্রান্ত! চল ভাই-সব, যশের পতাকা নিয়ে চল,—চল আগ্রায় আবার ধাবিত হই!

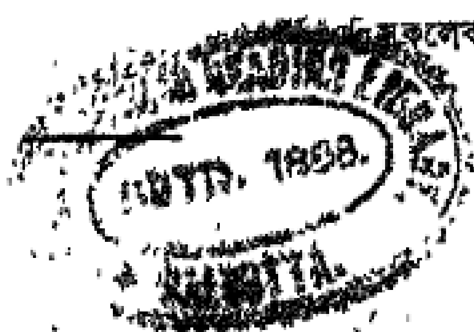
(ব্রজেন্দ্র স্বামীর প্রবেশ।)

ব্রজেন্দ্র। মোহের ছলনায় যে সর্ব্বনাশ ক'রেছ বাজীরাও, আগে তার প্রায়শ্চিত্ত কর, তার পর আগ্রায় যেও। বাজীরাও—বাজীরাও! চতুর্দ্দিকে আগুন জ্বলে উঠেছে! সমস্ত হিন্দুস্থান তোমার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছে—তোমার সাধের পুণার ওপর চেপে প'ড়েছে,—সাতারার সেনাপতি পর্য্যন্ত বিদ্রোহী হ'য়েছে। আগ্রা জয়ের আশা ত্যাগ কর

বাজীরাও! আগে গৃহ রক্ষা কর,—কুলনারীদের মর্য্যাদা রক্ষা কর,—এখনই এই দণ্ডে বিদ্যুতের শক্তি নিয়ে পুণায় ছুটে চল।

বাজীরাও। গুরুদেব!—গুরুদেব! তমসাচ্ছন্ন অমানিশার নিবিড় অন্ধকারে এ হতভাগ্য সন্তানকে নিক্ষেপ ক'রে এতদিন কোথায় লুক্কায়িত ছিলেন? কোথায় ছিলেন,—কি অবস্থায় ছিলেন,—কি মর্ম্মান্তিক যাতনায় কাতর হ'য়েছিলেন, অন্তর্য্যামী আপনি,—আপনার অবিদিত তো কিছুই নাই! হিন্দুস্থানের সুকোমল শ্যামল মৃত্তিকায় ভক্তিভরে দেবতার মূর্ত্তি গ'ড়তে গ'ড়তে মোহে আচ্ছন্ন হ'য়ে ছিলেম, মোহ কাটিয়ে জাগরিত হ'য়ে এখন দেখছি,—সে মাটিতে বানরের মূর্ত্তি গ'ড়ে ফেলেছি। কিন্তু, আর চিন্তা নাই গুরুদেব! এবার আমি নিশ্চিন্ত! যার জন্যে সর্ব্বত্যাগী হ'য়েছিলাম,—যার জন্যে জগৎ-সংসার উপেক্ষা ক'রে নরকের কীট ব'লে আপনাদের সমক্ষে পরিগণিত হ'য়েছিলাম,—যার জন্যে সমস্ত বিশ্ব জুড়ে কলঙ্কের পতাকা উড্ডীয়মান হ'য়েছিল,—সে আর এ সংসারে নাই—চ'লে গেছে,—আপনার গন্তব্য পথে চ'লে গেছে,—স্বর্গের সামগ্রী- স্বর্গে চ'লে গেছে। আমি আপনাকে ফিরে পেয়েছি,—রণজীকে ফিরে পেয়েছি,—মলহরকে ফিরে পেয়েছি,—বহুদিনের ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নি ধূ ধূ জ্বলে উঠেছে। জ্বলুক—জ্বলুক, আগুন আরও জ্বলুক,—লক্ লক্ শিখা আকাশ স্পর্শ করুক। বাজীরাওয়ের প্রাণে আজ অসহ্য জ্বালা! জ্বালায় সঙ্গে জ্বালা মেশাব,—বিষে বিষ ক্ষয় ক'রব, চল—ভাই—ভাই-সব।—চল আবার নূতন ক'রে জীবন-সংগ্রামে মত্ত হই।

[সকলের প্রস্থান।



পঞ্চম গর্ভাঙ্ক

পুষ্প-বাটিকা

লক্ষ্মী-আসীন।

লক্ষ্মী। বড় দুঃস্বপ্ন দেখেছি;—এমন তো আর কখন দেখিনি। স্বপ্নে আমার স্বামীকে দেখলুম,—দেখলুম, তাঁর রক্তমাখা দেহ ছিন্ন-ভিন্ন হ'য়ে প'ড়ে রয়েছে। সেই অবধি প্রাণ আমার কেঁদে কেঁদে উঠছে। কেন এমন স্বপ্ন দেখলুম? স্বপ্ন কথা কি সত্য হয়? না—না,—মিথ্যা কথা,—স্বপ্ন একটা দুশ্চিন্তা বই কিছুই নয়।—দূর হ'ক ছাই,—আর ভাবব না। কই—তিনি এখনও আস্‌চেন না কেন? এত রাত হ'য়েচে তবু আস্‌বার নাম নেই। কি এমন কাজ-কর্ম্ম যে, তাঁর আমোদ আহ্লাদেরও একটু অবসর ঘ'টে ওঠে না। এত আদর ক'রে—যত্ন ক'রে মালা গেঁথে হা-পিত্যেস হ'য়ে ব'সে আছি—তবু তাঁর আর দেখা নেই। আজ একবার এলে হয়। আর এক ছড়া মালা গাঁথি,—দূর ছাই, ভাল লাগছে না, তার চেয়ে একটা গান গাই,—শুনলেই তিনি অবশ্য আস্‌বেন।

লক্ষ্মীর গীত।

আমি নিশি দিন ধ'রে, তব মুখ চেয়ে, কাল-লহরী গণেছি।
সংসার-প্রান্তে উদাস অন্তরে সারা নিশি ব'সে জেগেছি।
নয়ন-নীরে গাঁথিয়ে মালা
প্রেম-কুসুমে সাজিয়ে ডালা,
তব আশা-আশে ব'সে দুটি বেলা—নিরাশ-নীরে (শুধু) ডুবেছি।
দারুণ বিরহ-সাগরে পড়ি
তব রূপ-ছবি হৃদে ধরি—
জানি মনে নাথ তুমি আমারি,—তাই তোমারে ডেকেছি।

(শঙ্করের প্রবেশ ও উভয়-হস্তে লক্ষ্মীর চক্ষু আচ্ছাদন)

লক্ষ্মী। চিনতে পেরেছি—তুমি চোর, তাই চুরি ক'রে আমার গান শুনছিলে!

শঙ্কর। তুমি ভারি দুষ্টু মেয়ে,—তাই রাত-দুপুরে চোরের পিছনে ব'সেছিলে!

লক্ষ্মী। পেবস্ত বুঝি চোরের পিছনে ব'সে থাকে?

শঙ্কর। নইলে চোর বুঝি কখন ফুল-বাড়ীতে ঢোকে?

লক্ষ্মী। গড় করি তোমাকে, হার মানছি,—এখন চোখ ছাড়,—চেয়ে বাঁচি।

শঙ্কর। যদি না ছাড়ি?

লক্ষ্মী। তা হ'লে তোমার সঙ্গে আড়ি।

শঙ্কর। বেশ, তবে ভেগে পড়ি। [প্রস্থানোদ্যত।

লক্ষ্মী। (ছুটিয়া গিয়া শঙ্করের হস্তধারণ)—দাঁড়াও—দাঁড়াও,—শোন, একটা কথা বলি?—এ কি! এমন সময় এ বেশ কেন?

শঙ্কর। নৈশ সজ্জার পরিবর্ত্তে আমার সমর-সজ্জা দেখে তুমি আশ্চর্য্য হ'চ্ছ! তা আশ্চর্য্য হবার কথাই বটে। এখন আমাকে স্থানান্তরে যেতে হবে প্রিয়তমে, তাই তোমাকে বল্‌তে এসেছি।

লক্ষ্মী। এত রাত্রে! কোথায় কোথায় যাবে তুমি?

শঙ্কর। কোথায় যে যাব জানি না, তবে দুর্গের বাইরে।

লক্ষ্মী। কেন যাবে?—কি হ'য়েছে? তোমার মুখখানি অমন ভারি ভারি দেখ্‌ছি কেন? বল তুমি,—তোমার কি হ'য়েছে?

শঙ্কর। এই মাত্র আমি এক ভীষণ সংবাদ পেয়েছি লক্ষ্মী, অসংখ্য সৈন্য নিয়ে নিজাম পুণা আক্রমণ ক'রতে আস্‌ছে।

লক্ষ্মী। তাই কি তুমি এত রাত্রেই তার আক্রমণ প্রতিরোধ ক'রতে যাচ্ছ?

শঙ্কর। না,—আরো এক সংবাদ পেয়েছি। এ রাজ্যের কয়েকজন কর্ম্মচারী না কি শত্রুপক্ষে যোগ দিয়াছে, এ রাজ্যেই তাদের ষড়যন্ত্রের আস্তানা স্থাপিত হ'য়েছে। রাঘব সরদার সে আস্তানার সন্ধান পেয়েছে, আজ রাত্রে ষড়যন্ত্রকারীরা সেখানে সমবেত হ'য়েছে। রাঘব সর্দ্দার এ সংবাদ পেয়ে দল-বল নিয়ে দুর্গের বাইরে অপেক্ষা ক'রছে, আমি এখনি তার সঙ্গে মিলিত হব; এই রাত্রেই ষড়যন্ত্র-কারীদের আক্রমণ ক'রে বন্দী ক'রব।

লক্ষ্মী। দোহাই তোমার,—এ রাত্রে যেও না; আমার এই অনুরোধ টুকু রাখ।

শঙ্কর। পাগলের মতন এ তুমি কি ব'লছ লক্ষ্মী।

লক্ষ্মী। আমি পাগলের মতন কথা বলিনি। দুঃস্বপ্ন দেখে বড় ভয় পেয়েছি; তাই তোমাকে আর চোখের আড়াল ক'রতে পাচ্ছি না।

শঙ্কর। তা ব'লে স্বপ্নের দোহাই দিয়ে আমি তোমার অঞ্চল ধ'রে বসে থাকতে পারি না, তোমার চেয়ে কর্ত্তব্য আমার অধিক গর্ব্বের—অধিক আদরের সামগ্রী।

লক্ষ্মী। আমি তা অস্বীকার করি না। জানি আমি,—আমার চেয়ে কর্ত্তব্য তোমার অনেক বড়, কিন্তু প্রিয়তম। আমি যে আজ কিছুতেই মন বাঁধতে পারছি না—তোমাকে চোখের অন্তরাল ক'রতে আমার প্রাণ চাচ্ছে না।

শঙ্কর। তা ব'লে তুমি আমার কর্ত্তব্য-পালনে বাধা দিও না প্রিয়তমে।

লক্ষ্মী। আমি কি সাধ ক'রে বাধা দিচ্ছি? আমার মন যে বুঝছে না, দুঃস্বপ্নের কথা কেবল মনে জেগে উঠছে,—চোখের সামনে কেবল তোমার রক্তমাখা দেহ দেখতে পাচ্ছি। তাই এ রাতে তোমাকে বাইরে যেতে বাধা দিচ্ছি প্রিয়তম!

শঙ্কর। বাধা দিও না প্রিয়তমে। স্বপ্নের বিভীষিকায় আমি ভয় পাব?

কর্ত্তব্য পালনে বিমুখ হব,—এমন কল্পনাকে তুমি মনের কোণেও স্থান দিও না! তুমি নিশ্চিন্ত থাক, আমি এখনি আসব।

[প্রস্থান।

পদ্মা। হায়—চ'লে গেল!—আমার কথা শুনলে না—দুঃস্বপ্নের কথা একবারও মনে স্থান দিলে না? প্রাণেশ্বর!—সংসারে তুমিই যে এখন আমার একমাত্র সম্বল, তাই তোমার জন্য আমার মন এত চঞ্চল হয়,—তাই তোমার অদর্শনে আমি একদণ্ড থাকতে পারি না। আমি তোমাকে এ সন্দেহের ক্ষেত্রে কখনই একলা যেতে দেব না। আমি তোমার পাছু নেব,—ছায়ার মত তোমার সঙ্গে সঙ্গে যাব,—যেমন ক'রে পারি তোমার রক্ষা ক'রব। [প্রস্থান।

(বলজীর প্রবেশ।)

বলজী। পিসি-মা এত রাত্রে কোথায় গেলেন! আকাশে অমন দুর্যোগ,—অন্ধকারে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড আচ্ছন্ন,—এমন দুর্যোগের রাত্রে পিসি-মা দুর্গ থেকে বাইরে যাচ্ছেন কেন? না—দেখতে হ'চ্ছে ব্যাপার কি।

(চন্দ্রসেন, বলদেব ও সৈন্যগণের প্রবেশ।)

চন্দ্রসেন। বাঁধো—বাঁধো—

[সৈন্যগণের অগ্রগমন ও বলজীকে বন্ধন।

বলজী। কে!—কে!—কি—এ—

চন্দ্রসেন। মুখ বেঁধে কেল চেঁচাতে দিও না। [সৈন্যগণের তথাকরণ।

যাও,—রুদ্ধ—কক্ষে সাবধানে আটক ক'রে রাখ,—বলদেব! প্রাসাদ পূর্ণ কর,—বন্দীদের হস্তগত কর। [প্রস্থান।

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক

ভীমা নদীর তীরস্থ পথ

ত্র্যম্বকরাও ও সৈন্যগণ

ত্র্যম্বক। সাবধান—খুব সাবধান!—ধীরে ধীরে—চুপে চুপে ঝোপের ভেতর গিয়ে লুকোও,—শিকারের প্রতীক্ষায় লুব্ধ শার্দ্দূলের মতন সজাগ হ'য়ে থাক,—এই পথেই সে আসছে। এখানে এসে পঁহুছুবামাত্রই সিংহ-বিক্রমে চারিদিক থেকে আক্রমণ ক'র্‌বে। ওই,—ওই আসছে। স'রে এস। [সকলের প্রস্থান।

(শঙ্করের প্রবেশ।

শঙ্কর। উঃ—কি ভয়ঙ্কর অন্ধকার! কিছুই লক্ষ্য হ'চ্ছে না। অন্ধকারের এই বিরাট গর্ভে কোথায় সে রাঘব সর্দ্দার দলবল নিয়ে ব'সে আছে, তার তো কোন সন্ধানই পেলেম না। খুঁজতে খুঁজতে নগরের প্রান্তভাগে—নদীতটে এসে প'ড়লেম, এই তো ভীমা নদীর উত্তর পথ,—এই তো পুণ্যতোয়া স্রোতস্বতীর অমল-ধবল জল কুলু কুলু স্বরে দেশ-দেশান্তরে ছুটে চ'লেছে!—এই তো নদী তীরে এলেম, কিন্তু এখানেই বা সর্দ্দার কই? তবে কি আমার বিলম্ব দেখে তারা চ'লে গেছে!—না—আর কোথাও আমার প্রতীক্ষা ক'রছে! (বন্দুকের আওয়াজ) এ কি!—এ কি! কি এ ব্যাপার! কে আমাকে লক্ষ্য করে বন্দুক ছুড়লে! আমার ললাটের পাশ দিয়ে বন্দুকের গুলি চ'লে গেল! ওই আবার আওয়াজ! নীরব নিশীথে নির্জ্জন নদী-সৈকতে এ কি বিষম উৎপাত! তবে কি লক্ষ্মীর সন্দেহ সত্য?

(লক্ষ্মীর প্রবেশ।)

লক্ষ্মী। এতক্ষণে কি তা বুঝ্‌তে পেরেছ প্রভু!

শঙ্কর। লক্ষ্মী!—লক্ষ্মী! তুমি আবার কোথা থেকে এলে?—কেন এলে?

লক্ষ্মী। আমি এলুম তোমাকে রক্ষা ক'রতে,—শত্রুর হাত থেকে তোমাকে বাঁচাতে। আর দেরী ক'র না প্রভু,—এখনি চ'লে এস, শত্রুর ছলনায় বাঘের মুখে এসে প'ড়েছ। ওই দেখ,—তোমাকে মারিবার জন্যে তারা ছুটে আস্‌ছে।

শঙ্কর। এত শত্রুতা!—এত শঠতা!—এত প্রবঞ্চনা। আমি এখন কি ক'রব?—কোথায় যাব? লক্ষ্মী!—লক্ষ্মী। তুমি কেন এখানে এলে?

লক্ষ্মী। আর আক্ষেপ করবার সময় নাই প্রভু! ওই দেখ, শত্রুসেনা ছুটে আস্‌ছে! দোহাই তোমার—পালিয়ে এস।

শঙ্কর। পালাব?—বীরবংশে জন্মগ্রহণ ক'রে দস্যুর ভয়ে পালাব? দীপ্ত সূর্য্যালোকে চিরজীবন কাটিয়ে এসে আজ খদ্যোতকে দেখে মুগ্ধ হব! আমি পালাব না,—যুদ্ধ ক'র্‌ব,—প্রবঞ্চক বিশ্বাসঘাতকদের দর্প চূর্ণ ক'র্‌ব।

লক্ষ্মী। তোমার পায়ে পড়ি,—তুমি একা যেও না।

শঙ্কর। কই একা, চিন্তা নেই—ভয় নেই, একাই যুদ্ধ ক'রব—বীরকীর্ত্তি অক্ষুণ্ণ রাখব; তুমি বাধা দিও না লক্ষ্মী, ছেড়ে দাও,—ওই দেখ, তারা ছুটে আস্‌ছে—আমাকে মারতে আস্‌ছে,—আমায় মারতে দাও!

[বেগে প্রস্থান।

লক্ষ্মী। হায়—হায়! কোথা যাও—কোথা যাও! কে কোথায় পুণ্যবাসী আছ,—এস,—ছুটে এস,—আমার স্বামীকে বাঁচাও! ওই!—ওই সর্ব্বনাশ হ'ল। [বেগে প্রস্থান।

(ত্র্যম্বকরাওয়ের প্রবেশ ।)

ত্র্যম্বক। কি সর্ব্বনাশ ! একা শঙ্করাও চক্ষের নিমেষে এতগুলো সৈন্যকে তাড়িয়ে দিলে। কি ভয়ঙ্কর ব্যাপার ! কিন্তু কতক্ষণ ! নিঃসহায় শঙ্কর একলা কতক্ষণ যুদ্ধ ক'রবে ? সমুদ্র প্রমাণ সৈন্য—কত মারবে। এখনি ওকে কুকুরের মতন হত্যা ক'রব। ইচ্ছা ছিল জীবন্ত বন্দী ক'রব, তা আর হ'ল না ;—মার,—গুলি কর— [বেগে প্রস্থান।

(নেপথ্যে বন্দুকের আওয়াজ।)

(লক্ষ্মীর হস্ত ধরিয়া রক্তাক্ত দেহে শঙ্করের প্রবেশ।)

শঙ্কর। লক্ষ্মী !—লক্ষ্মী ! কেন তুমি এখানে এসেছিলে ? যদি জেনেছিলে শত্রুর ফিকিরে আমার মৃত্যু হবে, তবে কেন প্রিয়তমে ! তুমি আমার জন্যে নিজের জীবন বিপন্ন ক'রলে।

লক্ষ্মী। জীবন বিপন্ন ক'রেও তো তোমাকে রক্ষা ক'রতে পারলুম না প্রিয়তম ! এত ডাকলুম,—এত চীৎকার ক'রলুম,—কেউ তো সাহায্য ক'রতে এল না !—কি হবে নাথ।

শঙ্কর। কি হবে, তা তো বুঝতে পারছ লক্ষ্মী,—চোখের উপর হাত এখনি তা দেখতে পাবে ! চারিদিকে শত্রু—অগণ্য অসংখ্য শত্রু ,—আমি একা, শত্রু-অস্ত্রে, আমার সর্ব্বাঙ্গ ক্ষত-বিক্ষত,—প্রাণ কণ্ঠাগত। লক্ষ্মী !—লক্ষ্মী ! পুণা-রক্ষার দায়িত্ব যে আমার হাতে উঃ !—আর যে আমি দাঁড়াতে পারছি না প্রিয়তমে ! আরো—আরো আশঙ্কা লক্ষ্মী;—তোমাকে কেমন ক'রে রক্ষা করি। আমি নিভয়ে মৃত্যুর প্রতীক্ষা ক'রছি ; কিন্তু আমার মৃত্যুর পর তোমার গতি কি হবে ? আমার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে তোমাকে ডাকাতে অপহরণ ক'রবে ! (লক্ষ্মীর রোদন)।

নেপথ্যে। মার—মার—মার !—

[চতুর্দ্দিক হইতে বন্দুকের আওয়াজ এবং শঙ্করের পতন।

শঙ্কর। লক্ষ্মী!—লক্ষ্মী!—প্রিয়তমে—

লক্ষ্মী। এ কি!—এ কি প্রিয়তম,—এ কি হ'ল! ওগো, কে কোথায় আছ, রক্ষা কর! দাদা - দাদা—কোথায় আছ তুমি,- একবার এস,—একবার দেখে যাও,—আজ আমার কি সর্ব্বনাশ হ'ল।

[পতন।

সপ্তম গর্ভাঙ্ক

কক্ষ

গৌতমা

গৌতমা। শুনলুম, শঙ্কর এখনো বাড়ীতে ফিরে আসেনি; এত রাত হ'ল—দেখতে দেখতে দ্বিতীয় প্রহর অতীত হ'য়ে গেল, তবু শঙ্কর ফিরল না কেন? এখন যেন মনে মনে একটু সন্দেহ হ'চ্ছে—একটু ভাবনাও হ'চ্ছে। বাবর সর্দ্দার বাড়ীতে না এসে ভীমার তীরে শঙ্করকে ডেকে পাঠালে কেন? কি জানি, যতই ভাবছি, ততই যেন সন্দেহ বাড়ছে,—প্রাণ যেন ততই আকুল হ'য়ে উঠছে। কই—আমার প্রাণ তো কখনও এত কাতর হয়নি,—দুর্ভাবনা আমার মনে তো কখন স্থান পায়নি! তবে আজ কেন আমার মনের এত কাতরতা!—কেন আমার হৃদয়ে এ দুর্ব্বলতা!—কিসের আশঙ্কা? (নেপথ্যে তূর্য্যধ্বনি) ও কি!—এত রাত্রে তূর্য্যধ্বনি কেন? তবে কি শত্রুসেনা সহরে ঢুকেছে? (দ্বারভঙ্গের শব্দ) ও কি!—দ্বারে পদাঘাত! তবে কি শত্রু পেশোয়ার প্রাসাদ পর্য্যন্ত অগ্রসর হয়েছে!

(রুক্মিণীর প্রবেশ।)

রুক্মিণী। দেবি! — দেবি! সর্ব্বনাশ হ'য়েছে, শত্রুর ফৌজ বাড়ীতে এসে প'ড়েছে! (নেপথ্যে চীৎকার ও দরজা ভাঙ্গার শব্দ) ওই শোন, চীৎকার ক'রছে, — ওই দেখ ঘর-দোর ভাঙছে। এখনি তারা অন্দরে এসে প'ড়বে। আমাদের রক্ষী-প্রহরীরা সব পালিয়ে গেছে, — অনেকে শত্রুর সঙ্গে যোগ দিয়েছে! দেবি। তুমি দেউড়ী রক্ষা কর, — আমি পেশোয়ার সহধর্ম্মিণীকে রক্ষা ক'রতে চ'ল্লুম, — ভয় পেও না, — সাহসে বুক বাঁধ দেবী, — এখনি আমার স্বামী এসে তোমাকে সাহায্য ক'রবে, — তুমি অস্ত্র ধর, — আত্মরক্ষা কর, — আমি চ'ল্লুম!

[বেগে প্রস্থান।

নেপথ্যে। (দরজা ভাঙ্গার শব্দ)।

গৌতমা। ওই যে দেখতে দেখতে অন্দরের আবরণ ভেঙে প'ড়লো! — ওই যে শত্রুসেনার পদাঘাতে, — বিকট চীৎকারে প্রাসাদ কেঁপে উঠছে! এখনি যে তারা এখানে এসে প'ড়বে। কি করি! — আমি নিজের জন্যে চিন্তিত নই, — কিন্তু পেশোয়ার সহধর্ম্মিণী, — পেশোয়ার সর্ব্বস্ব কাশী বাই-এর রক্ষার ভার যে আমার ওপর! তবে কি শত্রু এসে পেশোয়ার পত্নীর ওপর অত্যাচার ক'রবে! — তবে কি তাঁর পূতবংশ সত্যই আজ কলঙ্কিত হবে! — তবে কি দিগ্বিজয়ী পেশোয়ার বন্দিতা আজ শত্রুর কর-কবলিতা হবেন। ছি ছি! — কি লজ্জা! — কি ঘৃণা! মা মহাশক্তি, — শক্তি দাও। দশ-প্রহরণ-ধারিণী — শুম্ভ নিশুম্ভ-বিনাশিনী মা, আমায় শক্তি দাও। চণ্ডমুণ্ডঘাতিনী — মহিষাসুরমর্দ্দিনী — করালিনী — মহাকালী, — শক্তি দাও মা! [বেগে প্রস্থান।

(বলদেব ও সৈন্যগণের প্রবেশ।)

বলদেব। ধর ধর, — ওই পালাল —

১ম সৈন্য। হুজুর! ওরা যে স্ত্রীলোক!

বলদেব। ওই স্ত্রীলোকদেরই তো ধরা চাই,—জলদি যাও!

সৈন্যগণ। যো হুকুম। [প্রস্থান।

বলদেব। এত দিনে আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হ'ল। চিরসাধের গৌতমা সুন্দরী আজ আমার অঙ্কলক্ষ্মী হবে,—সঙ্গে সঙ্গে ভাগ্যচক্র ভোঁ ভোঁ ক'রে ফিরে যাবে। [তলোয়ার ঘুরাইয়া প্রস্থান।

(তরবারি হস্তে গৌতমার প্রবেশ।)

গৌতমা। কাত্যায়নী!—লজ্জা রাখ মা!—কন্যার মর্যাদা রাখ। তুমি যে মা নারীর লজ্জানিবারণী,—তুমি যে মা অবলা অনাথিনীর একমাত্র রক্ষয়িত্রী!—যুগে যুগে যখন এই হিন্দুস্থানে অত্যাচারী দানবের হস্তে পাতিব্রত্যের মর্যাদা নাশের সূচনা হ'য়েছে, তখনই যে তুমি রণরঙ্গিণী বেশে রণাঙ্গনে অবতীর্ণা হ'য়েছ,—সতীর অবমাননাকারী দুর্মতির দমন যে মা সঙ্গে সঙ্গে ক'রেছ! এ দুর্দিনে,—এ ঘোর বিপদে আমাদের মর্যাদা রক্ষা কর মা!—নারীর লজ্জানিবারণী—শিবরাণী উমা,—জাগ মা। শঙ্কর-হৃদিবিলাসিনী অসাধ্যসাধিকে শঙ্করী,—জাগ মা। দানব-দর্প-দলনকারিণী,—কপালিনী,—মহাকালী,—জাগ মা!

নেপথ্যে। জয় মালবেশ্বর!—ধর—ধর—ধর!

গৌতমা। মা রক্ষা কর!—রণরঙ্গিণী মহাশক্তিরূপে বিপন্না কন্যার হৃদয়ে আবির্ভূতা হও,—শক্তি দাও, মা—শক্তি দাও,—তোমার সেই ব্রহ্মাণ্ড নাশিনী শক্তি দাও। [বেগে প্রস্থান।

(সৈন্যগণের প্রবেশ।)

১ম সৈন্য। বাপ রে বাপ! কি তীরের চোট! আমি তো বলি ভাই—ও ছুঁড়িটা পেত্নী।

২য় সৈন্য। বাপ রে বাপ!—যেন বাঘবাঘিনী। দেখলে না, কি কাণ্ডই না করলে। দশ বিশটাকে একেবারে দেখতে দেখতে খুন!—বাপ!

(বলদেবের প্রবেশ।)

বলদেব। পালিয়ে এলে কাপুরুষের দল! একটা স্ত্রীলোক তোমাদের সকলকে হটিয়ে দিলে। যদি বাঁচবার সাধ থাকে, এগিয়ে যাও,—যেমন ক'রে পার ওকে বন্দী কর,—যাও।

সৈন্যগণ। যো হুকুম।

বলদেব। এত বড় স্পর্দ্ধা এই গৌতমা ছুঁড়ীর! এইবার দর্প চূর্ণ ক'রব।

[প্রস্থান।

(গৌতমার প্রবেশ।)

গৌতমা। মহামায়া! আর যে পারি না মা!' অগণ্য—অসংখ্য শত্রু,—শত্রুসাগরে আমি একা। অনভ্যস্ত রণশ্রমে শক্তিশূন্যা।—আর যে পারি না মা! আমি যে পেশোয়ার সংসার রক্ষার ভার নিয়েছিলুম,—আমার চোখের ওপর যে তাঁর সাধের সংসার ছারখার হ'য়ে গেল!—কি করলে মা শঙ্করী! স্বামিন্!—প্রভু!—কোথা তুমি,—ওগো যাই—

[পতন ও মূর্চ্ছা।

(বলদেবের প্রবেশ।)

বলদেব। বাস্ কাজ ফতে!—কাজ ফতে!—সিংহী মূর্চ্ছা গেছে!—কাজ ফতে,—কাজ ফতে,—কাজ ফতে!—আর আমাকে কে পায়!

(রাঘবের প্রবেশ।)

রাঘব। আমি তোকে পাই বেইমান!—(বলদেবের টুঁটিধারণ।)

বলদেব। (বিকৃত স্বরে) কে তুই,—কে তুই,—ছাড়—ছাড়—ছাড়,—অ—ই—হুঁ—হুঁ—

রাঘব। চুপ চাপ ব'সে থাক উল্লুক!—আমি তোর প্রাণ নেব!—দুষমন্!—নচ্ছার!

(বলদেবকে ভূপাতিত করিয়া ছুরিকাঘাত।)

বলদেব। কে আছ—কে আছ,—রক্ষা—রক্ষা—ও-হো-হো—[মৃত্যু]

(চন্দ্রসেনের প্রবেশ ও রাঘবের পশ্চাদ্দেশে গুলিকরণ।)

রাঘব। ও হো-হো!—কে তুই বিশ্বাসঘাতক ডাকাত!—উঃ!—বঙ্গিণী!—রাঘব যায়!— [পতন।

চন্দ্রসেন। রাঘব সর্দার! আমি চন্দ্রসেন,—আমি তোমার প্রাণ নিলেম! তুমি বার বার আমাকে হাবহেলা ক'রেছ,—আমার সমস্ত সৈন্যকে পর্যাস্ত ক'রে তুমি আমার সর্বনাশ ক'রেছ,—আমি তার প্রতিফল দিলেম। [প্রস্থান।

(বঙ্গিণীর প্রবেশ।)

বঙ্গিণী। পালিয়ে গেলি!—পালিয়ে গেলি গুপ্তঘাতক!—আমার স্বামীকে গুপ্তহত্যা ক'রে পালিয়ে গেলি—কাপুরুষ! আমি যে এ হত্যার শোধ নেব ব'লে ছুটে এসেছিলাম। তুই পালিয়ে গেলি কাপুরুষ! কিন্তু কোথায় পালাবি? পালিয়ে কতদিন দুনিয়ায় থাকবি? আমি এ হত্যার শোধ নেব,—আমি তোকে খুন ক'রব,—ব্রহ্মাণ্ড ওলট্ পালট্ ক'রে আমি তোকে খুন ক'রব!

রাঘব। বঙ্গিণী!—বঙ্গিণী!—বড় যন্ত্রণা!—উঃ!—

বঙ্গিণী। সর্দার!—সর্দার! ধন্য তোমার প্রাণ! মনিবের জন্য, মুলুকের জন্য, জননীদের জন্য প্রাণ দিয়েছ তুমি!—দুঃখ কেন স্বামী?

রাঘব। দুঃখ এই বঙ্গিণী,—মরবার সময় বাবার সঙ্গে,—পেশোয়ার সঙ্গে দেখা হ'ল না।

বঙ্গিণী। দুঃখ ক'র না সর্দার!—দেবতা তোমার সাধ মিটাবেন। এস সর্দার—এস স্বামী! তোমাকে ঘরে তুলি,—তার পর গৌতমা দেবীকে নিয়ে যেতে হবে,—আমার হাত ধর সর্দার।

[বঙ্গিণীর হস্ত অবলম্বনে রাঘবের প্রস্থান।

অষ্টম গর্ভাঙ্ক

দুর্গসম্মুখস্থ প্রাঙ্গণ

মৃত সৈন্যগণ পতিত

বাজীরাও ও মলহর

বাজীরাও। এ কি দেখছি ভাই মলহর!—এক অশুভ মুহূর্ত্তে ভীষণ ঘূর্ণী-বাতাস উঠে পুষ্পদামে সুসজ্জিত অগণ্য অসংখ্য দীপাবলী তেজে উজ্জ্বলিত নাট্যশালাসম সৌন্দর্য্যময় প্রাসাদ আমার এক লহমায় চূর্ণ ক'রে দিয়ে গেল! দেখ!—সবগুলো যেন অসাড়—নিস্তব্ধ—প্রাণহীন! সর্ব্বস্থানে স্তূপীকৃত মৃতদেহ! দুর্য্যোগময় গভীর নিশায় আমার এই সাধের পুরীর অবস্থা দেখে মনে হচ্ছে, যেন অন্ধকারের বিরাট-গহ্বরে আহত রক্তাপ্লুত শার্দ্দূল অসাড়ভাবে প'ড়ে নিদ্রা যাচ্ছে!

মলহর। ঘোরতর যুদ্ধ হ'য়ে গেছে, তাতে আর সন্দেহ নেই, এ সব মৃতদেহ শত্রু সৈন্যেরই ব'লে বোধ হ'চ্ছে। শত্রুগণ পরাস্ত হ'য়ে পালিয়ে গেছে,—এই আমার বিশ্বাস।

বাজীরাও। দেখতে পাচ্ছ মলহর, শত্রুসৈন্য দুর্গের প্রাকার পার হ'য়ে প্রাসাদ-প্রাঙ্গণ পর্য্যন্ত অগ্রসর হ'য়েছে,—আমার অন্তঃপুর আক্রমণ ক'রেছে। অন্তঃপুর রক্ষীদের সঙ্গে শত্রুদের তুমুল সংঘর্ষ হ'য়েছে,—[illegible] হাতে হয় শত্রু সৈন্য পরাস্ত হ'য়ে হ'টে গেছে, না হয়,—ভাবতেও বুক ফেটে যায়—আমার সর্ব্বস্ব ধ্বংস হ'য়েছে!—যাই চ'ল, এস মলহর,—এখনি চক্ষুকর্ণের বিবাদ ভঞ্জন করি।

(লক্ষ্মীর প্রবেশ।)

লক্ষ্মী। দাদা!—

বাজীরাও। কে লক্ষ্মী!—এ কি! তুই এখানে কোথা থেকে!—তোকে এ রকম দেখছি কেন বোন্?

লক্ষ্মী। দাদা, যদি আর একটু আগে আসতে, তা হ'লে বুঝতে পারতে, আমি এ রকম হ'য়েছি কেন? যদি আরও একটু আগে আসতে দাদা, তা হ'লে হয় তো আমি এ রকম হ'তুম না।

বাজীরাও। তোর কথা আমি কিছু বুঝতে পারছি না;—বল্ বোন্, কি হ'য়েছে। আমি তো তোকে আর কখন এমন গম্ভীর হ'তে দেখিনি লক্ষ্মী!

লক্ষ্মী। দাদা!—কি ব'ল্‌ব আর,—আমার সর্ব্বনাশ হ'য়েছে!—আমার কপাল পুড়ে গেছে।

বাজীরাও। কি বল্‌ছিস লক্ষ্মী,—শঙ্কর ভাল আছে ত?

লক্ষ্মী। দাদা!—সে আর এখানে নেই,—এই অশান্তির মরুভূমি ছেড়ে—সেইখানে গিয়ে শান্তির কোলে মাথা রেখে নিশ্চিন্তমনে ঘুমুচ্ছে।

বাজীরাও। কি ব'ল্‌লি লক্ষ্মী,—শঙ্কর নেই!—

মল্লহর। এ কি সত্য কথা লক্ষ্মী? শঙ্কর!—শঙ্কর। গুরুবৎসল সুশীল সুবোধ বীর!—তুমি যে আমার পুত্রাধিক,—তুমি যে তোপকারের অদয়ের প্রধান পঞ্জর স্বরূপ ছিলে—প্রিয়।

লক্ষ্মী। দাদা!—সাতারার সেনাপতি ত্র্যম্বকরাও,—রাজার সন্ধানের নাম ক'রে তাঁকে ডেকে নিয়ে গিয়ে হত্যা ক'রেছে। আমি জানতে পেরে তাঁকে রক্ষা ক'রতে গিয়েছিলুম,—পারিনি।

বাজীরাও। বুঝতে পেরেছ মল্লহর! নবাবের ত্র্যম্বকরাও নিরাপদে পুণা অধিকার ক'রবার জন্যে কৌশলে শঙ্করকে হত্যা ক'রেছে। ব'লতে পারিস্ বোন্—এ পুরীর অবস্থা কি হ'য়েছে?

লক্ষ্মী। তা ব'লতে পারি না দাদা,—এইমাত্র আমি এখানে এসেছি এতক্ষণ তাঁর সৎকারের আয়োজন ক'রছিলুম। চিতায় তাঁর দেব-দেহ শুইয়ে সবেমাত্র মুখে আগুন দিয়েছি, এমন সময় তোমার সাড়া

গেলুম ; তাঁকে একা ফেলে রেখে তোমাকে একবার চোখের দেখা দেখতে এলুম দাদা ! ওই দেখ দাদা,—চিতার আগুন ধু ধু ক'রে জ্বলে উঠেছে। আর থাকতে পারছি না দাদা, তিনি একা—তাঁর হয়ত বড় বেশী আঁচ লাগছে !—বিদায় দাও দাদা,—চ'ললুম—তাঁর কাছে চ'ললুম—তাঁর কাছে চ'ললুম ! [বেগে প্রস্থান।

বাজীরাও। যা,—যা বোন্—যা,—ওই পথে চ'লে যা,—বাধা দেব না,—ক্রন্দন ক'রব না,—হৃদয়কে পাষাণে বেঁধে দাঁড়িয়ে আছি ! মস্তানী গেছে,—শঙ্কর গেল,—এবার তুই যা ! মলহর !—আর কে যাবে ? আর কি কেউ যায়নি ?—আর কি কেউ যাবে না ?

(সদাশিব স্বামীর প্রবেশ।)

সদাশিব। যাবে বাজীরাও—যাবে, দেখতে চাও ?—ওই দেখ,—ওই দেখ, শান্তপ্রাণ মহাবীর বীর—আমার পুত্র,—আমার সর্ব্বস্ব আজ তার জীবন-সঙ্গিনীর হাত ধরে মৃত্যুর রাজ্যে যাবার জন্যে এগিয়ে আসছে !

(রঙ্গিণীর হস্তাবলম্বনে রাঘবের প্রবেশ।)

রঙ্গিণী। পেশোয়া !—পেশোয়া !—সর্দ্দার তোমার সঙ্গে দেখা ক'রতে এসেছে,—শেষ দেখা দিতে এসেছে।

বাজীরাও। রাঘব !—রাঘব।

মলহর। এ কি !—এ কি !

রাঘব। পেশোয়া !—পেশোয়া ! আমার প্রণাম গ্রহণ কর। আমার ভাবী জোর বরাত—বাবার দেখা পেয়েছি,—এখন তোমারও দেখা পেলুম ! পেশোয়া, —এবার আমি সুখামনে ম'রতে পারব।

বাজীরাও। রাঘব !—রাঘব !—আমার ভক্তবীর। কে তোমার এ দুর্দ্দশা ক'রলে ?

রাঘব। দুর্জ্জনের দুষমনীতে সর্ব্বনাশ হ'য়ে গেছে প্রভু ! চোরের মতন,

—নচ্ছারের মতন,—দুষমনেরা তোমার বাড়ীতে ঢুকেছিল, খবর পেলেই কিছু ফৌজ নিয়ে তাদের আমি হটিয়ে দিয়েছিলুম; অনেক ফৌজ তাদের অন্দরে গিয়ে ঢুকেছিল,—মায়ীরা অস্ত্র ধ'রে তাদের সঙ্গে লড়াই দেন; কিন্তু তাঁরা জখম হ'য়ে প'ড়ে যান। তখন, মালব-রাজের একটা সেনাপতি তাঁদের ধ'রতে গিয়েছিল,—সেই সময় আমি ছুটে এসে সয়তানকে জাহান্নমে পাঠিয়ে দিই। তার পর তড়্‌প,—নচ্ছার চন্দ্রসেন আড়াল থেকে আমাকে গুলি ক'রে জখম ক'রেছে।

বাজীরাও। ব'লতে পার রাঘব,—সেই বিশ্বাসঘাতক গুপ্তহন্তা কোথায়?—ব'লতে পার,—সে কোন দিকে গিয়েছে?—সমস্ত সংসার ওলট-পালট্ ক'রে আমি তাকে ধ'রে আন্‌ব।

রঙ্গিণী। না পেশোয়া,—আমি তাকে বধ ক'রব!—সে আমার স্বামীকে মেরেছে,—আমার বুকের ভেতর আগুন জ্বেলে দিয়েছে,—আমি তাকে নারব—স্বহস্তে মারব,—তাকে মেরে তার বুকের রক্ত সর্ব্বাঙ্গে মেখে আমার বুকের জ্বালা নেবাব।

রাঘব। পেশোয়া,—নিজের প্রাণের জন্য আমার একটুকু আপশোস্ হয়নি,—আপশোস্ শুধু শঙ্করের জন্য। আমার নাম ক'রে দুষমনরা তাকে খুন ক'রেছে! উঃ,—আপশোসে আমার বুক জ্ব'লে যাচ্ছে! পেশোয়া!—পেশোয়া!—আমি তোমার মুলুক রেখেছি,—জননীর মান রেখেছি,—দুষমনদের হটিয়ে দিয়েছি,—শুধু শঙ্করকে রাখ্‌তে পারিনি,—এই আমার কসুর আছে। এ কসুর মাপ কর প্রভু! উঃ,—আর আমার কথা স'রছে না,—আমি যাই!—

বাজীরাও। রাঘব!—মহান্ উদার কর্ত্তব্যনিষ্ঠ বীরোত্তম বীর! তুমি যে আমার শক্তির স্তম্ভস্বরূপ ছিলে। সমস্ত ভারত সাম্রাজ্যের বিনিময়ে তোমার স্থান যে পূর্ণ হবে না রাঘব!

রঙ্গিনী। সর্দ্দার!—সর্দ্দার! একটু অপেক্ষা কর,—আমার হাত ধর,—আমি তোমাকে সঙ্গে ক'রে শ্মশানে নিয়ে যাই। তুমি বীর, ভূমি-শয্যা তোমার যোগ্যস্থান নয়, পবিত্র দেহ নিয়ে পবিত্র চিতায় একেবারে শয়ন ক'রবে চল। বাবা!—বাবা!—পেশোয়া! বাবর সর্দ্দার জন্মের মত চ'লল!—আমি তাকে স্বর্গের পথে পৌঁছে দিয়ে আবার ফিরে আসব!—তার হত্যার শোধ নেব,—তার পর তার সঙ্গিনী হব!— [বাবরকে লইয়া প্রস্থান।

ব্রহ্মেন্দ্র। যাও পুত্র,—যাও পুত্রী! সাধনার তপঃক্ষেত্রে সাধনার সিদ্ধিলাভ ক'রেছ,—এখন যাও তবে ওই দেবতাবাঞ্ছিত চিন্ময় দিব্যধামে।

বাজীরাও। গুরুদেব! দুইটী পথ এখন চোখের ওপর দেখ্‌তে পাচ্ছি। এক পথ—ওই জ্বালাময় চিতানলে আত্মবিসর্জ্জন, অন্য পথ—এই অত্যাচারের প্রতিশোধ-গ্রহণ। বলুন গুরুদেব, কি ক'রব?—কোন পথে যাব?—ম'রব না—প্রতিশোধ নেব?

(বলজীর প্রবেশ।)

বলজী। বাবা!—বাবা! প্রতিশোধ নাও! এখন মরা হবে না বাবা,—প্রতিশোধ নিতে হবে! পিশাচেরা চোরের মতন আমাকে বন্দী ক'রে প্রাসাদ লুঠ ক'রে গেছে, আমি কিছু ক'রতে পারি নি—এবার এর প্রতিশোধ নেব—প্রতিহিংসার আগুন জ্বাল্‌ব,—আগুন জ্বালব! বাবা!—বাবা! প্রতিশোধ নাও!

বাজীরাও। পুত্র!—ব'লতে পার, তোমার জননী আর গৌতু দেবীর অবস্থা কি হ'য়েছে? তাঁরা জীবিত, না—শত্রুর চক্রান্তে মৃত?

বলজী। তাঁরা মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরে এসেছেন—বাবা! বাবর সর্দ্দার আত্মপ্রাণ বলি দিয়ে তাঁদের মর্য্যাদা রক্ষা ক'রেছেন,—তার পত্নীর শুশ্রূষায় তাঁরা জীবন ফিরে পেয়েছেন। শত্রুরা পালিয়ে গেছে—বাবা! প্রতিশোধ নাও,—এর প্রতিশোধ নাও—বাবা!

বাজীরাও। প্রতিশোধ নেব, প্রতিশোধ নেব,—আগুন জ্বাল্‌ব,—আগুন জ্বাল্‌ব,—বহুদূর পর্য্যন্ত এ আগুনের প্রচণ্ড স্রোত ছুটে যাবে।

(রণজী ও চিমনের প্রবেশ।)

রণজী!—চিমন! কি সংবাদ এনেছ? যুদ্ধ—যুদ্ধ চাই,—শান্তির প্রার্থী নই আর,—যুদ্ধ চাই,—যুদ্ধ চাই—

রণজী। শত্রুদল হ'ঠে গিয়ে বরোদার প্রান্তরে সমবেত হ'য়েছে,—পরিপূর্ণ উদ্যমে শত্রুসেনা যুদ্ধার্থ প্রস্তুত; ত্র্যম্বকরাও সেই সমবেত বিশাল বাহিনীর সেনাপতি।

চিমন। শত্রুদের প্ররোচনায় পর্ত্তুগীজ-শক্তি আমাদের বিরুদ্ধাচারী হ'য়েছে, বসই বন্দরে পঞ্চাশখানি শত্রুর রণপোত সজ্জিত হ'য়েছে!

বাজীরাও। ক্ষতি নেই,—চিন্তা নেই,—ভয় নেই,—বিশ্বব্রহ্মাণ্ড যদি আজ বাজীরাওয়ের ওপর চেপে পড়ে, তবু বাজীরাও পাহাড়ের মতন অটলভাবে দাঁড়িয়ে থাকবে। ব্রাহ্মণের সুপ্ত শক্তি আজ জাগরিত!—আকাশের বজ্রও এ শক্তির প্রভাবে নির্জ্জীব হবে। মলহররাও! শঙ্কররাওয়ের হত্যাকারী ওই বিশ্বাসঘাতক ত্র্যম্বকরাও,—আমি ত্র্যম্বকের মৃতদেহ চাই,—ত্র্যম্বক-নিধনের ভার আমি তোমার ওপর অর্পণ করলেম। চিমন! পর্ত্তুগীজ-শক্তি ধ্বংস কর।—আমার সমস্ত রণপোত নিয়ে—নৌ-সেনাপতি আংগ্রের সাহায্যে তুমি সেই বন্দরে অভিযান কর। রণজী। সৈন্যদের প্রস্তুত কর,—মাতো,—রণরঙ্গে মাতো।

— —

পঞ্চম অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

বরোদা—ডভই-প্রান্তর

চন্দ্রসেন, পিলাজী ত্র্যম্বকরাও

চন্দ্রসেন। উত্তম হ'য়েছে!—যেমন দর্পভরে রণজী সিন্ধিয়া এগিয়ে আসছিল, তেমনি মহাবিক্রমে নিজামী সেনাদল তাকে আক্রমণ ক'রেছে;—তুমুল সংঘর্ষ বেধে গেছে! পিলাজী।—এই মুহূর্ত্তে তুমি নিজামী ফৌজে যোগ দিয়ে সিংহবিক্রমে রণজীকে আক্রমণ কর,—রণজীর সেনাদলকে বেড়াজালে ঘিরে ফেল,—ধ্বংস কর,—ধ্বংস কর!— [পিলাজীর প্রস্থান।

সেনাপতি!—তুমি মলহর রাওকে আটক কর, যেন তার সেনাদল কোন রকমে রণজীকে সাহায্য ক'রতে না পারে। আমি নিজে পেশোয়াকে আটক ক'রব,—বেড়াজালে ঘিরে তাকে বন্দী ক'রব।

[উভয়ের বেগে প্রস্থান।

(রণজীর প্রবেশ।)

রণজী। ভাই সব!—অদ্ভুত সাহস দেখিয়েছ,—অগণ্য অসংখ্য রণোন্মত্ত নিজামী সেনাকে পর্য্যুদস্ত ক'রে অতুল বীরকীর্ত্তি অর্জ্জন ক'রেছ! কিন্তু এখনো আমাদের কর্ত্তব্য শেষ হয় নি,—এখনো সমুদ্রপ্রমাণ শত্রুসেনা রণাঙ্গনে বর্ত্তমান! শোন ভ্রাতৃগণ,—তোমাদেরই মুখ চেয়ে,—তোমাদেরই উন্মাদ সাহসের ওপর নির্ভর ক'রে, আমি এই কঠোর দায়িত্ব নিয়েছি। ওই দেখ, অদূরে শঙ্কররাওয়ের হত্যাকারী

বিশ্বাসঘাতক বিদ্রোহী ত্র্যম্বকরাওয়ের সহস্র সহস্র সেনা! যে বিক্রমে নিজামী-বাহিনীকে বিধ্বস্ত ক'রেছ, সেই বিক্রমে ওই অগ্রগামী রণোন্মত্ত সেনাদলকে ধ্বংস কর,—ওই বিশ্বাসঘাতক সেনাপতিকে হত্যা ক'রে শঙ্কররাওয়ের হত্যার প্রতিশোধ নাও। আমি ওই বিশ্বাসঘাতক ত্র্যম্বকরাওকে চাই,—আমি ওই গুরুঘাতকের মৃতদেহ চাই!—ওই দেখ, শত্রুসৈন্য অগ্রসর;—আক্রমণের এই উত্তম অবসর। এস,—এস ভাই-সব।

সৈন্যগণ। হর হর মহাদেও!— [সকলের প্রস্থান।

(বাজীরাও ও মলহরের প্রবেশ।)

বাজীরাও। মলহর!—আর সে দিন নেই,—সে শান্তি, সে ধৈর্য্য আজ আর হৃদয়ে নেই, শান্ত প্রাণে কর্ত্তব্যবোধে আজ রণক্ষেত্রে নামি নি, প্রতিহিংসায় উন্মত্ত হ'য়ে আজ অস্ত্র ধ'রেছি,—আজ বড় ভীষণ দিন!

মলহর। কোথায় শঙ্করঘাতী ত্র্যম্বকরাও!—কোথায় মহাপাপী চন্দ্রসেন!—কোথায় বিশ্বাসঘাতক নিজামের দল! পেশোয়া—পেশোয়া! ওই শত্রুসেনা ছত্রভঙ্গ,—ওই,—ওই তারা রণে ভঙ্গ দিয়ে পালাচ্ছে!

বাজীরাও। আটক কর—আটক কর,—বিশ্বাসঘাতক ত্র্যম্বকরাও আর চন্দ্রসেনকে আমি চাই! [উভয়ের বেগে প্রস্থান।

(বলজীর প্রবেশ।)

বলজী। চন্দ্রসেনের দল ভেঙ্গে গেছে; কাপুরুষ এখন পলায়নে সচেষ্ট! কিন্তু পালাবে কোথায়? সম্মুখে পেশোয়ার দল, পশ্চাতে রণজী সিন্ধিয়া, বামে সদাশিব, সঙ্গে তার রাঘব সর্দ্দারের বিধবা পত্নী রণোন্মাদিনী রঙ্গিণী, আর দক্ষিণ দিকে আছি আমি কোথায় পালাবি ভীরু! [বেগে প্রস্থান।

(চন্দ্রসেনের প্রবেশ।)

চন্দ্রসেন। উঃ, কি করি!—কোথায় যাই! কোন্ দিকে পালাই!—সাংঘাতিক রকমে জখম হ'য়েছি; কিন্তু এখনো মরতে প্রস্তুত নই, শত্রুর হাতে ধরা দিতে রাজী নই। সব গেছে, কিন্তু এখনও প্রাণ অনন্ত অসীম উৎসাহ অটুট আছে; প্রতিহিংসা দানবী এখনো অন্তরের অন্তস্তলে তাণ্ডব-নৃত্য ক'রছে।—মরা হবে না,—মরতে পারব না,—ধরা দেব না,—বাঁচতে হবে,—বাঁচতে চাই,—পালাতে চাই। কোথায় কোন্ পথে, কোন্ দিকে পালাই।—ও কি!—ও কি—ভয়ঙ্করী দানবী-মূর্ত্তি!—ওকি ভীষণ বেগে রাক্ষসীর প্রতিহিংসা নিয়ে আমায় মারতে আসছে! ও আবার কি!—কে ওকে বাধা দিলে!—আসন্ন মৃত্যুর মুখ থেকে কে আমায় রক্ষা ক'রলে! আর নয়,—আর এখানে থাকা নয়!—পালাই,—পালাই!—পালাবার এই মাত্র অবসর! [প্রস্থান।

(রুক্মিণী ও সদাশিবের প্রবেশ।)

রুক্মিণী। কি ক'রলে,—কি ক'রলে ব্রাহ্মণ,—কি ক'রলে তুমি? আমি আমার স্বামীর হত্যাকারীকে মারবার জন্ম অস্ত্র তুলেছিলুম, আর তুমি কাপুরুষ কোত্থেকে ছুটে এসে আমায় বাধা দিলে?

সদাশিব। রাগ পরিত্যাগ কর মা,—রাগ পরিত্যাগ কর; ধর্ম্মের পথ থেকে আমি তোমাকে বাধা দিয়েছি, পলায়িত শত্রুর উপর অস্ত্রাঘাত যে হিন্দুর নীতিবিরুদ্ধ মা!

রুক্মিণী। আমি রমণী,—পতিহারা বিধবা রমণী—প্রতিশোধ লালসায় উন্মাদিনী রমণী,—আমি তোমার নীতি বুঝি না;—আমি বুঝি প্রতিহিংসা! বুঝি এই,—যে আমার স্বামীকে মেরেছে, আমাকে অনাথিনী ক'রেছে, যেমন ক'রে পারি, তাকে মারব,—তার বুকের রক্ত সর্ব্বাঙ্গে মেখে তৃপ্ত হব। তুমি জান না ব্রাহ্মণ,—ওই রাক্ষস আমার বুকের ভিতর কি রাবণের চুল্লি জেলে দিয়েছে,—তুমি জান

না,—ওই রাক্ষসের বুকের রক্ত ছাড়া সে চুল্লির আগুন নিববে না! স'রে যাও তুমি ব্রাহ্মণ,—আমার পথ ছেড়ে দাও,—আমি ওই রাক্ষসের সন্ধানে যাব,—পাতি পাতি ক'রে তাকে চারি দিকে খুঁজব,—যদি সে নরকে গিয়ে লুকোয়, তবু সেখানে গিয়ে তাকে হত্যা ক'রে আসব। [বেগে প্রস্থান।

সদাশিব। এ উন্মাদিনী দেখছি প্রমাদ ঘটাবে। চন্দ্রসেন পরাজিত,—পলায়িত। হতভাগ্য সে,—তাকে মেরে কি হবে! এখন রঙ্গিণীকে নিবৃত্ত করাই কর্ত্তব্য। [প্রস্থান।

(পিলাজী ও ত্র্যম্বকরাওয়ের প্রবেশ।)

পিলাজী। সেনাপতি, সর্ব্বনাশ হ'ল,—সব গেল! নিজামের দল ভাঙ্গল,—চন্দ্রসেন তাদের সাথী হ'ল। হায়—হায়। আর উপায় নেই, এখন আমাদেরও পলায়ন করাই কর্ত্তব্য। ওই দেখ, জয়োন্মত্ত শত্রুসেনা এদিকে ছুটে আসছে, পালাও সেনাপতি—পালাও,—নতুবা এখনি বন্দী হবে! ওই শত্রুসেনা। এস সেনাপতি,—পালিয়ে এস!

[প্রস্থান।

ত্র্যম্বক। ছি' ছি,—কি লজ্জা!—কি ঘৃণা! কি ক'রে আর সাতারায় যাব!—কোন্ লজ্জায় আর জন-সমাজে মুখ দেখাব! চন্দ্রসেনের প্রলোভনে প'ড়ে আমার সর্ব্বনাশ হ'ল! অর্থ গেল,—শক্তি গেল,—নাম গেল!—

(মলহরের প্রবেশ।)

মলহর। এবার প্রাণ যাওয়াই ভাল,—কি বল সেনাপতি?

ত্র্যম্বক। কি পিশাচ!—(অসিমুষ্টি স্পর্শ।)

মলহর। সেনাপতি, কোথায় তোমার অগতির গতি নিজামী সেনা?—কোথায় তোমার অধর্ম্মের সহায় চন্দ্রসেন?—কোথা গেল তোমার প্রিয় সহচর পিলাজী? দুর্ম্মতি! একবার মনে কর,—এক-

মানস-চক্ষে কল্পনা কর সে দিনের কথা,—যে দিন বিশ্বাসঘাতকতা ক'রে ভীমার নদী সৈকতে নিঃসহায় শঙ্করাওকে পিশাচের মতন হত্যা ক'রেছিলে! আজ সেই হত্যার প্রতিশোধ নিতে এসেছি; মৃত্যুর জন্ম প্রস্তুত হও কাপুরুষ!—আমি তোমার মৃতদেহ চাই। কে আছ—কে আছ!—

(বন্দুকধারী সৈন্যগণের প্রবেশ।)

মার—মার—মার—

ত্র্যম্বক। ওই-মৃত্যু!—মৃত্যু!—মৃ—

[সৈন্যগণের একযোগে গুলিবর্ষণ ও ত্র্যম্বকের পতন।

মলহর। পেশোয়া!—পেশোয়া! এই দেখ ত্র্যম্বকরাওয়ের মৃতদেহ!

(বাজীরাও ও বলজীর প্রবেশ।)

বাজীরাও। এই যে বিশ্বাসঘাতক ত্র্যম্বকরাও অন্তিমশয্যায় শায়িত! ত্র্যম্বকরাও! এখন কি একবার তোমার অনুষ্ঠিত মহাপাপের জন্য অনুতাপ ক'রব? নিঃসহায় শঙ্করাওয়ের শোচনীয় হত্যাকাণ্ডের জন্য এখন কি তোমার চোখ ফুটে একফোঁটা জল প'ড়বে সেনাপতি?

ত্র্যম্বক। মহান্ পেশোয়া! আমি আপনার চরণে অনন্ত অপরাধে অপরাধী, আমায় মার্জ্জনা করুন,—আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত হ'য়েছে! উঃ,—বড় যন্ত্রণা!—উঃ!— [মৃত্যু।

বলজী। বাবা! ত্র্যম্বকরাও ম'রেছে,—ওর পাপের প্রায়শ্চিত্ত হ'য়েছে। কিন্তু চন্দ্রসেন আমাদের চোখে ধূল দিয়ে পালিয়ে গেছে! তার পাপের এখনো প্রায়শ্চিত্ত হয় নি,—তাকে ধ'রবার কি হবে বাবা?

বাজীরাও। কোথায় সে পালাবে পুত্র,—তার পাপের প্রায়শ্চিত্ত হবে বজ্রিণীর হাতে

(চিমনের প্রবেশ।)

চিমন। দাদা!—দাদা! বড় সুসংবাদ; আমাদের জয় হ'য়েছে,—বসই বন্দর দখল ক'রেছি,—সমস্ত পর্ত্তুগীজ বিধ্বস্ত!

বাজীরাও। উত্তম; এস চিমন, এস বর্ণজী, এস মলহর, এস বলজী! এবার সকলে একসঙ্গে একত্র হ'য়ে পরিপূর্ণ উৎসাহে আগ্রায় অভিযান করি। হৃদয়ের অভ্যন্তরে সঞ্চিত প্রচণ্ড অনলরাশির কণামাত্র স্ফুলিঙ্গ বিচ্ছুরিত হ'য়ে এই কয় নরপিশাচকে ধ্বংস ক'রেছে,—চল এবার সমস্ত অগ্নিরাশি বিকীর্ণ ক'রে আগ্রা ধ্বংস ক'রে ফেলি!

সকলে। হর হর মহাদেও!—

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

ভূপালের উপকণ্ঠ

সদাশিব

সদাশিব। কি ভয়ঙ্কর ব্যাপার!—এমন যোগাযোগ তো কখনই দেখিনি! এক দিকে পেশোয়া বাজীরাও,—অন্যদিকে দিল্লী, অযোধ্যা, জয়পুর, যোধপুর, গণস্বীর, নিজাম, মালব, বোন্দিলা! একবারে অষ্টবজ্রের সম্মিলন। দিল্লীর সঙ্গে যোগ দিয়ে সমস্ত ভারত এবার পেশোয়ার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছে,—ভূপালে এবার কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ, এ যুদ্ধে কি পেশোয়া জয়ী হ'তে পারবেন? অসম্ভব।—আমি বুঝতে পারছি, এবার সর্ব্বনাশ হবে,—পেশোয়া সর্ব্বস্বান্ত হবেন, আমাকেও সর্ব্বস্ব হারাতে হবে;—প্রাণ যেন কেঁদে কেঁদে উঠছে,—মনে হ'চ্ছে এইবার আমরা সব বুঝি হারাব—

(রঙ্গিণীর প্রবেশ।)

রঙ্গিণী। হারাবার ভয়ে তুমি যে কেঁদে সারা হ'চ্ছ ব্রাহ্মণ!—আর আমি যে হারিয়ে এসে বেশ হেসে খেলে বেড়াচ্ছি! আমাকে দেখছ,—আমার মূর্ত্তি দেখেছ, আমি কি ছিলুম, আর কি হ'য়েছি তা দেখছ? দেখতে পাচ্ছ—হাতে রক্ত মাখা, সর্ব্বাঙ্গে রক্তের ছড়া, কপালে কেমন রক্তের লম্বা ফোঁটা! জান কি ব্রাহ্মণ,—এ আমার দেবতার রক্ত,—আমার স্বামীর রক্ত,—নিজের হাতে তাঁর সংকার ক'রে নিজের হাতে তাঁর রক্ত সর্ব্বাঙ্গে মেখেছি।

সদাশিব। এ কি!—এখানেও তুমি?—এখনও রক্ত মেখে ঘুরে বেড়াচ্ছ?

রঙ্গিণী। শুধু ঘুরে বেড়াইনি ব্রাহ্মণ,—স্বামীর রক্ত সর্ব্বাঙ্গে মেখে প্রতিহিংসা-স্পৃহা বুকে ক'রে চারিদিক ঘুরে বেড়াচ্ছি! ঘুরতে ঘুরতে এক সংবাদ পেয়েছি, তাই নিয়ে পেশোয়ার কাছে যাচ্ছি! নিজামের পুত্র নাগপুরের ঘাঁটী আগলে বসে আছে,—পেশোয়াকে তাই জানাতে যাচ্ছি।

সদাশিব। তা হ'লে তো আরো বগড় দেখছি! ভুপালে পেশোয়ার বিরুদ্ধে অষ্টবজ্রের সমাবেশ, পেছনে আবার সসৈন্যে নিজামপুত্রের অবস্থান! হা ভগবান্!—এমন মজাদার যোগাযোগটা কি তোমার ইঙ্গিতেই হ'য়েছিল? মা!—তুমি এক কাজ কর,—গায়ের রক্ত মুছে ফেল'গে,—আমি পেশোয়ার কাছে যাচ্ছি! তুমি আর সেখানে যেও না মা! এখনি সেখানে কুরুক্ষেত্রের আগুন জ্বলে উঠবে: তুমি রক্ত মুছে ফেল মা!

রঙ্গিণী। না না—ব্রাহ্মণ, আমাকে বাধা দিয়ো না,—আমি এ রক্ত মুছব না,—এখন মুছব না;—যে দিন আমার স্বামীর হত্যাকারীকে খুঁজে পাব,—সেই দিন এই ছুরি তার বুকে বসিয়ে দিয়ে রক্তের ফোয়ারা ছুটিয়ে দেব!—সেই দিন—সেই রক্ত দিয়ে এই রক্তের দাগ

মুছব। ওই দেখ,—ওই দেখ,—শূন্যে,—মহাশূন্যে আমার দেবতার প্রতিমূর্ত্তি,—ওই দেখ,—পৃষ্ঠদেশ তাঁর ছিন্ন,—রক্তস্রোত সেখান থেকে ছুটে বেরুচ্ছে,—দেখ,—দেখ,—কত রক্ত,—কত রক্ত,—চেয়ে দেখ তাঁর মুখে কি রক্তরাগ ফুটে উঠেছে,—ওই দেখ, ওদিকে আমার স্বামীর প্রাণঘাতী দস্যু দাঁড়িয়ে হাসছে। উঃ,—অসহ্য,—অসহ্য,—দাঁড়া,—দাঁড়া পাপী, দাঁড়া,—নরকের কীট—আমি তোকে হত্যা ক'রব,—এই ছুরি তোর বুকে বসিয়ে দেব।—

সদাশিব। দাঁড়াও মা,—দাঁড়াও,—স্থির হও,—শোন—

রঙ্গিণী। ব্রাহ্মণ।—আবার তুমি আমাকে বাধা দিচ্ছ? সরে যাও'—পথ ছেড়ে দাও,—আমি যাব,—যুদ্ধক্ষেত্রে যাব,—পেশোয়াকে খবর দিতে যাব,—আমার স্বামীর হত্যাকারীকে খুঁজতে যাব। [প্রস্থান।

সদা। এ কি বিদ্‌কুটে রণরঙ্গিণী রমণী বাবা।—এমন তো কোথাও দেখিনি! না,—যখন রঙ্গিণী রণরঙ্গিণীবেশে অস্ত্র নিয়ে ছুটে চলেছে, তখন ভূপালের যুদ্ধে একটা কিছু গুরুতর কাণ্ড না হ'য়ে যাচ্ছে না। —দেখা যাক,—এখন কোথাকার জল কোথায় গিয়ে দাঁড়ায়।

[প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

ভূপাল—রণস্থল

সৈন্যগণ নিদ্রিত,—স্থানে স্থানে বন্দুক, বর্ষা, সঙ্গীন্ প্রভৃতি স্তূপীকৃত,—নক্সা হস্তে বাজীরাও

বাজীরাও। ক্রোশের পর ক্রোশ যুড়ে আমার অশীতি সহস্র সৈন্য সুখে নিদ্রা যাচ্ছে! সবাই নিশ্চিন্ত,—নির্ব্বিকার,—শব্দাশূন্য! মহাশক্তি যুগল পাণি বিস্তার ক'রে যেন এদের প্রচ্ছন্ন ক'রেছে।—বড়ই মধুর

মর্ম্মস্পর্শী দৃশ্য।—কিন্তু—(আকাশের দিকে চাহিয়া) সময়ও তো উপস্থিত প্রায়,—এক তূর্য্যনিনাদের সঙ্গে সঙ্গে আমার মহাযুদ্ধজয়ী এই অজেয় সুপ্তবাহিনী মত্ত সিংহবিক্রমে যখন জাগ্রত হ'য়ে উঠে বীরধর্ম্ম পালনে প্রবৃত্ত হবে,—সে দৃশ্যও কি প্রাণস্পর্শী নয়?—নিশ্চয় সে দৃশ্য অতুলনীয়,—বর্ণনার অতীত! (নক্সা খুলিয়া)—যুদ্ধ আমার পক্ষে অভিনয়,—কিন্তু এবারকার অভিনয় বড়ই উদ্বেগময়! সত্যপায় তো কিছুই স্থির ক'রতে পারছি না,—দেখি আর একটু চিন্তা করে।—উঃ, সৈন্যের পর সৈন্য,—কেবলই শত্রুসৈন্য,—সম্মিলিত শত্রুপক্ষের তিন লক্ষ সৈন্যসংস্থান!—সর্ব্বাপেক্ষা সুরক্ষিত স্থানে দিল্লীশ্বরের সৈন্যদল, তার পাশেই মালব আর রোহিলা,—তারপরেই রাজপুত,—শেষ সীমায় দেখছি নিজাম। (চিন্তা) তা হ'লে শত্রুব্যূহের একধারে দিল্লীশ্বর,—অন্য ধারে নিজাম!—দুই ধারেই দুই শক্তিশালী শক্তি! উত্তম,—এই ভাবে—এই খানে,—হাঁ ঠিক হ'য়েছে—বাস্!—হারি ত কথাই নেই,—জিতি তো নিজাম পালাবার পথ পাবে,—তার পেছনে সেতু।—এই সেতুটা ভাঙ্গা চাই,—বাস্!—

(বলজীর প্রবেশ।)

তুমি প্রস্তুত?—

বলজী। হাঁ পিতা,—আপনার আদেশ মত আমার সৈন্যদের নিঃশব্দে জাগরিত ক'রেছি, তারা আদেশ প্রতীক্ষা ক'রছে।

বাজীরাও। তুমি যুদ্ধস্থলের নক্সাখানা বেশ ক'রে বুঝে দেখেছ

বলজী। হাঁ পিতা—

বাজীরাও। কোনো স্থানে কোনো সেতু তোমার চোখে পড়েছে কি?

বলজী। নিজামের সৈন্যদল যেখানে অবস্থান ক'রেছে, তার পেছনেই একটা সেতু আছে।

বাজীরাও। হাঁ, এগিয়ে এস,--এই সেই সেতু,—যুদ্ধে নিশ্চয় জয় হবে. মনে ক'রে শত্রুসৈন্য সেতুরক্ষার বিশেষ কোন ব্যবস্থা করেনি। নিজামী সৈন্যের বামপাশে এই জঙ্গল দেখতে পাচ্ছ,—তুমি তোমার সৈন্যদের নিয়ে খুব নিঃশব্দে অথচ যতদূর সম্ভব ক্ষিপ্রতার সঙ্গে এই পথে,—এই বনের ভিতর দিয়ে, এই পাহাড়ের আড়াল দিয়ে,—এই জলাভূমির ওপর দিয়ে,—একেবারে সেতুর কাছে যাও; এই সেতু ধ্বংস করা চাই-ই,—যাও—

রণজী। উত্তম!— [বেগে প্রস্থান।

বাজীরাও। (দূরবীণের দ্বারা দর্শন) হুঁ,—নিজামের বিশাল বাহিনী সম্পূর্ণ প্রস্তুত, আমার ওপরই তার লক্ষ্য দেখতে পাচ্ছি, সূর্য্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গেই সে আমাকে আক্রমণ ক'রবে। না,—আর অপেক্ষা নয়,—আক্রমণের সময় উপস্থিত।

(মলহর, রণজী ও চিমনের প্রবেশ।)

মলহর। আমরা সম্পূর্ণ প্রস্তুত পেশোয়া!

রণজী। এ কি!—এরা সব এখনও ঘুমুচ্ছে!

বাজীরাও। ঘুমুক—একটা ভূর্যানাদের ওয়াস্তা!—ওদের জাগাবার দায়িত্ব আমার। দেখ,—খুব সম্ভব, এ যুদ্ধে আমরাই জিতব, শত্রুপক্ষের সৈন্য-সংস্থানের ত্রুটি, আমাদের জয় লাভের একটু পথ ক'রে দিয়েছে। রণজী!—দিল্লীশ্বরের ওই সৈন্যগুলিকে অবরোধ ক'রতে কত সময় লাগবে?

রণজী। মুখে কি উত্তর দেব পেশোয়া,—আপনার দূরবীনের কাছেই উত্তর পাবেন।

বাজীরাও। মলহর!—শত্রুব্যূহের এই মধ্যদেশ ভঙ্গ করবার ভার আমি তোমার ওপর দিতে চাই।

মলহর। অর্থাৎ রোহিলা আর মালবকে এমন ভাবে আক্রমণ ক'রতে

রুব, যাতে তারা দিল্লীশ্বর বা নিজামের সঙ্গে মিশতে না পারে,—এই তো আপনার ইচ্ছা ?

বাজীরাও। হাঁ,—এই আমার ইচ্ছা, এ যদি ক'রতে পার, যদি নিজাম আর দিল্লীশ্বর পরস্পর মিশ্‌তে না পারে, তা হ'লে আমাদের জয় অনিবার্য্য। বিশেষতঃ, এইটুকু মনে রেখ,—শত্রুদল ঠিক ধনুকের মত অবস্থিত, সেই ধনুকের এক প্রান্তে দিল্লীশ্বর, অন্য প্রান্তে নিজাম,—যদি ধনুকের এই দুটো মুখ একত্র মিশে চক্রের আকার ধারণ ক'রতে পারে, তা হ'লে সে চক্রব্যূহে প'ড়ে আমাদের পতঙ্গবৎ পুড়ে মরতে হবে! কিন্তু রণজী,—যদি এই মুখ চেপে ধরে, আর তুমি যদি মধ্যস্থানে আঘাত দাও আর আমি যদি এ ধারের মুখটাকে ভাংতে পারি, তা হ'লে সম্মিলিত সপ্তশক্তির তিনলক্ষ সৈন্য-সমন্বিত এই ধনুকাকৃতি বিরাট ব্যূহ তিন ঘটার মধ্যেই আমাদের হস্তগত হবে। আর কিছু বলবার দরকার নেই,—কর্ত্তব্য বুঝে যে যার স্থানে চ'লে যাও। [মলহর ও রণজীর বিভিন্ন দিকে প্রস্থান।

বাজীরাও। (দূরবীণ ধরিয়া ব্যস্তভাবে চতুর্দ্দিক পর্য্যবেক্ষণ)

চিমন। (দূরবীণ কসিতে কসিতে) দাদা—আর তো আমাদের এখানে এ ভাবে থাকা সঙ্গত নয়। নিজামী-সৈন্যদল যে ক্রমেই এগিয়ে এসেছে!

বাজীরাও। আসুক না ভাই,—তাই তো আমি চাই!—এই স্থানেই তাদের সমাধি।

চিমন। এদের সব এগিয়ে তুলি ?

বাজীরাও। থাম ভাই,—ব্যস্ত হ'য়ো না,—যুদ্ধস্থান ব্যস্তবাগীশের স্থান নয়;—শ্যেন পক্ষীর মতন নিপুণ লক্ষ্য রেখে এখানে কাজ ক'রতে হয়! উপযুক্ত সময়—উপযুক্ত স্থান,—আর উপযুক্ত সৈন্য-নির্ব্বাচন, কেবল এই তিনটি জিনিসের ওপর বিজয় নির্ভর করে। যিনি এই

তিনটি সামগ্রীর অধিকারী,—বিজয়লক্ষ্মী তাঁরই কণ্ঠে জয়মাল্য দান করেন। বাস,—এইবার উপযুক্ত সময় উপস্থিত।

[তূর্য্য গ্রহণ ও ঘন ঘন বাদন।

(তূর্য্যধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে শায়িত সৈন্যগণের উত্থান ও স্ব স্ব অস্ত্র শস্ত্র গ্রহণ।)

বাজীরাও। পুত্রগণ! বহুক্ষণ নিদ্রার পর তোমরা এখন জাগরিত, কিন্তু তোমাদের শত্রুগণ সারারাত্রি জাগরণের পর তোমাদের নিদ্রাভাবে নিদ্রাসুখ ভোগ ক'র্‌তে আসছে। নিদ্রোত্থিত বৎসগণ! তোমাদের নিদ্রালু শত্রুর অভ্যর্থনা কর,—এমন নিদ্রায় তাদের নিদ্রিত করা চাই, যেন সে নিদ্রা চিরনিদ্রায় পরিণত হয়।

সৈন্যগণ। জয় পেশোয়ার জয়!—জয় পেশোয়ার জয়!

চিমন। দাদা!—নিজামী সেনা খুব কাছে এসে পড়েছে,—তাদের গোলা গুলি আমাদের সৈন্য-বেষ্টনীর এসে প'ড়ছে!

বাজীরাও। বৎসগণ!—পুত্রগণ! নাসিক—মালব—কর্ণাট—গুজরাট পালখেড়—বরদা—বসাই-বিজয়ী বীরগণ!—তোমাদের পুরোভাগে শত্রুসৈন্য সমাগত! পূর্ব্বকীর্ত্তি স্মরণ ক'রে তোমরা তোমাদের শত্রুদের বীরের খেলা প্রদর্শন কর।

সৈন্যগণ। জয় পেশোয়ার জয়!—হর হর মহাদেও!—

[জানু পাতিয়া বসিয়া সৈন্যদের বন্দুক লক্ষ্যকরণ।

চিমন। উঃ,—নিজামী সেনাদল অত্যন্ত এগিয়ে পড়েছে!—ঝাঁকে ঝাঁকে গোলা-গুলি এসে প'ড়ছে!

বাজীরাও। চিমন!—তুমি এখনি হাওয়ার আগে আগে ঘোড়া ছুটিয়ে ও-ধারের সমস্ত সৈন্যাধ্যক্ষদের জানাও,—এখনই যেন তাঁরা তাঁদের অধীনস্থ সমস্ত সৈন্যদের হাটিয়ে নিয়ে ওই টিলার পশ্চাতে রক্ষা করেন! [চিমন গমনোদ্যত] শোন—[চিমন ফিরিলেন] তাঁদের

ব'লবে,—তাঁদের দল থেকে যেন আর একটিও গুলি না ছোটে ;—
দ্বিতীয় আদেশ না পাওয়া পর্যন্ত সমস্ত সৈন্য যেন নীরব থাকে ,—
দ্বিতীয় আদেশ তারা আমার কাছ থেকেই শুনতে পাবে। যাও—

[চিমনের প্রস্থান।

বাজীরাও। [একটা পতাকা লইয়া ঘন ঘন সঞ্চালন ; সমস্ত সৈন্যের যুদ্ধে ক্ষান্ত হইয়া আদেশ প্রতীক্ষায় দণ্ডায়মান হওন।] বৎসগণ। ক্ষান্ত হও।—আমার অনুসরণ কর। [বাজীরাও ও সৈন্যগণের প্রস্থান।

(নিজামী-সৈন্য ও সেনানিগণের প্রবেশ এবং পশ্চাৎ পশ্চাৎ অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি নিজামী-পতাকা লইয়া পতাকাধারিগণের প্রবেশ।)

জনৈক সেনানী। সৈন্যগণ!—পেশোয়ার সৈন্যগণ যুদ্ধে ভঙ্গ দিয়ে পলায়ন ক'রেছে ,—আমরা সম্পূর্ণরূপে জয়লাভ ক'রেছি। এদিকে আর শত্রুসেনার চিহ্নমাত্র নেই। দিগ্বিজয়ী পেশোয়াকে পরাজিত ক'রে আজ আমরা যে কীর্ত্তি সঞ্চয় ক'রেছি, তা চিরদিন অক্ষুণ্ণ থাকবে। পতাকাধারিগণ!—আমাদের বিজয় পতাকা ঘন ঘন সঞ্চালন কর,—আমাদের সমস্ত সৈন্য এইখানে সমবেত হোক্ ,—আমরা পরাজিত পেশোয়ার শিবির লুণ্ঠন ক'রব—পলায়িত পেশোয়াকে বন্দী ক'রব,—পেশোয়া বার বার আমাদের হারিয়ে দিয়েছে, আমাদের শিবির লুণ্ঠন ক'রেছে—আমরা এবার তার প্রতিশোধ নেব!—চালাও পতাকা,—গাও নিজামের জয়!

সৈন্যগণ। জয় নিজামের জয়!—জয় নিজাম বাহাদুরের জয়!

(পতাকাধারী সৈন্যগণের ঘন ঘন পতাকা সঞ্চালন ও সহসা নেপথ্যে ঘন ঘন তূর্য্যধ্বনি।)

নেপথ্যে বাজীরাও। সৈন্যগণ!—এইবার আত্মপ্রকাশ কর,—নিজামী-সেনার অভ্যর্থনা কর,—সঙ্গীন,—তরবারি,—বর্শা,—আক্রমণ কর,—আক্রমণ কর!—

(চতুর্দ্দিক হইতে সঙ্গীন্, বর্শা ও তরবারিধারী পেশোয়া সৈন্যদের প্রবেশ এবং নিজামী সৈন্যদিগকে আক্রমণ।)

নিজাম-সেনানী। মায়াবী—মায়াবী!—এই পেশোয়া মায়াবী!—সৈন্যগণ ভীত হ'য়ো না,—শত্রু-সৈন্য মুষ্টিমেয়,—আক্রমণ কর,—সঙ্গীন্ চালাও,—ভাগিয়ে দাও—

নিজামী-সৈন্যগণ। নিজাম বাহাদুরের জয়!

পেশোয়া-সৈন্যগণ। হর হর মহাদেও!—জয় পেশোয়ার জয়।

নেপথ্যে বাজীরাও। মহারাষ্ট্র-বীরগণ! নিজামের পতাকা আক্রমণ কর,—ওই পতাকা দখল করা চাই!

নিজামী সেনানী। সৈন্যগণ! মহামান্য নিজামের পতাকা রক্ষা কর,—এ পতাকা যদি হারাও, তা হ'লে সাহায্য-হারা হবে,—সর্ব্বনাশ হবে! এই পতাকার ওপর আমাদের বিজয় নির্ভর ক'রছে!

(পতাকা রক্ষার্থ নিজাম সৈন্যগণের তুমুল যুদ্ধ,—পেশোয়া-সৈন্যগণের পতাকা অধিকারের প্রাণপণ চেষ্টা,—পতাকা দণ্ড লইয়া উভয় পক্ষের ধস্তাধস্তি।

(বেগে বাজীরাওয়ের প্রবেশ।)

বাজীরাও। পতাকা,—পতাকা,—নিজামী-পতাকা,—ওই পতাকা চাই!

নিজামী-সেনানী। সয়তান!—কাফের! (আক্রমণ।)

বাজীরাও। বর্ব্বর!—নচ্ছার! (আক্রমণ।)

(নিজামী-সেনানীকে নিহত করিয়া দ্রুতবেগে বাজীরাওয়ের পতাকা সন্নিধানে গমন,—পেশোয়া সৈন্যের জয়ধ্বনি,—বাজীরাওয়ের পতাকা দণ্ড ধারণ এবং সবলে আকর্ষণ করিয়া পতাকাহস্তে দূরে দণ্ডায়মান,—হতাবশিষ্ট নিজামী-সৈন্যের পলায়ন।)

বাজীরাও। সৈন্যগণ!—আমরা নিজামী-পতাকা অধিকার ক'রেছি,—সঙ্গে সঙ্গে বিজয় লক্ষ্মীকেও আয়ত্ত ক'রেছি! সৈন্যগণ!—তোমাদের বিজয়-পতাকা সঞ্চালন কর,—বিচ্ছিন্ন পেশোয়া-সেনাদল এই স্থানে সমবেত হোক্।

সৈন্যগণ। জয় পেশোয়ার জয়!—জয় পেশোয়ার জয়!! (ঘন ঘন পতাকা সঞ্চালন।)

নেপথ্যে। জয় পেশোয়ার জয়!—জয় পেশোয়ার জয়।

(বালাজীর প্রবেশ।)

বালাজী। পিতা!—পিতা! আমি আপনার আদেশ পালন ক'রে এসেছি,—সেই বিশাল সেতু বিধ্বস্ত,—তার আর কোনও অস্তিত্ব নেই।

বাজীরাও। তুমি পেশোয়ার যোগ্য পুত্র। বৎস!—তোমার বীরত্বে আমারই গৌরব বর্দ্ধিত হ'য়েছে!

(মল্লহরের প্রবেশ।)

মল্লহর। পেশোয়া! বোহিলা আর মালব-বাহিনী বিধ্বস্ত,—নিজাম আর রাজপুত রাজগণ সম্পূর্ণরূপে অবরুদ্ধ,—পলায়মান নিজামী সৈন্যের অর্দ্ধাংশ নদীগর্ভে নিমজ্জিত হ'য়েছে। শ্বেত-পতাকা উড়িয়ে নিজাম আবার সন্ধিপ্রার্থী।

বাজীরাও। আর রাজপুত রাজগণ?

মল্লহর। তাঁরা সকলেই যুদ্ধের ক্ষতিপূরণে এবং পেশোয়ার বশ্যতা স্বীকারে সম্মত।

বাজীরাও। তাঁদের গর্ব্ব তা হ'লে চূর্ণ হ'য়েছে। উত্তম,—আমি তাই চাই। আমি শান্তিকামী হ'য়ে তাঁদের কাছে দূত পাঠালেম, কিন্তু দিল্লীশ্বরের প্ররোচনায় তাঁরা আমার বিরুদ্ধে অস্ত্র ধ'রে দাঁড়ালেন।

মল্লহর। এবার তাঁরা রীতিমত শিক্ষা পেয়েছেন,—রাজপুত সৈ-

বাদী,—তারা নিশ্চয়ই অঙ্গীকার পালন ক'রবেন। কিন্তু নিজামকে কখনই মার্জ্জনা করা হবে না,—তাকে বন্দী ক'রতে হবে,—তার রাজধানী অধিকার ক'রতে হবে।

বাজীরাও। তা হ'লে যে আমাদের বীরধর্ম্মের অবমাননা করা হয় মলহর। নিজাম সর্পের মতন ক্রূর তা আমি জানি,—কিন্তু ক্রূর সর্পকে দমন করবার ক্ষমতাও আমরা রাখি।—পরাজিত শত্রুকে ক্ষমা করা বীরের ধর্ম্ম মলহর।

মলহর। তা জানি পেশোয়া।—চিরদিনই আমি ক্ষমার পক্ষপাতী,—কিন্তু ঘটনাচক্রে শত্রুকর্ত্তৃক বার'বার প্রতারিত হ'য়ে আমার হৃদয়ের দয়া মমতার উৎস সবলে রুদ্ধ ক'রেছি পেশোয়া। আজ আপনি নিজামকে যদি ক্ষমা করেন, কাল আবার সে আপনার বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ ক'রবে।

বাজীরাও। না মলহর,—এবার আমি নিজামকে সে অবকাশ দেব না! অতঃপর নিজাম যাতে আর আমাদের অনিচ্ছায় নূতন সৈন্য সংস্থান ক'রতে না পারে, প্রবল মহারাষ্ট্র-সৈন্য তার রাজ্যে রক্ষিত হয়, তার ব্যবস্থা ক'রব। যাক্,—চল আমরা আগে রণজীর সঙ্গে মিলিত হই। বলজী! তোমার সাহস দেখে আমি বড়ই তুষ্ট হ'য়েছি, রুদ্দর্শী সেনাপতির মতন তুমি অদ্ভুত রণকৌশল প্রদর্শন ক'রেছ। চল পুত্র!—চল মলহর!—এইবার আমরা রণজীর সঙ্গে মিলিত হই। চল,—এইবার সমুদ্রসমান বাদসাহী সেনাকে নিমিষে পর্য্যুদস্ত ক'রে ফেলি—

[নেপথ্যে। হর হর মহাদেও—]

(রণজীর প্রবেশ।)

রণজী। রণজীর অভিযান সার্থক হ'য়েছে পেশোয়া। সমস্ত বাদসাহী-সেনা পর্য্যুদস্ত,—বাদসাহের শিবির অবরুদ্ধ,—সমস্ত সহায় সম্পদ্ তাঁর বিচ্ছিন্ন!

বাজীরাও। বল কি রণজী!—ইতিমধ্যেই তুমি অগণ্য—অসংখ্য বাদসাহী সেনাকে পরাস্ত ক'রতে সক্ষম হ'য়েছ! বাদসাহের শিবির অবরোধ ক'রেছ।

রণজী। এতক্ষণে দুনিয়া থেকে দিল্লীশ্বরের অস্তিত্ব লুপ্ত হ'ত! বাদসাহ শিবির ধ্বংস করবার জন্য আমি সিংহ বিক্রমে ধাবিত হ'য়েছিলেম, কিন্তু বাদসাহপক্ষ শ্বেত পতাকা তুলে সন্ধিপ্রার্থী হওয়ায় সব গুলিয়ে গেল পেশোয়া! আর শত্রুর ওপর অস্ত্র চালাতে পারলেম না,—পেশোয়ার অনুমতির জন্য ছুটে এসেছি। কিন্তু আমার সেনাদল শত্রুপক্ষকে তেমনই দৃঢ়ভাবে ঘিরে আছে, দিল্লীশ্বরের ধ্বংস-সাধন এখন আর কিছুমাত্র কষ্টসাধ্য নয়।

বাজীরাও। দিল্লীশ্বর তা হ'লে সন্ধিস্থাপনে সম্মত।

রণজী। হাঁ,—তিনি সন্ধিপ্রার্থী; চৌথ প্রদান ক'রতে প্রস্তুত, আর এ যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ ক'রতেও তিনি সম্মত।

বাজীরাও। উত্তম,—আমি দিল্লীশ্বরের প্রার্থনা গ্রাহ্য ক'রলেম। বাদসাহ মহম্মদ সাহকে সিংহাসনচ্যুত ক'রে আমি মুসলমান-সমাজের হৃদয়ে আঘাত ক'রতে অনিচ্ছুক; জগন্মান্য দিল্লীশ্বরের বিপন্ন বংশধরকে নিরাশ্রয় না ক'রে পুত্তলিকাবৎ সিংহাসনে বসিয়ে রাখাই আমি সঙ্গত বলে মনে করি। হিন্দুস্থানে শান্তিস্থাপন আমার অভিপ্রায়,—মুসলমানের সর্বনাশ আমার ইচ্ছা নয়। ভাই সব! সন্ধিপত্র লেখ,—আমি বাদসাহ মহম্মদ সাহকে—স্বর্গীয় সম্রাট্ ঔরঙ্গজেবের পৌত্রকে সন্ধিসূত্রে বন্ধন ক'রব।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

মন্ত্রণা-কক্ষ

সাহু, শ্রীপতি ও পিলাজী

সাহু। তোমরাই আমার সর্ব্বনাশ ক'রলে। তোমাদের চক্রে প'ড়েই আমি পেশোয়াকে শত্রু ক'রে তুলেছি! তোমাদের কুমন্ত্রণায় ভুলে আমি তাকে সাহায্য ক'রতে সম্মত হ'য়েও কিছুমাত্র সাহায্য করি নি! তোমাদের জন্যই আজ আমি পেশোয়ার ভয়ে ব্যতিব্যস্ত হ'য়ে পড়েছি। কেবল ভয়,—কেবল ভয়! সর্ব্বদাই আমি তার রুদ্রমূর্ত্তি দেখতে পাচ্ছি, কেবলই মনে হয়,—কখন্ পেশোয়া এসে আমার সর্ব্বনাশ ক'রে বসে! সেনাপতি ত্র্যম্বকরাওয়ের সঙ্গে ষড়যন্ত্র ক'রে তোমরা সে ভয়ের মাত্রা আরও বাড়িয়ে দিয়েছ। পেশোয়ার মনে হয়তো ধারণা জন্মেছে, আমিও ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিলেম। তোমরাই আমাকে ধনে প্রাণে মার্‌লে!

শ্রীপতি। মহারাজের দেখছি মতিভ্রম হ'য়েছে, তা না হ'লে এ দুঃসময়ে কখনো আপনি আপনার হিতার্থীদের ওপর এ ভাবে দোষারোপ ক'রতেন না।

সাহু। হিতার্থী!—তোমরা আমার হিতার্থীই বটে!—তোমাদের হিত-কথায় কাণ দিয়েছিলেম ব'লেই আজ আমার বিশ্বস্ত পেশোয়া আমার শত্রু হ'য়ে দাঁড়িয়েছে! তোমাদের কল্যাণেই আজ পেশোয়া-ভীতি আমাকে পাগল ক'রে তুলেছে। যুদ্ধের পর যুদ্ধে জয় লাভ ক'রে পেশোয়ার গৌরব বৃদ্ধি পাচ্ছে,—কোথায় সে সংবাদে আমি গর্ব্ব বোধ ক'রব,—আনন্দিত হব,—না, তোমরা অমনি সঙ্গে সঙ্গে বিভীষিকা দেখিয়ে আমাকে সন্ত্রস্ত ক'রে তুলেছ। আজ আমার পেশোয়া ভারতবিজয়ী,—আমার কিন্তু তাতে একটুও শান্তি নেই!—এমন হতভাগ্য আমি!

পিলাজী। তা হ'লে কি মহারাজের ধারণা, আমরা অনর্থক পেশোয়া-ভীতি দেখিয়ে আপনাকে সন্ত্রস্ত ক'রে তুলেছি? বেশ, তা হ'লে আমরা আর কোন কথাই ব'লব না। বিশ্বস্তসূত্রে শুনেছিলাম,—ভূপালের যুদ্ধে জয়ী হ'য়ে পেশোয়া আপনার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ ক'রবে,—ছত্রপতির প্রতিষ্ঠিত বংশের অস্তিত্ব লোপ ক'রে সাতারার সিংহাসনে পেশোয়াবংশ স্থাপিত ক'রবে। শুনেছিলেম বলেই মহারাজকে এ ভীষণ সংবাদ দেবার প্রলোভন সংবরণ ক'রতে পারি নি। এতে যদি আমাদের কোন অপরাধ হ'য়ে থাকে, তা হ'লে আপনি মার্জ্জনা করুন,—এই প্রার্থনা।

সাহু। অপরাধ!—কার অপরাধ!—আমি বুঝতে পারছি না অপরাধ কার! আমার অপরাধ—আমিই অপরাধী, নইলে আজ আমার এ দুর্গতি হবে কেন? পিলাজী,—পিলাজী! রাগ ক'র না,—আমার অবস্থা বুঝতে পারছ,—রাগ ক'র না—সত্যই কি পেশোয়া আমার বিরুদ্ধাচারী হ'য়েছে?—সত্যই কি পেশোয়া আমাকে সিংহাসনচ্যুত ক'রতে আসছে?—সত্যই কি পেশোয়া মহারাষ্ট্রপতির বংশ ধ্বংস ক'রতে আসছে?

পিলাজী। কি আর ব'লব মহারাজ!—ব'ললে তো আপনি বিশ্বাস ক'রবেন না।

সাহু। বল—বল,—আর একবার বল, আমার সন্দেহ ভেঙ্গে দাও,—আর একবার বল,—সত্যই কি পেশোয়া আমাকে সিংহাসনচ্যুত ক'রতে আসছে?

পিলাজী। হাঁ মহারাজ, সত্য-সত্যই পেশোয়া আপনাকে সিংহাসনচ্যুত ক'রবার সঙ্কল্প ক'রেছে, সাতারার সিংহাসনে পেশোয়াবংশের প্রতিষ্ঠা তার প্রাণের কামনা।

শ্রীপতি। মহারাজ! আমাদের এখন উভয় সঙ্কট। পেশোয়ার বিরুদ্ধা-

চাষী হ'লেও আমাদের রক্ষা নেই; আবার নিশ্চেষ্ট হ'য়ে ব'সে থাক্‌লেও তার হাতে মৃত্যু আমাদের অনিবার্য্য। শীঘ্রই পেশোয়া সাতারার রাজবংশের অস্তিত্ব লোপ ক'রবে। এখন পলায়ন ভিন্ন আমাদের আর অন্য গতি নেই।

সাহু। তোমার কথাই যুক্তিসঙ্গত, পলায়নই এখন আমার পক্ষে অবশ্য-কর্ত্তব্য, আমি পালাব,—রাজ্যের মায়া ছেড়ে, পুত্র-পরিজনের হাত হ'তে জন্মের মত পালাব।

(চন্দ্রসেনের প্রবেশ।)

চন্দ্রসেন। পালাবেন কেন মহারাজ!—মহারাষ্ট্র-ঈশ্বর হ'য়ে কার ভয়ে পালাবেন মহারাজ!

সাহু। পেশোয়ার ভয়ে পালাব আমি,—দুগ্ধদানে যে কালসর্প পুষে-ছিলেম, তার ভয়ে পালাব,—দেশত্যাগী হব। তুমি কে?—তোমাকে এখানে কে আন্‌লে? তুমি ত পেশোয়ার গুপ্তচর নও?

চন্দ্রসেন। না মহারাজ,—আমি পেশোয়ার গুপ্তচর নই,—আমি তার চিরশত্রু। আত্মবিস্মৃত হ'লে আমায় চিনতে পারছেন না মহারাজ,—আমি চন্দ্রসেন।

সাহু। কে,—চন্দ্রসেন!—চন্দ্রসেন আপনি!

চন্দ্র। হাঁ মহারাজ,—আমি সেই চন্দ্রসেন,—যার অসিবলে আপনার সিংহাসন সাতারায় সুপ্রতিষ্ঠিত হ'য়েছিল। আমি আপনার সিংহা-সনের প্রধান স্তম্ভস্বরূপ হ'য়ে দাঁড়িয়েছিলেম, আপনি আমাকে সেখান থেকে সরিয়ে দিয়ে পেশোয়াকে প্রতিষ্ঠিত ক'রেছিলেন! আজ আপনার সেই বিশ্বস্ত পেশোয়া আপনাকে হত্যা ক'রবার জন্য ছুরি তুলে দাঁড়িয়েছে। আপনার বিপদ দেখে,—আপনাকে রক্ষা ক'রবার জন্য আমি আবার আপনার সিংহাসনের পাশে দাঁড়াতে এসেছি।

সাহু। আপনি সাধু!—আপনার উদ্দেশ্য সাধু! আপনার মহত্ত্ব দেখে আপ্যায়িত হ'লেম। কিন্তু আর আমার বাঁচবার প্রবৃত্তি নেই।

চন্দ্রসেন। মহারাজ,—হতাশ হবেন না, আমি আপনাকে রক্ষা ক'রব,—আমি আপনার সিংহাসন রক্ষা ক'রব—পেশোয়াকে নিপাত ক'রে আমি আপনাকে নিষ্কণ্টক ক'রব।

সাহু। আপনি ক্ষিপ্ত হ'য়েছেন;—ক্ষিপ্ত না হ'লে কখন আপনি এমন কথা মুখে আনতেন না।

চন্দ্রসেন। না মহারাজ,—আমি ক্ষিপ্ত হই নি। যদি আমি পেশোয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা ক'রবার প্রস্তাব ক'রতেম, তা হ'লে আপনি আমাকে ক্ষিপ্ত ব'লতে পারতেন। সমস্ত ভারতবর্ষ একদিক হ'য়ে যাকে হারাতে পারেনি,—আপনার সিংহাসন রক্ষা ক'রতে আমি তার বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণা ক'রব, এমন প্রবৃত্তি,—এমন দুঃসাহস আমার নেই! অনন্তকাল ধ'রে যুদ্ধ ক'রেও আমি পেশোয়াকে হারাতে পারব না,—আমি তা জানি। কিন্তু তবু আমি তাকে হত্যা ক'রব,—আপনাকে নিষ্কণ্টক ক'রবার জন্য আমি তাকে হত্যা ক'রব,—গুপ্ত-ঘাতকের বৃত্তি অবলম্বন ক'রে আমি তাকে গুপ্তহত্যা ক'রব।

সাহু। কি ব'লছেন!—কি ব'লছেন আপনি?

চন্দ্রসেন। পেশোয়াকে হত্যা ক'রব,—গুপ্তহত্যা ক'রব,—এই কথা আপনাকে ব'লছি।

সাহু। গুপ্তহত্যা! ব্রহ্মহত্যা! আপনি কি আমাকে এই হত্যার অনুমোদন ক'রতে বলেন? আপনি কি আমাকে এমন নিষ্ঠুর,—এমন পিশাচ,—এমন ধর্ম্মহীন চণ্ডাল ব'লে মনে করেন যে আমি পেশোয়ার মতন ভারত-বিজয়ী ব্রাহ্মণকে হত্যা ক'রবার প্রস্তাবে সম্মতি দেব?

চন্দ্রসেন। অন্যথায় পেশোয়াব অসিতে মহারাজেব মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। অচিবে সাতারার রাজবংশেব অস্তিত্ব লোপ হবে,—পুণ্যাত্মা ছত্রপতিব বংশ অনন্ত-কালস্রোতে ডুবে যাবে,—মহাবাজেব পিতৃপুরুষগণকে জলগণ্ডূষ দিতেও কেউ বেঁচে থাক্‌বে না! কিন্তু যদি পেশোয়াব মৃত্যু হয়, তা হ'লে মহাবাজ নিষ্কণ্টক। মহাবাজেব অনুমতি পেলে নিশ্চয়ই আমি পেশোয়াকে হত্যা ক'বতে সক্ষম হব।

সাহু। থাম,—চুপ কব,—তুমি নবাধম!—তুমি মহাপাপী!—তোমাব মুখ দেখলেও পাপ হয়!

চন্দ্রসেন। তা ব'লবেন বই কি। আপনাকে নিষ্কণ্টক ক'ববাব জন্য আমি পবামর্শ দিলেম—

(মলহবেব প্রবেশ।)

মলহব। উত্তম পবামর্শ কাপুরুষ। কিন্তু তোমাব ও পবামর্শ দুনিয়াব কেউ শুনবে না,—জাহান্নমে যাও, সেখানে তোমাব পবামর্শ শোন্‌বাব শ্রোতা মিল্‌বে।

চন্দ্রসেন। কি! কি ব'লছ তুমি।

মলহব। কি ব'ল্‌ছি আমি?—বুঝতে পারছ না বুদ্ধিমান্ বীবপুরুষ! তোমাব অন্তিম-জীবনেব ইতিহাস,—যাব প্রত্যেক পবিচ্ছেদ নিয়তি শোণিতাক্ষবে বঞ্জিত ক'বে বেখেছে! কাপুরুষ!—ভাবছ কি?—ভয়স্তিমিত নেত্রে কি দেখছ! পালাবাব পথ নেই!—ওই দেখ, রুদ্ধদ্বারে সহস্র সজাগ প্রহরী কাতাবে কাতাবে দণ্ডায়মান! কি ব'লব নরাধম!—তুমি আমাব অবধ্য,—তোমাব মবণ অপরের হাতে। তোমাকে মাববে ব'লে আমাব কাছ থেকে সে তোমাব প্রাণ ভিক্ষা ক'রে নিয়েছে। নইলে এতক্ষণ আমাব এই তববাবি তোমাব মস্তক দ্বিখণ্ড ক'বত! (বংশীধ্বনি)

(অস্ত্রধারী সৈন্যগণের প্রবেশ ।)

বন্দী কর,—এই দণ্ডে এই তিন নরপিশাচকে বন্দী কর !

শ্রীপতি । }
পিলাজী । } —আঁ্যা—আঁ্যা—আঁ্যা !—

চন্দ্রসেন । পিলাজী !—পিলাজী !—কদাচ ধরা দিও না , বাঁচতে চাও, আমার অনুসরণ কর ।

(গবাক্ষ পথে লম্ফদানে চন্দ্রসেনের পলায়ন , শ্রীপতি ও পিলাজীর অগ্রগমন, মলহরের বাধাদান)

মলহর । খবরদার !—বন্দী কর,—ওই নরাধম চন্দ্রসেন পালাল,—ওর অনুসরণ কর,—বন্দী কর—

[সৈনিকগণের শ্রীপতি ও পিলাজীকে বন্ধন ।

(রঙ্গিণীর প্রবেশ ।)

রঙ্গিণী । কোথায়,—কোথায় চন্দ্রসেন ?—কোথায় আমার স্বামীঘাতী শত্রু ?—কোথায় গেল সে সয়তান, হোলকার সাহেব ?

মলহর । পালিয়েছে,— ওই গবাক্ষ-পথে কাপুরুষ পালিয়েছে । রঙ্গিণী, —রঙ্গিণী, —এখনি যাও,—তার অনুসরণ কর,—যেমন ক'রে পার তাকে হত্যা কর,—তোমার স্বামী-হত্যার প্রতিশোধ নাও রঙ্গিণী ।

রঙ্গিণী । পালাবে !—কোথায় পালাবে ! আমার দৃষ্টি এড়িয়ে কোথায় যাবে সে !—আমি তার পিছু নেব,—আমি তাকে হত্যা ক'রব !

[প্রস্থান ।

মলহর । (অভিবাদন করিয়া) মহারাজ !—আত্মবিস্মৃত হ'য়ে আপনাকে অভিবাদন ক'রতে ভুলে গেছি, মার্জ্জনা ক'রবেন ।

সাহু । মলহররাও হোলকার ! তুমি আমাকে অভিবাদন ক'রলে —বন্দী ক'রলে না ?

মলহর। কি ব'লছেন মহারাজ। আমি আপনাকে বন্দী ক'রব?—এমন ধারণা কে আপনার মনে জন্মিয়ে দিয়েছে?

সাহু। তোমার কথা আমি বুঝতে পারছি না মলহর। আমি বন্দী হবার জন্য প্রস্তুত হ'য়ে আছি। আমার ধারণা,—পেশোয়া আমায় বন্দী ক'রে নিয়ে যাবার জন্যই তোমাকে পাঠিয়েছেন।

মলহর। বুঝতে পেরেছি মহারাজ,—জন কয়েক নরপিশাচ পেশোয়ার বিরুদ্ধে আপনার মনে এমন ভীষণ ধারণা জন্মিয়ে দিয়েছে। মহারাজ!—মহারাজ। পেশোয়া আপনার বিরুদ্ধাচারী নন,—পেশোয়া আপনার প্রতিদ্বন্দ্বী ন'ন,—তিনি আপনার যে পেশোয়া, সেই পেশোয়াই আছেন। পেশোয়া আমাকে আপনার কাছে পাঠিয়েছেন,—বন্দী ক'রতে নয় মহারাজ। এই দীর্ঘকালব্যাপী সংগ্রামের ফলে তুঙ্গভদ্রা তীর থেকে আগ্রা পর্য্যন্ত যে বিশাল ভূভাগ পেশোয়ার করায়ত্ত হ'য়েছে, সেই সকল ভূভাগের নরপতিগণ মহারাষ্ট্রপতির প্রাধান্য স্বীকার ক'রে কর প্রদানে অঙ্গীকৃত হ'য়ে যে সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর ক'রেছেন,—পেশোয়া তা আমার হাত দিয়ে আপনার কাছে পাঠিয়েছেন। জয়ার্জ্জিত অর্থ,—প্রাপ্ত রাজস্ব,—সমস্তই পেশোয়া মহারাজের হস্তে অর্পণ ক'রেছেন। এই নিন মহারাজ!—পেশোয়া-প্রদত্ত সন্ধিবন্ধনের সনন্দ,—এই নিন্ তাঁর রাজভক্তির নিদর্শন।

সাহু। মলহর!—মলহর, আমার চক্ষুঃপ্রান্তে দোদুল্যমান কৈলধারের মসীময় আবরণ অপসারিত ক'রে এ কি স্বর্গীয় আলোক ফুটিয়ে দিলে! পেশোয়া!—পেশোয়া! তুমি এত মহান্,—এত উদার,—এত ধার্ম্মিক,—তা আমি কখনো ভাবিনি। নরাধম কাপুরুষ আমি,—তাই তোমার সঙ্গে সদ্ব্যবহার ক'রতে পারিনি! মহান্ উদার, কর্ত্তব্যনিষ্ঠ বীর!—আমায় মার্জ্জনা কর! মলহররাও হোলকার! এই

ছুই নচ্ছাবকে নিয়ে যাও,—পেশোয়ার কাছে নিয়ে যাও,—কিংবা কোতল কর,—কোন আপত্তি নেই আমার।

মলহর। মহারাজের আদেশ শিরোধার্য্য;—আমি এদের পেশোয়ার কাছেই নিয়ে যাই।

—

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক

ভূপাল—মহাকালের মন্দির

চন্দ্রসেন

চন্দ্রসেন। প্রতিহিংসা! প্রতিহিংসা!—প্রতিহিংসা সাধনের জন্ম উন্মাদ হ'য়েছি, নিজের সুখ স্বার্থ সমস্ত বিসর্জন দিয়েছি,—প্রতিহিংসার উদ্দাম তাড়নায় পেশোয়া বাজীরাওকে হত্যা ক'রতে এসেছি। পেশোয়াকে হত্যা করার সঙ্গে যদি আমার প্রাণ বিপন্ন হয়,—মৃত্যু যদি আমার শিয়রে এসে দাঁড়ায়,—তা'তেও আমি কুণ্ঠিত নই। আমি চাই—পেশোয়াকে হত্যা ক'রতে। পেশোয়া বার বার আমাকে যে যন্ত্রণা দিয়েছে,—আমি চাই তার প্রতিশোধ নিতে। পেশোয়াকে হত্যা ক'রতে আমি পিশাচের প্রবৃত্তি নেব। বজ্রাগ্নি, উল্কাপাত, লোকের গঞ্জনা মাথা পেতে নেব।—যেমন ক'রে হোক্, পেশোয়াকে হত্যা ক'রব। এস,—এস হত্যা-দানবি। আজ তুমি আমার হৃদয়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। এস,—এস হত্যা!—এস তুমি,——এস,—সংহারিণী,—এস তুমি প্রলয়ঙ্করী।

(রঙ্গিণীর প্রবেশ।)

রঙ্গিণী। এসছি! আমি এসেছি!

[চন্দ্রসেনের বক্ষে ছুরিকাঘাত।

চন্দ্রসেন। কে তুমি!—কে তুমি প্রলয়ঙ্করী!—উঃ! [পতন।

রঙ্গিণী।—কে আমি।—চিনতে পারছ না আমি কে।—আমিই হত্যা! একমনে, একপ্রাণে তুমি যার আরাধনা ক'রছিলে,—আমি সেই হত্যা!—আমিই প্রলয়ঙ্করী।—আমিই সংহারিণী। চিনতে পারছ না আমাকে তুমি।—বুঝতে পারছ না আমি কে? এই শুক্‌নো রক্ত-মাখা দেহ দেখেও বুঝলে না আমি কে? এই দেখছ রক্তমাখা কাপড়।—দেখতে পাচ্ছ।—কত দিনের ঘোরাল রক্ত এতে এঁটে রয়েছে? এ রক্ত কার জান?—আমার স্বামীর। আজ এই শুক্‌নো রক্ত আবার তাজা ক'রব! (সর্ব্বাঙ্গে রক্ত মাখিতে মাখিতে) তৃপ্ত হ'লুম।—এতক্ষণে পোড়া প্রাণ ঠাণ্ডা হ'ল। স্বামি।—স্বামি। দেবতা আমার,—তুমি এখন স্বর্গে,—স্বর্গ থেকে একবার উঁকি মেরে দেখ,—তোমার প্রাণঘাতী দস্যুর দুর্দ্দশা।

চন্দ্রসেন।—উঃ হঃ।—ম'রলেম।—উঃ হুঃ।—সয়তানীর হাতে প্রাণ গেল।—উঃ হঃ।—(মৃত্যু)।

(ব্রজেন্দ্র স্বামীর প্রবেশ।)

রঙ্গিণী।—বাবা।—বাবা। আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হ'য়েছে। ওই দেখ, আমার স্বামীঘাতী দস্যুর মৃতদেহ!

ব্রজেন্দ্র।—রঙ্গিণী।—রঙ্গিণী।—এ কি। তুমি চন্দ্রসেনকে হত্যা ক'রেছ?

রঙ্গিণী।—হাঁ বাবা, হত্যা ক'রেছি,—আমার স্বামীর হত্যাকারীকে হত্যা ক'রেছি—এই সয়তানকে হত্যা ক'রে পেশোয়ার প্রাণ রক্ষা ক'রেছি, পেশোয়াকে হত্যা করবার জন্যে এই নচ্ছার মন্দিরে এসে লুকিয়েছিল। বাবা।—বাবা। আমার কাজের শেষ হ'য়েছে,—আমি চললুম,—আমার স্বামীর কাছে চললুম,—এতদিনে বাবর-রঙ্গিণীর লীলা শেষ হ'ল,—বিদায় বাবা,—বিদায়! [বেগে প্রস্থান।

ব্রজেন্দ্র।—রঙ্গিণী।—রঙ্গিণী! এ সময় আবার এ কি হত্যা-বিভীষিকা দেখিয়ে দিয়ে গেলি। আমি যে পেশোয়ার কল্যাণ-কামনায় মহাকালের

আরাধনা ক'রতে এসেছিলেম ! এ সময় এখানে আবার এ কি হত্যা-প্রহেলিকা। মহাকাল।—অনন্তকাল ধ'রে এ মন্দিরে অবস্থান ক'রছ তুমি—আশৈশব আমি তোমার আরাধনা ক'রে আসছি,—সন্দেহকালে স্বপ্নযোগে সন্দেহবাণ তুমি আমার সংশয় ভঞ্জন ক'রেছ। আজ আমাকে এ কি ভয়ঙ্কর স্বপ্ন দেখালে প্রভু ? আমার চক্ষের ওপর এ কি রোমাঞ্চকর চিত্রপট তুলিয়ে দিলে দয়াময়। স্বপ্নে দেখলেম,—ভারত-বিজয়ী বাজীরাও,—আমার প্রিয়ভক্ত,—প্রিয়শিষ্য বাজীরাও,—তোমার চরণতলে অন্তিম-শয্যায় শায়িত—তার জীবন-প্রদীপ নির্ব্বাপিত।—এ কি লোমহর্ষণ স্বপ্ন ত্রিপুরারি। বিশ্বনাথ! বল,—একবার বল,—এ স্বপ্ন মিথ্যা। তোমার পাষাণময় বদনমণ্ডলে জীমূতমন্দ্রে ধ্বনিত হোক্—এ স্বপ্ন মিথ্যা।

(বলজীর হস্তধারণপূর্ব্বক পীরপর্দাবক্ষেপে বাজীরাওয়ের প্রবেশ।)

বাজীরাও।—না গুরুদেব!—এ স্বপ্ন মিথ্যা নয়,—সত্য, সত্যই আজ আমার আয়ুষ্কাল পূর্ণ,—দুরারোগ্য রোগের প্রভাবে আমার জীবন-প্রদীপ নির্ব্বাণোন্মুখ। অন্তিমকালে মহাকাল বিশ্বনাথের চরণতলে প্রাণত্যাগ ক'রব ব'লে আমি আজ এখানে উপস্থিত। গুরুদেব! আপনার ন্যায় মহাযোগীর শিষ্য আমি, তাই দেবমন্দিরে দেবতার সমক্ষে সজ্ঞানে প্রাণত্যাগ ক'রতে এসেছি। রোগশয্যায় শয়ন না ক'রে, মহাকালের চরণতলে একেবারে আশ্রয় নিতে এসেছি!

ব্রহ্মেন্দ্র।—বাজীরাও!—বাজীরাও!—বৎস! এ কি ব'লছ তুমি? এ কি তোমার শোচনীয় মূর্ত্তি। দীপ্তচক্ষু জ্যোতিঃহীন,—প্রশান্ত বদন বিবর্ণ। —এ কি ভীষণ দর্শন!—এ কি অঘটন সংঘটন।

বাজীরাও।—গুরুদেব!—গুরুদেব! বিচলিত হবেন না,—আমার প্রার্থনায় কর্ণপাত করুন। আমি পেশোয়ার পদে অভিষিক্ত হ'য়ে যে অস্ত্র ধারণ ক'রেছিলেম, সে অস্ত্র এইমাত্র পরিত্যাগ

ক'রেছি। অসংখ্য মানব-শোণিতে এ হস্ত কলঙ্কিত ক'রেছি। ভূপালের সমর-প্রাঙ্গণে সম্মিলিত সপ্তশক্তিকে বিধ্বস্ত ক'রে দিল্লীশ্বর মহম্মদ শাহকে মহারাজ সাহুর আশ্রয়াধীন ক'রেছি, আজ মহারাষ্ট্র-সাম্রাজ্য তুঙ্গভদ্রাতীর থেকে আগরা পর্য্যন্ত সুবিস্তৃত। গুরুদেব! আমার কার্য্য সমাপ্ত।—মৃত্যুই এখন আমার একমাত্র কামনা। আপনার পদধূলি মস্তকে ধারণ ক'রে—সর্ব্বাঙ্গে মেখে,—আমি আজ মহাকালের চরণতলে মৃত্যু-শয্যায় শয়ন ক'রব। এই শয্যায় শয়ন করবার আগে আমার আর একটিমাত্র কাজ আছে। বলজী!—পুত্র আমার,—এই পবিত্র মন্দিরে এই ত্রিলোকদর্শী ভূতভাবন মহাকালের সমক্ষে,—ভার্গবপ্রতিম গুরুদেবের সমক্ষে আমি তোমার হস্তে মহারাষ্ট্র সাম্রাজ্য রক্ষার ভার অর্পণ ক'রলেম। বৎস!—তুমি এখন সর্ব্বসমক্ষে প্রতিজ্ঞা ক'রে তোমার কর্ত্তব্য পালন কর।

বলজী।—পিতা!—মুহূর্ত্তের জন্যও আমি কর্ত্তব্য হ'তে বিচ্যুত হব না,—এই আমার প্রত্যক্ষ পিতৃদেবতার সমক্ষে,—ওই ত্রিলোকদর্শী ভূতভাবন মহাকালকে সাক্ষ্য ক'রে প্রতিজ্ঞা ক'রছি,—মুহূর্ত্তের জন্যও আমি কর্ত্তব্যচ্যুত হব না। এ কর্ত্তব্যসাধনের জন্য আজ থেকে আত্মোৎসর্গ ক'রলেম। আমার এই শোকসন্তপ্ত হৃদয়ের মর্ম্মভেদী দীর্ঘশ্বাস,—এই অবিশ্রান্ত শোকাশ্রু ধারার সঙ্গে আমার এ আত্মোৎসর্গের প্রতিজ্ঞা বিজড়িত হ'য়ে থাকুক!—বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অধীশ্বর এর সাক্ষী!

বাজীরাও।—আশীর্ব্বাদ করি বৎস,—মহাকালের প্রসাদে তোমার এ প্রতিজ্ঞা অটল থাকুক। আমার শোকে যেন তুমি মুহ্যমান হ'য়ো না পুত্র!—আমার স্থানে তুমি তোমার পিতৃব্য-সমান রণজী ও মলহরকে পাবে বৎস! আর আমার দাঁড়াবার শক্তি নেই,—আমি এই শিলাতলে শয়ন করি। [শয়ন।

(বন্দী পিলাজী ও শ্রীপতিকে লইয়া রণজী, মল্‌হর ও চিমনের প্রবেশ।)

মল্‌হর।—পেশোয়া!—পেশোয়া!—এ কি।

বাজীরাও।—মল্‌হর।—ভাই। পেশোয়া আজ মরণ-পথের পথিক। এ কি—মল্‌হর। এ সব আবার কি?

মল্‌হর।—আমাদের চিরশত্রু,—দেশের শত্রু,—শান্তির পরিপন্থী,—ষড়যন্ত্রকারী শ্রীপতি আর পিলাজীকে বন্দী ক'রে এনেছি। নরাধমেরা সমুখ উপায়ে আপনাকে অপদস্থ ক'রতে না পেরে—শেষে প্রাণনাশের ষড়যন্ত্রে প্রবৃত্ত হ'য়েছিল।

বাজীরাও।—মল্‌হর। আমার প্রাণনাশ ক'রতে এসে বঙ্গিণীর ছুরিতে চন্দ্রসেন প্রাণ হারিয়েছে। আমি যদি আগে তার অভিপ্রায় জান্‌তে পারতেম, তা হ'লে তার এ সাধ কখনই পূর্ণ হ'তে দিতেম না। মল্‌হর!—মল্‌হর! এখনি সসম্মানে এঁদের বন্ধন খুলে দাও,—(মল্‌হরকর্তৃক বন্ধনমোচন)। এখন তোমার তরবারি ওঁদের হাতে দাও,—আমার অন্তিম-অনুরোধ রক্ষা কর মল্‌হর,—তোমার তরবারি ওঁদের ছেড়ে দাও—ওঁরা স্বচ্ছন্দে আমার প্রাণনাশ করুন। প্রতিনিধি মহাশয়।—পিলাজী মহাশয়! মল্‌হর তার তরবারি খুলে দিচ্ছে,—আপনারা গ্রহণ করুন,—স্বচ্ছন্দে আমার অনাবৃত বক্ষে আঘাত করুন,—ভয় পাবেন না,—কেউ আপনাদের বাধা দেবে না,—কোন কথা বলবে না,—আসুন,—এগিয়ে আসুন! তবে আমার শুধু এই অনুরোধ,—আমার প্রাণনাশ ক'রেই যেন আপনাদের রোষের শান্তি হয়—আর যেন অধিক দূর অগ্রসর হ'তে না পায়।

শ্রীপতি।—পেশোয়া!—পেশোয়া!—আমায় ক্ষমা করুন! বিশ্ববিখ্যাত বীর!—আজ থেকে আমি আপনার গুণমুগ্ধ অনুরক্ত ভক্ত,—আমায় ক্ষমা করুন,—চরণে স্থান দিন।

পিলাজী।—মহান্ পেশোয়া! মহাপাপী নারকী আমরা,—আজ আপনার ব্যবহারে আমাদের জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত হ'ল,—আজ থেকে আমি আপনার দাসানুদাস।

বাজীরাও।—ভাই সব! কি মধুর শুভসংযোগ আজ! আমার যে আবার বাঁচবার সাধ হ'চ্ছে। প্রতিনিধি মহাশয়!—পিলাজী মহাশয়! আমি বড় হতভাগ্য, তাই এ মিলনের ফলভোগ ক'রতে পারলেম না, কিন্তু এ অন্তিমকালে,—মিলনের এ সন্ধিক্ষণে আমি আপনাদের ওপর কঠোর দায়িত্বভার চাপিয়ে দিয়ে যান,—(অতি কষ্টে উঠিয়া) এই আমার পুত্র,—এই একমাত্র আমার বংশধরকে আমি আপনাদের হাতে সঁপে দিলেম।

(শ্রীপতি ও পিলাজীর হস্তে বালাজীকে অর্পণ।)

শ্রীপতি।—পেশোয়া!—পেশোয়া! এ গুরুভার কি বহন ক'রতে আমি পারব? কিন্তু আপনার আদেশ উপেক্ষা করবার সাধ্যও আমার নেই,—আমি এ ভার নিলেম। মহাকাল! তুমি সাক্ষী, চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ তারাগণ,—তোমরা সাক্ষী,—আজ থেকে পেশোয়ার পুত্র আমার সর্ব্বস্ব।—আজ থেকে আমি তার রক্ষক,—তার রক্ষার্থে আমি আত্মোৎসর্গ ক'রলেম।

পিলাজী।—মহান্ পেশোয়া! আমি আর কি ব'লব,—আমার আর কি সাধ্য!—তবে আমার প্রতিজ্ঞা এই,—যে উৎসাহে আপনার সর্ব্বনাশে প্রবৃত্ত হ'য়েছিলেম,—আপনার পুত্রকে রক্ষা করবার জন্য তার শতগুণ উৎসাহে কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হব,—এ প্রতিজ্ঞা কখন ব্যর্থ হবে না।

বাজীরাও।—শান্তি,—বড় শান্তি,—বড় আনন্দ পেলেম। সমস্ত হিন্দুস্থান জয় ক'রেও যে আনন্দ পাইনি,—হৃদয়ে যে শান্তির সঞ্চার হয়নি, আপনাদের অঙ্গীকার শুনে তার চেয়েও বেশী আনন্দ

পেয়েছি,—অনন্ত শান্তির অধিকারী হ'য়েছি। মহাকাল আপনাদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করুন। মলহর,—রণজী,—চিমন,—বলজী,—তোমাদের আর কি ব'লে,—তোমাদের কর্ত্তব্য তোমাদের কাছে,—আমার আর বলবার কিছু নেই।

ব্রহ্মেন্দ্র।—বাজীরাও।—বাজীরাও।—বৎস।—প্রাণাধিক হিন্দুকুলপ্রদীপ!—আমার জীবনসর্ব্বস্ব!—আমাকে তোমার অকালমৃত্যু দেখতে হ'ল।

বাজীরাও।—গুরুদেব। মহা ভাগ্যবান আমি.—পদধূলি দিন—আর কিছু বলবার ক্ষমতা নেই,—বি-দা-য়!— [মৃত্যু।

বলজী।—পিতা!—পিতা!—

রণজী।—পেশোয়া!—পেশোয়া! আজ যে আমরা অনাথ হ'লেম!

নিয়তি!—নিয়তি!—কি ক্ষমতা। বিশ্বদগ্ধকারী বহ্নিরাশি এক ফুৎকারে নিবিয়ে দিলি।

মলহর।—পেশোয়া! আজ যে আমরা সর্ব্বস্ব হারালেম।

চিমন।—দাদা!—দাদা। গুরুদেব কি হ'ল!—সব ফুরিয়ে গেল!

শ্রীপতি।—হতভাগা আমরা,—এ মধুর মিলনের ফলভোগ ক'রতে পারলেম না।

পিলাজী।—মহাপ্রাণ নরদেবতা!—নরকের অন্ধকার থেকে পুণ্যের আলোকময় পথে পৌঁছে দিয়ে চলে গেলে তুমি।

ব্রহ্মেন্দ্র।—বাজীরাও!—প্রাণাধিক! কার্য্য সাধনের জন্যই তুমি জন্ম গ্রহণ ক'রেছিলে। কার্য্যেই তোমার জীবনপাত হ'ল। তোমার কার্য্যে আজ কে গৌরবান্বিত নয়? ইতিহাস আত্মত্যাগের উজ্জল পরিচ্ছেদে তোমার কীর্ত্তি স্বর্ণাক্ষরে দেদীপ্যমান থাকুক,—ভগবান তোমার আত্মার কল্যাণ করুন্।

যবনিকা পতন।

